USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

ACDI VOCA
Expanding Opportunities Worldwide

প্রোগ্রাম ফর স্ট্রেনদেনিং হাউজহোল্ড এ্যাকসেস টু রিসোর্সেস (প্রসার)
প্রকল্পের আওতায় উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির জন্য প্রণীত

দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল

codec
Muslim Aid
Serving Humanity
সুশীলন
Shushilan
PCI

প্রকাশকাল

জুলাই, ২০১২

প্রকাশনা ও স্বত্ব

প্রোগ্রাম ফর স্ট্রেনদেনিং হাউজহোল্ড এ্যাকসেস টু রিসোর্সেস (প্রসার)
প্রোজেক্ট কনসার্ন ইন্টারন্যাশনাল (পিসিআই)
বাড়ি# ৪১১, সড়ক# ৪
সোনাডাঙ্গা হাউজিং ফেইজ# ২, খুলনা।

কারিগরি সহায়তা

নিরাপদ
১৯/১৩, বাবর রোড, ব্লক- বি,
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

আর্থিক সহায়তা

ইউএসএআইডি/বাংলাদেশ
মাদানি এভেনিউ, ঢাকা।

অলঙ্করণ

WORK SPACE

সূচি

শব্দ সংক্ষেপ *ii*
প্রাক-কথন *iii*
কৃতজ্ঞতা স্বীকার *iv*

সেকশন ১ : কোর্স ম্যানুয়াল

কোর্সের ভূমিকা ০২
কোর্সের উদ্দেশ্য ০২
কোর্সের বিষয়বস্তু ০২
কোর্সের অংশগ্রহণকারী ০৪
প্রশিক্ষণ ও শিখন পদ্ধতি ০৪
কোর্সের সময়সূচী ০৬

সেকশন ২ : কোর্স মডিউল

মডিউল ১ : খুলনা বিভাগে খাদ্য নিরাপত্তার সম্ভাবনা ও প্রতিবন্ধকতা ০৮
অধিবেশন ১.১: বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা ০৯
অধিবেশন ১.২: প্রসার কার্যক্রম ও সম্ভাবনা ১৪
মডিউল ২ : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যাবলী ১৬
অধিবেশন ২.১: বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ১৭
অধিবেশন ২.২: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য ২২
মডিউল ৩ : ঝুঁকি পরিবেশ নির্ধারণ ৩৬
অধিবেশন ৩.১: ঝুঁকি পরিবেশ ২৭
অধিবেশন ৩.২: স্থানীয় ঝুঁকি নির্ধারণ ৩০
মডিউল ৪ : স্থানীয় ঝুঁকি মোকাবেলা ৩৫
অধিবেশন ৪.১: জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা ৩৬
অধিবেশন ৪.২: দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে স্টেকহোল্ডারদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ৪০
মডিউল ৫ : জরুরী সাড়া প্রদান ব্যবস্থাপনা ৪৬
অধিবেশন ৫.১: জীবন ও সম্পদ রক্ষায় পূর্ব-সতর্কীকরণ ৪৮
অধিবেশন ৫.২: জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা ও সম্পদ রক্ষায় উদ্ধার ও অপসারণ ৫১
অধিবেশন ৫.৩: ক্ষতি, বিঘ্ন ও দুর্দশা নির্ধারণ ৫৩
অধিবেশন ৫.৪: মানবিক চাহিদা পূরণে সহায়তা ৫৬

সেকশন ৩ : পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১ : ইউডিএমসি'র দায়িত্ব ও কর্তব্য ৬১
পরিশিষ্ট ২ : ঘূর্ণিঝড়ের উপর কেইস স্টাডি ৬৫
পরিশিষ্ট ৩ : ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতি ও চাহিদার উপর কেইস স্টাডি ৬৬
পরিশিষ্ট ৪ : এস ও এস ফরম ৬৭
পরিশিষ্ট ৫ : ডি ফরম ৭০
পরিশিষ্ট ৬ : প্রজ্ঞাপন ৭১

গ্রন্থপঞ্জী ৭৩

শব্দ সংক্ষেপ

অসএইআইডি	অস্ট্রেলিয়ান এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট
ইউডিএমসি	ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
ইউএনডিপি	ইউনাইটেড ন্যাশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম
ইউএসএআইডি	ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট
এফএফপি	ফুড ফর পিস্
এফজিডি	ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন
এফএফডব্লিওসি	ফ্লাড ফোরকাস্টিং এ্যান্ড ওয়ার্নিং সেন্টার
জেএমএ	জাপান ম্যাটিওরোলজিক্যাল অথরিটি
ডিএফআইডি	ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট
ডব্লিওএফপি	ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম
প্রসার	প্রোগ্রাম ফর স্ট্রেনদেনিং হাউজহোল্ড এ্যাকসেস টু রিসোর্সেস
পিসিআই	প্রোজেক্ট কনসার্ন ইন্টারন্যাশনাল
বিএমডি	বাংলাদেশ ম্যাটিওরোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট
সিআরএ	সমাজভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণ
পিটিডব্লিওসি	প্যাসিফিক সুনামি ওয়ার্নিং সেন্টার
সিপিপি	সাইক্লোন প্রিপেয়ার্ডনেস প্রোগ্রাম

প্রাক-কথন

ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ পৃথিবীর একটি অন্যতম দুর্যোগ প্রবণ দেশ। প্রতি বছরই এদেশের কোন না কোন অঞ্চল কোন না কোন দুর্যোগে আক্রান্ত হয়। জলবায়ু পরিবর্তন, জনসংখ্যা ও দারিদ্রের কারণে এই দুর্যোগের মাত্রা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। দুর্যোগ প্রতিহত করা সম্ভব নয়, তবে দুর্যোগের পূর্ব প্রস্তুতি থাকলে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশেই কমিয়ে আনা সম্ভব। এজন্য প্রয়োজন জনগোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি ও জনশিক্ষা, যার একটি অন্যতম মাধ্যম হলো প্রশিক্ষণ। এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকভাবেই এটা উল্লেখ্য যে প্রশিক্ষণগুলো অবশ্যই হতে হবে মূলধারার উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা ও বাংলাদেশের সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। নতুবা পুরো প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া নিষ্ফল কাগুজে আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হবে।

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, 'প্রসার' প্রকল্পের অধীনে উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দক্ষতা বাড়ানোর জন্য একটি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি কিভাবে মূলধারার উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্থানীয় দুর্যোগ মোকাবেলা করবে, দুর্যোগকালীন বা স্বাভাবিক সময়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী, তা এ প্রকাশনায় বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাদের এই উদ্যোগে কারিগরি সহায়তা প্রদান করেছে নিরাপদ। আমার বিশ্বাস এ প্রকাশনায় সন্নিবেশিত বিষয়গুলো বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

আমি প্রসার প্রকল্পের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

আহসান জাকির
ডিরেক্টর জেনারেল
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমরা প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি প্রোজেক্ট কনসার্ন ইন্টারন্যাশনাল (পিসিআই) ও এর পার্টনার মুসলিম এইড এর প্রতি, এ ধরণের একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে নিরাপদকে সম্পৃক্ত করার জন্য এবং মোঃ মোস্তফা কামাল ও মোঃ তৌহিদুল ইসলাম তরফদার কে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি মডিউলটি প্রণয়নের সময় তাদের সার্বিক সহযোগিতার জন্য। মডিউল প্রণয়নে সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য জাহিদ হোসেন এর কাছে নিরাপদ আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে, খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলায় ফিল্ড ভিজিট এর সকল আয়োজন বিশেষ করে, এফজিডি'র ব্যবস্থা করে আমাদের উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য সুশীলন কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং নড়াইল এর লোহাগড়া উপজেলায় ফিল্ড ওয়ার্ক এ সহায়তার জন্য মুসলিম এইড কে বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মূল্যবান মতামত প্রদানের মাধ্যমে মডিউলটিকে সমৃদ্ধ করার জন্য ফিল্ড টেস্টিং ওয়ার্কশপ এ অংশ-গ্রহণকারী কোডেক, সুশীলন ও মুসলিম এইড এর প্রশিক্ষকদেরকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মডিউল প্রণয়নের সময় দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন সংস্থা, বিশেষ করে, কেয়ার বাংলাদেশ, অক্সফাম-জিবি, কনসার্ন ইউনিভার্সাল, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো এর মডিউল এবং প্রকাশনার সহযোগিতা নেয়া হয়েছে, এই সংস্থাগুলোর প্রতি আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সর্বোপরি আমরা কৃতজ্ঞ তাদের প্রতি যারা মডিউলটিকে মাঠ পর্যায়ে ব্যবহার করবেন। তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে মডিউলটিকে বিষয়বস্তু উত্তরোত্তর সকলের মাঝে সম্প্রসারিত হবে এই কামনা করছি।

কাজী সাহিদুর রহমান
সিইও, নিরাপদ।

সেকশন ১: কোর্স ম্যানুয়াল

কোর্সের ভূমিকা

"দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল" শীর্ষক এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালে বাস্তবতার নিরিখে বাংলাদেশের দুর্যোগ বিপদাপন্নতা, ঝুঁকি পরিবেশ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা দেখার চেষ্টা করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেমন- খাদ্য নিরাপত্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যাবলী, ঝুঁকি পরিবেশ নির্ধারণ, স্থানীয় ঝুঁকি মোকাবেলা ও জরুরি সাড়া প্রদান ব্যবস্থাপনা এতে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এতে দুর্যোগ ঝুঁকি স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও উন্নয়নধারার একটি প্রবণতা হিসাবে দেখা হয়েছে, ফলে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সম্পৃক্তকরণের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এই ম্যানুয়ালে মূলধারার উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সঙ্গতি রেখে দুর্যোগকালীন বা স্বাভাবিক সময়ে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি কখন কী কাজ করবে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় তার ভূমিকা কী সে সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে। মূলত বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত "দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী" এর আলোকে ম্যানুয়ালটি তৈরী করা হয়েছে। এছাড়াও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কিছু ধারণা যেমন, মানবিক সহায়তার ন্যূনতম মান ও জবাবদিহিতা এবং মানবিক সহায়তা কর্মীর আচরণবিধি ও জবাবদিহিতা এই ম্যানুয়ালে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করা যায় যে, এর আলোচ্য বিষয় ও প্রদত্ত ধারণা মূলধারার উন্নয়ন কার্যক্রম ও পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে।

ম্যানুয়ালটি বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের কথা মাথায় রেখে প্রণয়ন করা হয়েছে বলে কেবল দক্ষিণাঞ্চল তথা খুলনা বিভাগের দুর্যোগ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত তথ্যই এখানে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে যা এই মডিউলের একটি বড় সীমাবদ্ধতা। এর বিষয়বস্তু জনগোষ্ঠীর জীবিকা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ বিপদাপন্নতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। তাছাড়া সর্বমোট তিন দিনের প্রশিক্ষণ পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতি রাখার জন্য দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি'র ভূমিকা সম্পর্কিত বিষয়বস্তুর পরিধি আরও সীমিত করা হয়েছে।

কোর্সের উদ্দেশ্য

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় (ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরি অবস্থায় সাড়া প্রদান) উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সার্বিক সক্ষমতা বাড়ানো এই ম্যানুয়ালের মূল উদ্দেশ্য। এর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হলো-

- খুলনা বিভাগে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা কমাতে প্রসার কার্যক্রমের সম্ভাবনা ব্যাখ্যা করা।
- জলবায়ু পরিবর্তন, অভিযোজন ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির ভূমিকা ও দায়িত্ব ব্যাখ্যা করা।
- স্থানীয় দুর্যোগ ঝুঁকি সম্পর্কিত জ্ঞান ও ঝুঁকিহ্রাসমূলক কার্যাবলী নির্ধারণের দক্ষতা বৃদ্ধি।
- স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা বৃদ্ধি।
- পূর্ব-সতর্কীকরণ, ক্ষতি-চাহিদা নিরূপণ ও মানবিক সহায়তা প্রদানসহ জরুরী সাড়া প্রদানের জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়ানো।

কোর্সের বিষয়বস্তু

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি পাঁচটি মডিউলে বিভক্ত এবং এর আলোচ্য বিষয়গুলো মোট ১২টি অধিবেশনে বিন্যস্ত। এগুলো হলো-

মডিউল ১ - খুলনা বিভাগে খাদ্য নিরাপত্তার সম্ভাবনা ও প্রতিবন্ধকতা

এই মডিউলের মূল আলোচ্য বিষয় হলো খুলনা বিভাগে খাদ্য নিরাপত্তার সম্ভাবনা ও প্রতিবন্ধকতা। এতে দুইটি অধিবেশন রয়েছে -

অধিবেশন ১.১. - বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা: এ অধিবেশনে খুলনা বিভাগে খাদ্য নিরাপত্তার অবস্থা, প্রতিবন্ধকতা, কৌশল, নিয়ামক, বিঘ্ন ও খাদ্য নিরাপত্তায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সম্পৃক্ততা নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

অধিবেশন ১.২. - প্রসার কার্যক্রম ও সম্ভাবনা: এ অধিবেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের 'প্রসার' এর খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত কর্মসূচী, কৌশল ও প্রসার কর্মসূচীতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির অংশগ্রহণের সুযোগ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

মডিউল ২ - দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যাবলী

এই মডিউলে বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যাবলী সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে দুইটি অধিবেশন রয়েছে-

অধিবেশন ২.১. - বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা: বাংলাদেশের দুর্যোগ বিপদাপন্নতা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিবেচ্য বিষয়সমূহ, যেমন- দুর্যোগের ধারণা, জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণা, বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেল ও এ বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ইউজেডডিএমসি'র করণীয় সম্পর্কে এ অধিবেশনে আলোচনা করা হয়েছে।

অধিবেশন ২.২. উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য: এ অধিবেশনের মূল আলোচ্য বিষয় হলো- বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নির্দেশনা (জাতীয় নীতি ও সমন্বয়, স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয়) ও দায়িত্ব পালনে ইউজেডডিএমসি'র করণীয়।

মডিউল ৩ - ঝুঁকি পরিবেশ নির্ধারণ

এই মডিউলটিতে ঝুঁকি পরিবেশ ও স্থানীয় ঝুঁকি নির্ধারণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এতে দুইটি অধিবেশন রয়েছে -

অধিবেশন ৩.১. - ঝুঁকি পরিবেশ: অধিবেশনটিতে অংশগ্রহণকারীদের ঝুঁকি পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে, পাশাপাশি ঝুঁকি পরিবেশের নিয়ামকসমূহ, যেমন- অপাবরণ (এক্সপোজার), ভঙ্গুরতা (ফ্রাজাইলিটি) ও প্রত্যাগতি (রেজিলিয়েন্স) এবং ঝুঁকি পরিবেশ বুঝতে ইউজেডডিএমসি'র করণীয় কী তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অধিবেশন ৩.২. - স্থানীয় ঝুঁকি নির্ধারণ: ঝুঁকি নিরূপণ, ঝুঁকি নিরূপণে বিবেচ্য বিষয়, যেমন-বৈচিত্র্য, জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও সমাজভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণ এবং ঝুঁকি নিরূপণে ইউজেডডিএমসি'র ভূমিকা এই অধিবেশনের মূল আলোচ্য বিষয়।

মডিউল ৪ স্থানীয় ঝুঁকি মোকাবেলা

জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে স্টেকহোল্ডারদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এ দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এ মডিউলের দুটি পৃথক অধিবেশনে আলোচনা করা হয়েছে।

অধিবেশন ৪.১. - জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা: দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, ঝুঁকি হ্রাস কৌশল ও ঝুঁকিহ্রাসে ইউজেডডিএমসি'র সুনির্দিষ্ট কার্যাবলী সম্পর্কে এ অধিবেশনে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

অধিবেশন ৪.২. - দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে স্টেকহোল্ডারদের সক্ষমতা বৃদ্ধি: সক্ষমতা বৃদ্ধি, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা বৃদ্ধির বিবেচ্য বিষয় এবং ঝুঁকিহ্রাস সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ইউজেডডিএমসি'র সুনির্দিষ্ট কার্যাবলী সম্পর্কে এ অধিবেশনে ধারণা দেয়া হয়েছে।

মডিউল ৫ - জরুরী সাড়া প্রদান ব্যবস্থাপনা

জীবন ও সম্পদ রক্ষায় পূর্ব-সতর্কীকরণ, জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা ও সম্পদ রক্ষায় উদ্ধার ও অপসারণ, ক্ষতি, বিঘ্ন ও দুর্দশা নির্ধারণ এবং মানবিক চাহিদা পূরণে সহায়তা শিরোনামের চারটি অধিবেশন নিয়ে এ মডিউলটি রচিত হয়েছে।

অধিবেশন ৫.১. - জীবন ও সম্পদ রক্ষায় পূর্ব-সতর্কীকরণ: মূলত আবহাওয়া পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা, বাংলাদেশে পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা ব্যবস্থাপনা (ঘূর্ণিঝড় সতর্কবার্তা, বন্যা পূর্বাভাস, সুনামি সতর্কবার্তা) এবং দুর্যোগ সতর্কবার্তা ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির করণীয় সম্পর্কে এ অধিবেশনে আলোচনা করা হয়েছে।

অধিবেশন ৫.২. - জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা এবং সম্পদ রক্ষায় উদ্ধার ও অপসারণ: অপসারণ ও উদ্ধার, অপসারণ ও উদ্ধারের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এ প্রসঙ্গে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির করণীয় কী তা এ অধিবেশনে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

অধিবেশন ৫.৩. - ক্ষতি, বিঘ্ন ও দুর্দশা নির্ধারণ: এ অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদের ক্ষতি-চাহিদা নিরূপণ, ক্ষতি-চাহিদা নিরূপণে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এ প্রসঙ্গে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কী করণীয় তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

অধিবেশন ৫.৪. - মানবিক চাহিদা পূরণে সহায়তা: এ অধিবেশনে মানবিক সহায়তা ও পুনরুদ্ধার, জনগোষ্ঠীর অধিকার, মানবিক সহায়তার লক্ষ্য ও বৈচিত্র্য বিবেচনা, মানবিক সহায়তার গুণগত মান নিশ্চিতকরণ ও বিতরণ প্রক্রিয়া এবং মানবিক সহায়তা ও পুনরুদ্ধারে ইউজেডডিএমসি'র করণীয় ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

কোর্সের অংশগ্রহণকারী

মডিউলটির উপর প্রশিক্ষণ কর্মশালায় উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করবেন।

প্রশিক্ষণ ও শিখন পদ্ধতি

কার্যকর প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও সামগ্রী, আলোচ্য বিষয়বস্তুর উপর স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা বিবেচনা করে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি প্রস্তুত করা হয়েছে। বয়স্ক শিক্ষার মূল ধারণার ওপর ভিত্তি করে এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি রচিত এবং এর প্রতিটি মডিউল ও অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদের সৃজনশীল চিন্তা করা, দলবদ্ধ আলোচনা, মতামত বিনিময় এবং একে অপরের অভিজ্ঞতা থেকে শেখার বিষয়ে উৎসাহ দেয়া হয়েছে।

নিম্নে প্রতিটি অধিবেশনের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো -

অধিবেশন ১.১. বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা

এই অধিবেশন পরিচালনা করার জন্য উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার পরে খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক একটি ভিডিও (The looming food crisis in Asia_ Rising prices in Bangladesh, লিঙ্ক: http://www.youtube.com/watch?v=lSeVJSnpQO4&feature=youtube_gdata) প্রদর্শন এবং পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে খুলনা বিভাগে খাদ্য নিরাপত্তার অবস্থা, খাদ্য নিরাপত্তার প্রতিবন্ধকতা ও কৌশল বিষয়ক মূলবার্তাগুলো আলোচনা করা যেতে পারে।

অধিবেশন ১.২. প্রসার কার্যক্রম ও সম্ভাবনা

এই অধিবেশন পরিচালনা করার জন্য উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার পরে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে প্রসার কার্যক্রম ও এর সম্ভাবনা, খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে এর কৌশল বিষয়ক মূলবার্তাগুলো আলোচনা করা যেতে পারে।

অধিবেশন ২.১. বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার পরে বাংলাদেশের দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক একটি ভিডিও (Climate change effect of Bangladesh ..a documentary about cyclone, salinity, Climate Refugees, লিঙ্ক: http://www.youtube.com/watch?v=XPmHLnOOl8&feature=youtube_gdata) প্রদর্শন এবং পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে বাংলাদেশের দুর্যোগ বিপদাপন্নতা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিবেচ্য- দুর্যোগের ধারণা, জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণা, বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেল বিষয়ক মূলবার্তাগুলো আলোচনা করার মাধ্যমে অধিবেশনটি পরিচালনা করা যেতে পারে।

অধিবেশন ২.২. উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য

এই অধিবেশন পরিচালনা করার জন্য উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার পরে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম আলোচনা, 'দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী' (পরিশিষ্ট-১) দলীয় আলোচনা ও ইউজেডডিএমসি'র কাজ সম্পর্কে উপস্থাপনা এবং এর পরে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের ম্যাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার নির্দেশনা আলোচনা করা যেতে পারে।

অধিবেশন ৩.১. ঝুঁকি পরিবেশ

এই অধিবেশন পরিচালনা করার জন্য উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার পরে খুলনা বিভাগে ঘূর্ণিঝড়ের একটি কেইস স্টাডি (পরিশিষ্ট - ২) বর্ণনা ও ঝুঁকি পরিবেশের নিয়ামক (৩.১.২) অনুযায়ী প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ঝুঁকি পরিবেশ আলোচনা এবং এরপর পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে ঝুঁকি পরিবেশের ধারণা ও নিয়ামক আলোচনা করা যেতে পারে।

অধিবেশন ৩.২. স্থানীয় ঝুঁকি নির্ধারণ

এই অধিবেশন পরিচালনা করার জন্য উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার পরে আলোচনার মাধ্যমে ঝুঁকি নিরূপণ সম্পর্কে ধারণা প্রদান; দুর্যোগ বিপদাপন্নতা বিষয়ক একটি ভিডিও (water water, লিঙ্ক: http://www.youtube.com/watch?v=QQGkELXp6Nw&hd=1) প্রদর্শন ও এর বিষয়বস্তুর উপর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন শ্রেণী ও দলের বিপদাপন্নতার ধরণ আলোচনা এবং এরপর পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে ঝুঁকি নিরূপণে জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও সমাজভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণ বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

অধিবেশন ৪.১. জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা

এই অধিবেশন পরিচালনা করার জন্য উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার পরে প্রশ্নোত্তর, আলোচনা ও পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস, ঝুঁকিহ্রাসের কৌশলগত দিক, সামাজিক নিরাপত্তাজাল ও জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কৌশল সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা যেতে পারে।

অধিবেশন ৪.২. দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে স্টেকহোল্ডারদের সক্ষমতা বৃদ্ধি

এই অধিবেশন পরিচালনা করার জন্য উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার পরে প্রশ্নোত্তর ও আলোচনার মাধ্যমে সক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করা ও স্থানীয় পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিবেচ্য বিষয়সমূহ নির্ধারণ করা; এরপর পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন ও ভিডিও (AIM elements, লিঙ্ক: http://www.youtube.com/watch?v=GC2u2gJrLjc) প্রদর্শনীর মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সমন্বয়, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে নেতৃত্ব ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে।

অধিবেশন ৫.১. জীবন ও সম্পদ রক্ষায় পূর্বসতর্কীকরণ

এই অধিবেশন পরিচালনা করার জন্য উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার পরে দুর্যোগ সতর্কীকরণ বিষয়ক একটি ভিডিও (Early Warning, নিরাপদ প্রণীত) প্রদর্শন ও এর বিষয়বস্তুর উপর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আবহাওয়া পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা সম্পর্কে আলোচনা এবং এরপরে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে বাংলাদেশে আবহাওয়া পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে।

অধিবেশন ৫.২. জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা ও সম্পদ রক্ষায় উদ্ধার ও অপসারণ

এই অধিবেশন পরিচালনা করার জন্য উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার পরে প্রশ্নোত্তর ও পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে অপসারণ ও উদ্ধার এবং এর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ আলোচনা করা যেতে পারে।

অধিবেশন ৫.৩. ক্ষতি, বিঘ্ন ও দুর্দশা নির্ধারণ

এই অধিবেশন পরিচালনা করার জন্য উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার পরে ক্ষয়ক্ষতি বিষয়ক একটি ভিডিও ((Natural disaster ... flood affected people in Bangladesh, লিঙ্ক: http://www.youtube.com/watch?v=IvCh7c-CETU&hd=1) প্রদর্শনীর পর প্রশ্নোত্তর ও আলোচনার মাধ্যমে ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণের ধারণা স্পষ্ট করা এবং বিবেচ্য বিষয়সমূহ নির্ধারণ করা; এরপর পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে কার্যকর ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ, তথ্য সংগ্রহ করার পদ্ধতি, ক্ষতি চাহিদার প্রতিবেদন আলোচনা করা যেতে পারে। প্রতিবেদন আলোচনার ক্ষেত্রে 'এসওএস' ফরম (পরিশিষ্ট - ৩) ও 'ডি' (পরিশিষ্ট - ৪) ফরম প্রদর্শন করা যেতে পারে।

অধিবেশন ৫.৪. মানবিক চাহিদা পূরণে সহায়তা

এই অধিবেশন পরিচালনা করার জন্য উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার পরে একটি কেইস স্টাডি (পরিশিষ্ট - ৫) দলীয় আলোচনা ও উপস্থাপনার মাধ্যমে মানবিক সহায়তা ও পুনরুদ্ধারের ধারণা স্পষ্ট করা এবং বিবেচ্য বিষয়সমূহ নির্ধারণ করা; এরপর পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্তিকরণ ও বৈচিত্র্য, দুর্যোগ পীড়িত মানুষের অধিকার ও মানবিক সহায়তা ন্যূনতম মান, মানবিক সহায়তা কর্মীর আচরণ বিধি আলোচনা করা যেতে পারে। মানবিক চাহিদা পূরণে সহায়তা শিরোনামের চারটি অধিবেশন নিয়ে এ মডিউলটি রচিত হয়েছে।

কোর্সের সময়সূচি

দিন	অধিবেশন	বিষয়	সময়
প্রথম দিন	উদ্বোধন ও পরিচিতি		০.৫ ঘন্টা
	মডিউল ১ : খুলনা বিভাগে খাদ্য নিরাপত্তার সম্ভাবনা ও প্রতিবন্ধকতা		
	অধিবেশন ১.১	বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা	১.৫ ঘন্টা
	অধিবেশন ১.২	প্রসার কার্যক্রম ও সম্ভাবনা	১.০ ঘন্টা
	মডিউল ২: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যাবলী		
	অধিবেশন ২.১	বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	১.৫ ঘন্টা
	অধিবেশন ২.২	উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য	১.৫ ঘন্টা
দ্বিতীয় দিন	প্রথম দিনের অধিবেশনের পুনরালোচনা		০.৫ ঘন্টা
	মডিউল ৩: ঝুঁকি পরিবেশ নির্ধারণ		
	অধিবেশন ৩.১	ঝুঁকি পরিবেশ	১.২৫ ঘন্টা
	অধিবেশন ৩.২	স্থানীয় ঝুঁকি নির্ধারণ	১.২৫ ঘন্টা
	মডিউল ৪: স্থানীয় ঝুঁকি মোকাবেলা		
	অধিবেশন ৪.১	জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা	১.৫ ঘন্টা
	অধিবেশন ৪.২	দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে স্টেকহোল্ডারদের সক্ষমতা বৃদ্ধি	১.৫ ঘন্টা
তৃতীয় দিন	দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনের পুনরালোচনা		০.৫ ঘন্টা
	মডিউল ৩: ঝুঁকি পরিবেশ নির্ধারণ		
	অধিবেশন ৫.১	জীবন ও সম্পদ রক্ষায় পূর্বসতর্কীকরণ	১.৫ ঘন্টা
	অধিবেশন ৫.২	জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা ও সম্পদ রক্ষায় উদ্ধার ও অপসারণ	১.০ ঘন্টা
	অধিবেশন ৫.৩	ক্ষতি, বিঘ্ন ও দুর্দশা নির্ধারণ	১.২৫ ঘন্টা
	অধিবেশন ৫.৪	মানবিক চাহিদা পূরণে সহায়তা	১.২৫ ঘণ্টা
	প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ও সমাপ্তি		০.৫ ঘন্টা

ম্যানুয়ালটির ব্যবহার পদ্ধতি

এই ম্যানুয়ালটি মূলত প্রশিক্ষকদের জন্য তৈরী করা হয়েছে। তবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও দর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্যরাও যাতে এটি সরাসরি ব্যবহার করতে পারেন সেইজন্য এতে প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত নির্দেশনা এবং বিষয়বস্তুগত ব্যাখ্যা ও তথ্যাবলী আলাদাভাবে বিন্যাস করা হয়েছে। যারা সরাসরি ম্যানুয়ালটির মাধ্যমে কোন বিষয় সম্পর্কে ধারণা পেতে চান তারা প্রয়োজন মতো নির্দিষ্ট বিষয়টি পড়তে পারেন। কোন বিষয়টি ম্যানুয়ালের কোন অংশে রয়েছে তা সূচী থেকে জানা যাবে। প্রতিটি বিষয় তিন ভাগে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম ভাগে রয়েছে মূল বিষয় সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা; দ্বিতীয় ভাগে, খাদ্য নিরাপত্তা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়বস্তুর জরুরি অংশগুলোর ব্যাখ্যা বা বিবরণ; এবং তৃতীয় ভাগে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের বিষয় সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী নির্দেশিত কাজগুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রশিক্ষকগণ প্রথমেই কোর্সের উদ্দেশ্য ও কোর্সের বিষয়বস্তু শীর্ষক অংশ দুইটি পড়ে নেবেন। এ থেকে বিষয়গুলোর ব্যাপ্তি ও পরম্পরা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। এর উপর ভিত্তি করে, প্রয়োজনানুসারে প্রশিক্ষণের জন্য বিষয়বস্তু নির্ধারণ করবেন। বিষয়ভিত্তিক অধিবেশন পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ঠিক করার জন্য প্রশিক্ষণ ও শিখন পদ্ধতি শীর্ষক অংশ পড়ে নিতে হবে। তবে, প্রশিক্ষক নিজের মতো করে অধিবেশন পরিকল্পনা করতে পারেন বা সুযোগ ও সুবিধা অনুসারে অন্যান্য পদ্ধতিও ব্যবহার করতে পারেন। প্রশিক্ষণের সময়সূচী নির্ধারণ ও প্রতিটি অধিবেশনের সময় বণ্টন করার জন্য কোর্সের সময়সূচী শীর্ষক সারণির সহায়তা নিয়ে প্রশিক্ষক নিজের মতো করে সময়সূচী তৈরী করবেন। অধিবেশনের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করার জন্য প্রশিক্ষক প্রতি মডিউলের শুরুতে উল্লেখিত শিখন উদ্দেশ্য অংশ পাঠ করবেন ও এর উপর ভিত্তি করে অধিবেশনের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করবেন। অধিবেশন পরিচালনা করার জন্য প্রশিক্ষক প্রথমে অধিবেশনের মূলবার্তা পড়ে নেবেন এবং এরপরে বিষয় সম্পর্কিত বর্ণনা ও তথ্যবলী পড়বেন।

সেকশন ২: কোর্স মডিউল

মডিউল ১ : খুলনা বিভাগে খাদ্য নিরাপত্তার সম্ভাবনা ও প্রতিবন্ধকতা

মডিউল ২ : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ইউজেডডিএমসি'র কার্যাবলী

মডিউল ৩ : ঝুঁকি পরিবেশ নির্ধারণ

মডিউল ৪ : স্থানীয় ঝুঁকি মোকাবেলা

মডিউল ৫ : জরুরি সাড়া প্রদান ব্যবস্থাপনা

মডিউল ১

খুলনা বিভাগে খাদ্য নিরাপত্তার সম্ভাবনা ও প্রতিবন্ধকতা

শিখন উদ্দেশ্য

এই মডিউল অধ্যয়নের পরে অংশগ্রহণকারীগণ খুলনা অঞ্চলে খাদ্য নিরাপত্তায় প্রসার কী ধরণের সহায়তা প্রদান করে তা জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

প্রথম অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ নিম্ন বর্ণিত বিষয়সমূহ জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন-

- বাংলাদেশ ও খুলনা বিভাগে খাদ্য নিরাপত্তার অবস্থা;
- খাদ্য নিরাপত্তার নিয়ামক, বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা কৌশল ও খুলনা বিভাগে খাদ্য নিরাপত্তায় বিঘ্নসমূহ;
- খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ইউজেডডিএমসি'র সম্পৃক্ততা ও এ বিষয়ে করণীয়।

দ্বিতীয় অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ নিম্ন বর্ণিত বিষয়সমূহ জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন-

- খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে প্রসার কর্মসূচীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য;
- খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের মূল চালিকা শক্তি - জীবিকা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি এবং বিপদাপন্নতা মোকাবেলা কৌশল সম্পর্কে ধারণা;
- প্রসার কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির করণীয়।

শিখন অধিবেশন

মডিউল ১ এ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে

অধিবেশন ১.১ : বাংলাশের খাদ্য নিরাপত্তা

১.১.১. খুলনা বিভাগে খাদ্য নিরাপত্তার অবস্থা

১.১.২. খাদ্য নিরাপত্তার প্রতিবন্ধকতা ও কৌশল

১.১.২.১. খাদ্য নিরাপত্তার নিয়ামক

১.১.২.২. বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা কৌশল

১.১.৩. খাদ্য নিরাপত্তায় উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সম্পৃক্ততা

অধিবেশন ১.২ : প্রসার কার্যক্রম ও সম্ভাবনা

১.২.১. কর্মসূচী

১.২.২. খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে কৌশল

১.২.২.১. জীবিকা

১.২.২.২. স্বাস্থ্য ও পুষ্টি

১.২.২.৩. বিপদাপন্নতা হ্রাস

১.২.৩. প্রসার কর্মসূচীতে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির অংশগ্রহণ

অধিবেশন ১.১
বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা

মূল বার্তা

- ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে ও পৌনঃপুনিক দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে;
- জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে পানি ও মাটিতে দূষণ ঘটছে এবং ফসলের জমি খাদ্যশস্য উৎপাদনের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে;
- সাইক্লোন সিডর ও আইলার প্রভাবে খুলনা বিভাগে মাঠের ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে এবং জলাবদ্ধতা ও লবণ দূষণে ফসলের জমি প্রচলিত কৃষি কাজের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে;
- খাদ্য নিরাপত্তার জন্য খাদ্যের প্রাপ্যতা, খাদ্যের লব্ধতা ও খাদ্যের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে;
- বাংলাদেশের ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নারী ও শিশুসহ বিপদাপন্ন গোষ্ঠীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা জাল প্রোগ্রামের উন্নয়ন ও লক্ষ্যভিত্তিক খাদ্য বিতরণ সম্প্রসারণ করার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে;
- উন্নয়ন কর্মসূচীগুলো পর্যালোচনা ও এগুলো দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে সমন্বয় করার মাধ্যমে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থপনা কমিটি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারেন।

১.১.১. খুলনা বিভাগে খাদ্য নিরাপত্তার অবস্থা

সবাই রুচি আর পুষ্টি চাহিদা মিটিয়ে সক্রিয় ও সুস্থভাবে বাঁচার জন্য সঙ্গতির মধ্যে সময়মত পর্যাপ্ত পরিমাণ নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাবার জোগাড় করতে পারলে খাদ্য নিরাপত্তা বজায় আছে বলে ধরা হয় (ওয়ার্ল্ড ফুড ১৯৯৬)।

খাদ্য নিরাপত্তা খাবার পাওয়ার নিশ্চয়তা দেয় ও উপবাসের আশঙ্কা দূর করে। দারিদ্র ও খাদ্য গ্রহণের হারের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক আছে। যেসব পরিবার চরম দারিদ্র এড়াতে পারে তারা দীর্ঘমেয়াদী ক্ষুধায় কষ্ট পায়না। অন্যদিকে গরীব পরিবার উপবাসের কষ্ট ভোগ করে আর খাদ্য ঘাটতি ও দুর্ভিক্ষের সময় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বাংলাদেশে দারিদ্রের হার ১৯৯০ সালে শতকরা ৫৮.৮ ভাগের তুলনায় ২০১০ সালে শতকরা ৩১.৫ ভাগে নেমে এসেছে। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বহুগুণ বেড়েছে। যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে; খাদ্যদ্রব্যসহ সকল ধরণের পণ্য প্রত্যন্ত অঞ্চলে সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। তা সত্ত্বেও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে খাদ্য নিরাপত্তা এখনও ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। গড়ে প্রতি বছর প্রায় ২ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়। প্রায় ২৭ মিলিয়ন চরম দরিদ্র মানুষ দৈনিক ১৮০৫ কিলোক্যালোরির কম খাবার খেয়ে জীবন যাপন করছে। উপরন্তু, খাদ্য নিরাপত্তার মৌসুমি ও অঞ্চল ভিত্তিক ঘাটতি প্রকটভাবে বিরাজ করছে। কার্তিক মাসে যখন খাদ্যের মজুত প্রায় শেষ আসে তখন গ্রামাঞ্চলে, বিশেষ করে, উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে দিনমজুরের কাজের সুযোগও একেবারে থাকে না। তখন গ্রামের অনেক পরিবার অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাতে বাধ্য হয়। এছাড়াও পৌনঃপুনিক দুর্যোগে মাঠের ফসল নষ্ট হয়। সেই সাথে, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে পানি ও মাটিতে দূষণ ঘটছে এবং ফসলের জমি কৃষির অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। এভাবে খাদ্যশস্য উৎপাদনে ঘাটতি হচ্ছে। বিশেষ করে দুর্যোগের কারণে অবকাঠামো ও রাস্তাঘাটের ক্ষতি হয় এবং খাদ্য পরিবহন ও সরবরাহে বিঘ্ন ঘটে। দুর্যোগ পীড়িত দরিদ্র পরিবারগুলো আরও দরিদ্র হয়ে পড়ে ও তাদের খাদ্য নিরাপত্তা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। খাদ্য নিরাপত্তার নিয়ামক (খাদ্যের প্রাপ্যতা, লব্ধতা ও ব্যবহার) বিবেচনায় নিয়ে ডব্লিওএফপি দেশব্যাপী যে বিপদাপন্নতা মানচিত্র তৈরী করেছে তাতে দেখা যায় যে, আঞ্চলিকভাবে উত্তরে, রংপুর বিভাগের পঞ্চগড়, নীলফামারী, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম জেলা ও দক্ষিণে বরিশাল বিভাগের বরিশাল, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী ও ভোলা জেলা এবং ঢাকা বিভাগের শেরপুর, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, শরীয়তপুর, ও রাজবাড়ি জেলায় উচ্চমাত্রায় খাদ্য নিরাপত্তার ঘাটতি রয়েছে (ডব্লিওএফপি ২০০৫)। খুলনা বিভাগের খাদ্য নিরাপত্তার ঘাটতি রংপুর বা বরিশাল বিভাগের মতো সার্বিকভাবে প্রকট না হলেও বেশ উচ্চমাত্রায় রয়েছে, তবে, বিশেষভাবে মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলায় খাদ্য নিরাপত্তার অভাব অতি প্রকট।

ছবি: ধান শুকানোয় ব্যস্ত গ্রামের নারী

ঢাকা বিভাগের ৩২ শতাংশের তুলনায়, খুলনা বিভাগে দারিদ্র্যের হার ৪৫.৭ শতাংশ (বিবিএস ২০০৫)। হেলেন কিলার ইন্টারন্যাশনাল'র ২০০৫ সালের পুষ্টি সমীক্ষা থেকে দেখা যায় যে, জাতীয় গড় ৫৬.০ শতাংশের তুলনায় খুলনা বিভাগে ভূমিহীন পরিবার ৫২.৮ শতাংশ; ২০.৮ শতাংশ পরিবার আয়ের জন্য সম্পূর্ণরূপে শ্রম বিক্রির উপর নির্ভর করে; আর ১২.০ শতাংশ পরিবারকে দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর জন্য খাদ্য ধার করতে হয়। উপরন্তু, সাইক্লোন সিডর ও আইলার প্রভাবে খুলনা বিভাগের তিনটি জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় জনগোষ্ঠীর খাদ্য প্রাপ্যতা মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে। ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে মাঠের ফসল সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়েছে। তার উপর, জলাবদ্ধতা ও লবণ দূষণে ফসলের জমি কৃষির অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এমন কি বসতভিটাতেও সবজি বাগান করা যাচ্ছেনা। এতে এলাকার খাদ্যশস্য উৎপাদন প্রায় স্থায়ীভাবে কমে গেছে। সিডর ও আইলার কারণে অনেক গরীব পরিবার সম্পদ ও আয়-রোজগারের সুযোগ হারিয়েছে ও নিজের বসতভিটা ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। এরা আরও গরীব ও উদ্বাস্তু হয়ে পড়েছে। বাজার ব্যবস্থা বা সামাজিক সম্পর্কজাল, এর কোনটাই এখন আর তাদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারছেনা। ফলে খুলনা বিভাগের কয়েকটা জেলায় গরীব পরিবারগুলো খাবারের চাহিদা মেটানোর জন্য ত্রাণ নির্ভরতা ছাড়া অন্য কোন পথ খুঁজে পাচ্ছেনা।

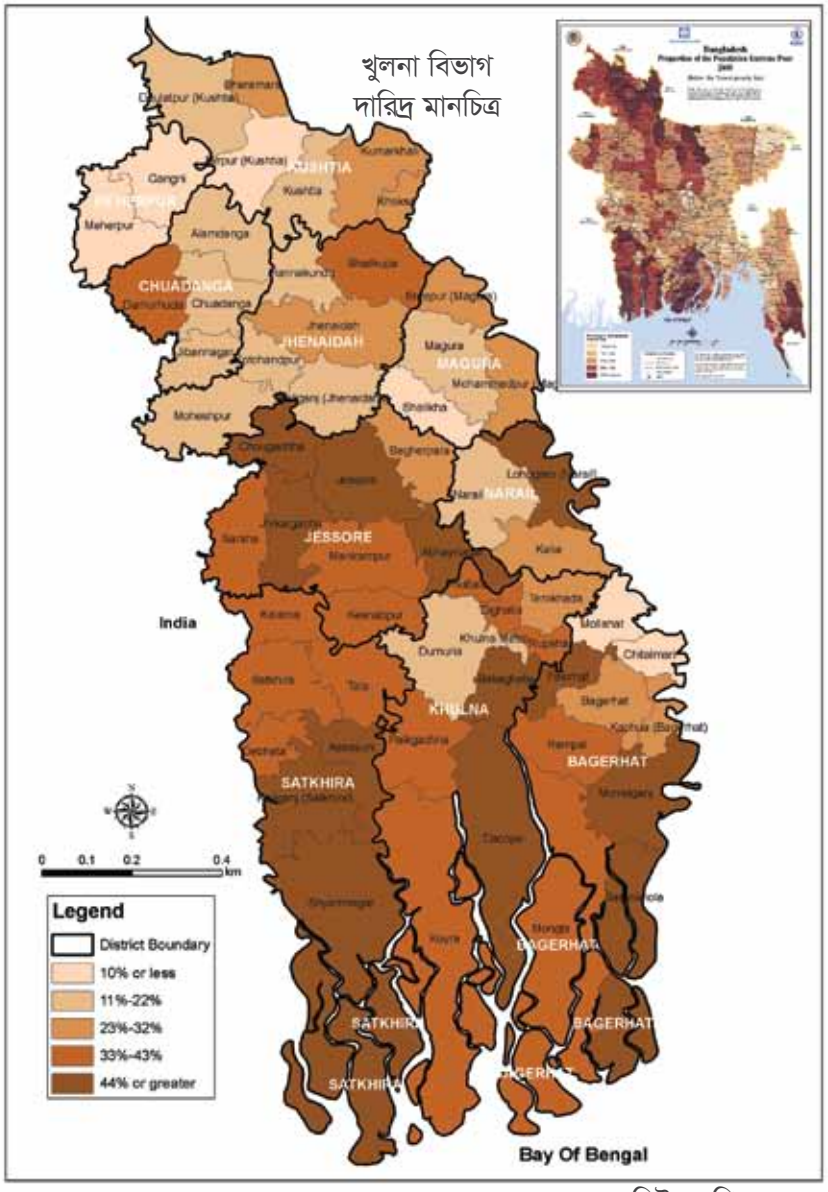

সূত্রঃ ডব্লিউএফপি, ২০০৫

১.১.২. খাদ্য নিরাপত্তার কৌশল ও প্রতিবন্ধকতা

১.১.২.১. খাদ্য নিরাপত্তার নিয়ামক

খাদ্য নিরাপত্তা প্রধানত তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে ১) খাদ্যের প্রাপ্যতা, ২) খাদ্যের লব্ধতা ও ৩) খাদ্যের ব্যবহার।

খাদ্যের প্রাপ্যতা - খাদ্যের প্রাপ্যতা এলাকা ভিত্তিক সঞ্চিত খাদ্যের মোট পরিমাণ নির্দেশ করে। যেসব কাজের মাধ্যমে এই প্রাপ্যতা গড়ে ওঠে তা হলো-

- উৎপাদন - এলাকায় উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্য;
- বাণিজ্য - বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে এলাকায় আনিত খাদ্যদ্রব্য;
- মজুদ - ব্যবসায়ের জন্য ও সরকারিভাবে সংগৃহীত খাদ্যদ্রব্য;
- চালান - সরকার বা সাহায্য সংস্থার দ্বারা সরবরাহকৃত খাদ্যদ্রব্য।

খাদ্যের লব্ধতা - খাদ্যের লব্ধতা পরিবার পর্যায়ে খাদ্য জোগাড় করার সুযোগ নির্দেশ করে। যেসব কাজের উপর এই লব্ধতা নির্ভর করে তা হলো-

- নিজস্ব উৎপাদন- মাঠের ফসল, গৃহপালিত পশুপাখি;
- সংগ্রহ - শিকার করা, নদী বা জলাশয় থেকে মাছ ধরা ও বন বা উন্মুক্ত এলাকা থেকে ফলমূল কুড়ানো;
- ক্রয় - বাজার থেকে নগদ বা বাকিতে খাবার কেনা;
- বিনিময় - অন্য দ্রব্যের বিনিময়ে খাদ্যদ্রব্য জোগাড় করা;
- দান গ্রহণ - বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, সরকারি প্রতিষ্ঠান বা সাহায্য সংস্থার কাছ থেকে উপঢৌকন, সহায়তা বা ত্রাণ হিসাবে প্রাপ্ত খাদ্য।

খাদ্যের ব্যবহার - খাদ্য ব্যবহার ব্যক্তি পর্যায়ে পুষ্টি চাহিদা মেটানো ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য খাদ্য গ্রহণের সক্ষমতা নির্দেশ করে। যেসব বিষয়ের উপর এই খাদ্য ব্যবহার নির্ভর করে তা হলো-

- খাবার সংরক্ষণ ও রান্না করার পদ্ধতি; সেই সাথে পানি ও ভোজ্য তেল - এসবের কারণে খাবারের গুণাগুণ নষ্ট হতে পারে বা খাবার ক্ষতিকর হতে পারে।
- খাবারের ধরণ - ব্যক্তি বিশেষের জন্য বিশেষ খাবার দরকার হয়; যেমন, শিশু, অসুস্থ ব্যক্তি, প্রসূতি বা গর্ভবতী মা।
- খাবার বণ্টন ও ব্যক্তি বিশেষের চাহিদা বিবেচনায়, যেমন- শিশু, নারী বা বয়স্ক ব্যক্তির; খাদ্য বণ্টনে পরিবার সদস্যের কেউ কেউ বঞ্চিত হতে পারে।
- ব্যক্তি বিশেষের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের অবস্থা; যেমন, অনেক সময় রোগ বা পুষ্টিহীনতার কারণে খাবার খেলেও তা তেমন কাজে আসেনা।

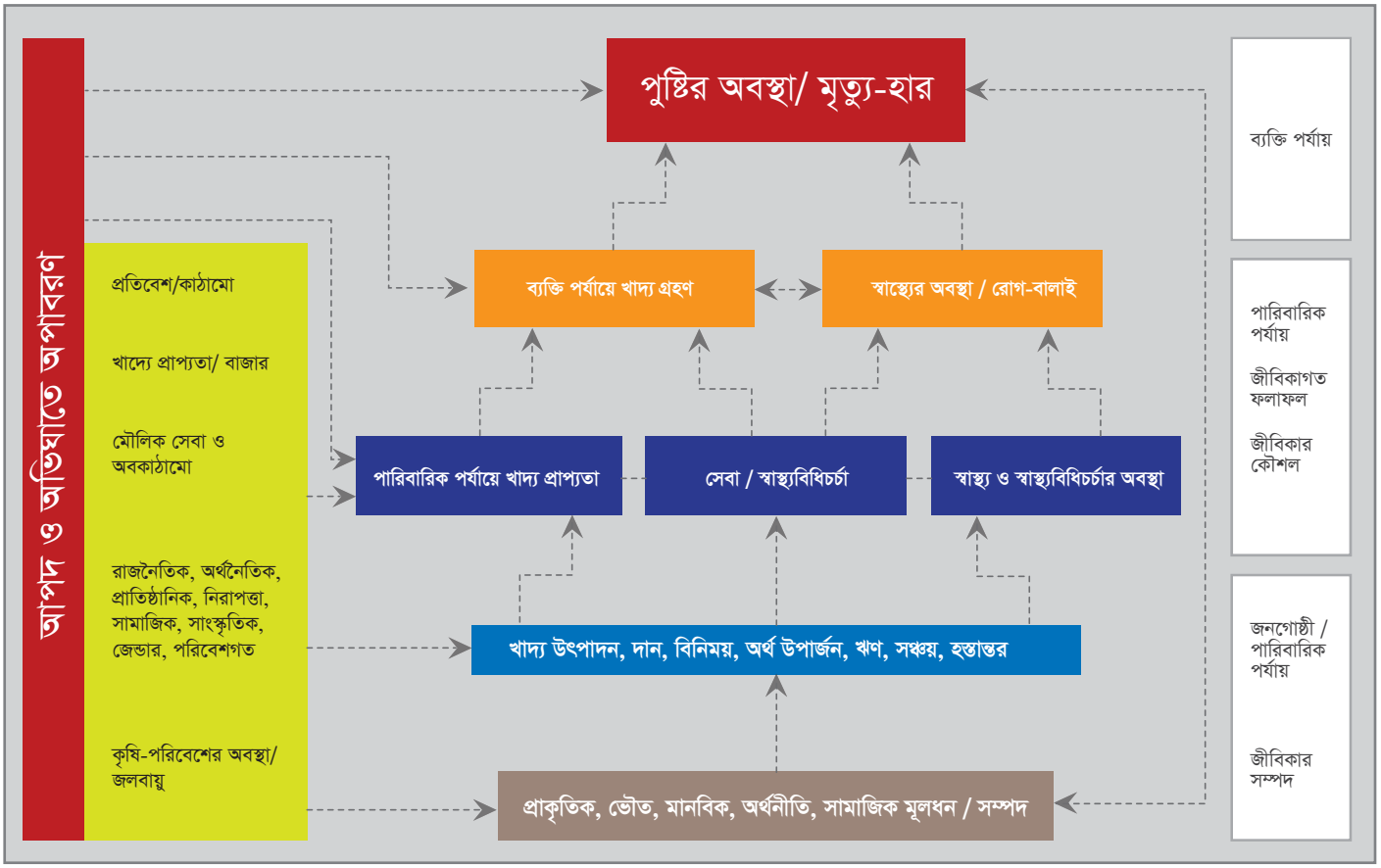

১.১.২.২. বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা কৌশল

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টা সরকার খুবই গুরুত্ব সহকারে নিয়েছে। দানাদার খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা ও খাদ্য নিরাপত্তা ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। তবে, এতে দেশের সার্বিক ও আঞ্চলিক প্রাপ্যতা এবং পরিবার ভিত্তিক লব্ধতার উপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনায় যে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে-

- সকলের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও দারিদ্রেরেখার নিচে যারা তাদের পুষ্টিমান উন্নয়ন;
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ, উৎপাদন ঘাটতি ও সরবরাহ সংকট মোকাবেলা করার জন্য নিরাপদ খাদ্য মজুত গড়ে তোলা;
- নারী ও শিশুর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদানসহ ভালনারেবল গ্রুপের সামাজিক নিরাপত্তাজাল কর্মসূচীর উন্নয়ন ও লক্ষ্য ভিত্তিক খাদ্য বিতরণ সম্প্রসারণ করা;
- দানাদার খাদ্যশস্যের মজুদ, বিতরণ ও ব্যবসায়ে বেসরকারি খাতের সম্প্রসারণ করা; এবং দানাদার খাদ্যশস্য ও খাদ্যপণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, মানগত শ্রেণী বিন্যাস ও প্রমিতিকরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কর্মকৌশল

- উৎপাদন ও মজুত ঘাটতি মোকাবেলায় বাফার মজুত
- অভ্যন্তরীন বাজার থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ
- বাজারদামে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা
- বিপদাপন্ন শ্রেণীর জন্য লক্ষ্যভিত্তিক সহায়তা

এই লক্ষ্যে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে কর্মকৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে-

- বাফার মজুত - খরা বন্যা, ঘূর্ণিঝড় জনিত সম্ভাব্য উৎপাদন ও মজুত ঘাটতি মোকাবেলা করার জন্য বাফার মজুত গড়ে তোলা। এর জন্য আনুমানিক ১.৫ মিলিয়ন টন খাদ্যের মজুত দরকার হবে।
- খাদ্য সংগ্রহ - খাদ্যশস্যের ন্যূনতম বাজার দাম নিশ্চিত করা ও খাদ্য উৎপাদনে কৃষকদের প্রণোদনা দেওয়ার জন্য অভ্যন্তরীণ বাজার থেকে খাদ্যশস্য ক্রয় করা।
- বাজার দামের স্থিতিশীলতা - বাজার দামে অতিরিক্ত হেরফের দূর করার জন্য সরকারিভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বর্তমানে বাজার দামে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য নিরাপদ মজুত সংরক্ষণের নীতি রয়েছে। অস্থিতিশীলতা নিরসনে স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থা হিসাবে খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রি করা হয়। তাছাড়া, ঘাটতি প্রবণ বা উদ্বৃত্ত এলাকায় বেসরকারি খাদ্য মজুত ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়। এর ফলে, বাজার দাম চড়তে শুরু করলে ব্যবসায়ীরা সরবরাহ বাড়িয়ে মৌসুমি ও আঞ্চলিক খাদ্য ঘাটতি দূর করতে পারে।
- বিপদাপন্ন শ্রেণীর জন্য লক্ষ্য ভিত্তিক সহায়তা - দেশ ভিত্তিক খাদ্যের মোট প্রাপ্যতা সবসময় পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট নয়। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও প্রকৃত মূল্যের হ্রাস সত্ত্বেও জনগোষ্ঠীর অর্ধেকেরও বেশি ন্যূনতম পুষ্টির প্রয়োজন মেটাতে পারেনা। তাই, এ ব্যাপারে সরকারি পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা খুবই স্পষ্ট। তাই, সরকারি খাতে লক্ষ্য ভিত্তিক খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা থাকা বিশেষ জরুরি। সরকারি খাতে ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট, কাজের বিনিময়ে খাদ্য ও কাজের বিনিময়ে শিক্ষা প্রভৃতি সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রাম যুক্ত থাকবে। উপরন্তু, খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থাপনায় (নিউট্রিশন ফিডিং প্রোগ্রাম) নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

ছবি: পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে কৃষি জমির পরিমাণ হ্রাস

বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তার প্রধান প্রতিবন্ধকতা হলো দারিদ্র। যদিও দারিদ্রের হার কমে আসছে তবুও জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে গরীব পরিবারের মোট সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। গরীব পরিবারগুলোর আয়রোজগার ও খাদ্য নিরাপত্তা খুবই অনিশ্চিত। উপরন্তু, বিশ্ববাজারে খাদ্যশস্যের দাম উঠানামা আর দেশের অর্থনীতিতে মূদ্রাস্ফীতি তাদের সংকট আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি খাদ্য নিরাপত্তার ঘাটতি কমাতে পারছেনা। তাছাড়া, আবাসনের জন্য চাষের জমি ক্রমেই কমে আসছে। প্রধান খাদ্য শস্য চাল-গমের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য অন্যান্য খাদ্য শস্য (যেমন, ডাল বা তৈলবীজ) আবাদের জমির পরিমাণ কমে আসছে। তার উপর, পৌনঃপুনিক দুর্যোগের কারণে মাঠের ফসল নষ্ট হচ্ছে। সেই সাথে দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে জলাবদ্ধতা ও লবণ দূষণ ঘটছে এবং এর ফলে, অনেক এলাকার জমি চাষের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। সামাজিক কিছু প্রথাও খাদ্য নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটায়। খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে নারী ও শিশু বঞ্চনার শিকার হয়। অনেক পরিবারেই এরা সুষম বা পরিমাণ মতো খাবার খেতে পায়না। পরিবারের খাদ্য বণ্টন ব্যবস্থা বিশেষ করে গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের পুষ্টি চাহিদা মেটাতে পারেনা। একইভাবে, পরিবারের বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধী সদস্যরা বঞ্চিত হয়ে থাকে।

১.১.৩. খাদ্য নিরাপত্তায় উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সম্পৃক্ততা

- মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন কর্মসূচীগুলো পর্যালোচনা করা ও এগুলো খাদ্য নিরাপত্তার উপাদানগুলো পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমন্বয় করা।
- উন্নয়ন কর্মসূচীগুলো পর্যালোচনা করা ও এগুলো দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের লক্ষ্যে সমন্বয় করা।
- সামাজিক নিরাপত্তাজাল কার্যক্রমগুলো পর্যালোচনা করা ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের লক্ষ্যে সমন্বয় করা।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কর্মকৌশল

- উৎপাদন ও মজুত ঘাটতি মোকাবেলায় বাফার মজুত;
- অভ্যন্তরীণ বাজার থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ;
- বাজারদামে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা;
- বিপদাপন্ন শ্রেণীর জন্য লক্ষ্যভিত্তিক সহায়তা;

অধিবেশন ১.২
প্রসার কার্যক্রম ও সম্ভাবনা

মূল বার্তা

- ইউএসএআইডি এর শান্তির জন্য খাদ্য (এফএফপি) দপ্তরের অর্থায়নে এসিডিআই/ভোকা এবং প্রোজেক্ট কনসার্ন ইন্টারন্যাশনাল (পিসিআই) যৌথভাবে 'প্রসার' প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।
- 'প্রসার' প্রকল্পের লক্ষ্য হলো খুলনা অঞ্চলের বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর খাদ্য সংকট কমিয়ে খাদ্য নিরাপত্তা বাড়ানো।
- 'প্রসার' প্রকল্প খাদ্য নিরাপত্তার কৌশল হিসাবে জীবিকা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি এবং বিপদাপন্নতা মোকাবেলা বিষয়গুলোকে বিবেচনা করেছে।
- 'প্রসার' কার্যক্রমকে কাজে লাগিয়ে ইউজেডডিএমসি জনশিক্ষার মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি পরিহার সংস্কৃতি নির্মাণের কাজ বেগবান করতে পারে।

১.২.১. প্রকল্প কর্মসূচী

ইউএসএআইডি এর শান্তির জন্য খাদ্য (এফএফপি) কর্মসূচীর অর্থায়নে এসিডিআই/ভোকা এবং প্রোজেক্ট কনসার্ন ইন্টার্নেশনাল (পিসিআই) যৌথভাবে 'প্রসার' নামে পাঁচ বছর মেয়াদী একটি প্রকল্প তৈরী করেছে। খুলনা বিভাগের বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর খাদ্য সংকট কমিয়ে খাদ্য নিরাপত্তা বাড়ানোই এ প্রকল্পের লক্ষ্য। এ অঞ্চলের পরিবারগুলোর খাদ্য নিরাপত্তা বাড়াতে এবং দাতা, সরকার ও জনগোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য একটি সমন্বিত উপায়ে 'প্রসার' পরিবারগুলোর সদস্যদের প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান করবে। এর জন্য তিনটি প্রধান লক্ষ্যের ওপর নির্ভর করে কর্মকান্ড ও তাদের ঈপ্সিত ফলাফল নির্ধারণ করা হয়েছে:

উদ্দেশ্য ১: দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারগুলোর আয় বৃদ্ধি

প্রসার' এর কার্যক্রমের ভিত্তি হবে ভ্যালু চেইন বিশ্লেষণ এবং কার্যক্রমের কেন্দ্রীয় বিষয় হবে উন্নত প্রযুক্তি ও পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষি খাতে উৎপাদন বাড়ানো, সুবিধাভোগী পরিবার এবং সরকারি ও বেসরকারি সেটকহোল্ডারদের মাঝে টেকসই সম্পর্ক স্থাপন এবং লাভজনক দেশী-বিদেশী বাজারের সাথে ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীর সংযোগ স্থাপন।

উদ্দেশ্য ২: নারী ও শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়ন

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত যেসব সমস্যা বিপদাপন্ন পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তার উপর প্রভাব ফেলে তার সমাধানের জন্য 'প্রসার' শিশুর পুষ্টিহীনতা রোধ, সমন্বিত চিকিৎসা সেবার বিস্তার এবং স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে পরিবার ও জনগোষ্ঠীর সাড়া প্রদানের উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দিবে।

উদ্দেশ্য ৩: অভিঘাত ও দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় প্রত্যাগতি বাড়ানো

'প্রসার' ঝুঁকি কমাতে স্থানীয় সক্ষমতাকে বলীয়ান করবে ও জরুরি অবস্থায় কার্যকরভাবে সাড়া প্রদান করবে, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ ও সম্পদশালী সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহ এবং জনগোষ্ঠীর মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন করবে এবং উন্নয়ন কার্যক্রমের মূলধারায় দুর্যোগ ঝুঁকি সম্পৃক্ত ও জলবায়ু পরিবর্তনের মতো দীর্ঘমেয়াদী সমস্যার সমাধানে বাংলাদেশ সরকারের প্রচেষ্টাকে সমর্থন ও বলীয়ান করবে।

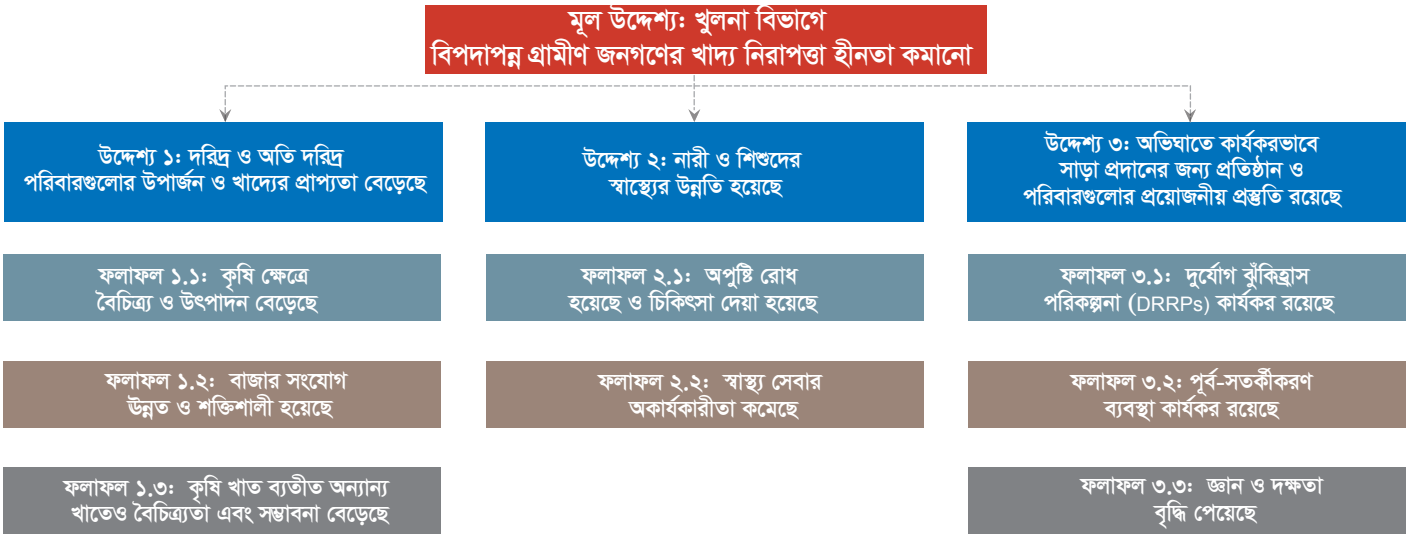

চিত্র : প্রসার কর্মসূচীর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং ফলাফল

'প্রসার' প্রকল্প খুলনা বিভাগের তিনটি উপজেলার (নড়াইল জেলার লোহাগড়া, খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা ও বাগেরহাট জেলার শরণখোলা) মোট ২৭,৩৫১টি গ্রামীণ বিপদাপন্ন পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা ও দুর্যোগ প্রত্যাগতি বাড়াবে। প্রকল্পটি মুসলিম এইড, কোডেক ও সুশীলন নামক তিনটি ভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

১.২.২. খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে কৌশলগত দিক

বাংলাদেশে সার্বিকভাবে খাদ্য মজুত পর্যাপ্ত থাকলেও অনেকক্ষেত্রেই দরিদ্র জনগণকে অনাহারে থাকতে হয়। বিশেষ করে বর্ষাকালে, যখন কাজের অভাব দেখা দেয় তখন দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী এই খাদ্য সংকটে পড়ে। এমনকি খাদ্য সঙ্কট না থাকলেও এসব জনগোষ্ঠীর পক্ষে প্রাত্যহিক সুষম খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয়না। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা পুষ্টিহীনতায় ভোগে। নগরায়নের ফলে দিন দিন চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে; সেই সাথে ভূমিহীন মানুষের সংখ্যাও দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে ফলে তারা আর নিজের জন্য খাদ্য উৎপাদন করতে পারছে না। ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীরা সাধারণত তাদের উৎপাদিত খাদ্য শস্য মজুত না করে কম দামে বিক্রি করে দেয়। এর ফলে খাদ্য সংকটের সময় তাদের সেসব পণ্যই আবার বেশি দামে কিনতে হয়। এ ছাড়াও যখন বিশ্ব বাজারে খাদ্য শস্যের দাম বাড়ে, খাদ্য শস্য আমদানিকারক দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বড় রকমের ক্ষতির সম্মুখীন হয়। বৈশ্বিক খাদ্য শস্যের দাম বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি ঘনঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণেও খাদ্য নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটে। নেতিবাচক টিকে থাকার কৌশল, যেমন- ঋণের ভুল ব্যবহার, সম্পদ বিক্রি ও কাজের সন্ধানে শহরে চলে যাওয়া প্রভৃতি ব্যক্তি ও পরিবারগুলোকে আরও বেশি নিরাপত্তাহীনতা ও ঝুঁকির মধ্যে ফেলে। এ ধরণের সংকট মোকাবেলার জন্য উপযুক্ত সক্ষমতা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নেই, কিন্তু প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা গেলে তারা এ সমস্যা সমাধান করতে পারে।

১.২.২.১. জীবিকা

বাংলাদেশের সামগ্রিক জনসংখ্যার প্রায় ৮৫ শতাংশ গ্রামে বাস করে এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষি কাজের উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করে। এই কৃষিজীবী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৮০ ভাগই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি। এদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি চাষাবাদের জন্য জমি ভাড়া বা বন্ধক নেয় ও জমির মালিককে ফসলের ভাগ দেয়। জন প্রতি গড়ে ০.১২ হেক্টর জমির বেশি চাষ করতে পারেনা, ফলে জমি থেকে উৎপাদিত ফসলে পরিবারের সকল চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়না। যার কারণে গ্রামীণ জনগণ ক্রমশই চাষাবাদের পাশাপাশি আরও অনেক ধরণের আয়ের উৎসের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। ফসল কাটার সময় এই ভূমিহীন লোকেরা বড় খামারগুলোয় দিনমজুর হিসেবে কাজের সুযোগ পায়।

১.২.২.২. স্বাস্থ্য ও পুষ্টি

গত দুই দশক ধরে বাংলাদেশে শিশু মৃত্যু, অপুষ্টি ও জন্মের হার ধীরে ধীরে কমছে। টিকাদান কর্মসূচী, ডায়রিয়া প্রতিরোধ ও পরিবার পরিকল্পনার মতো বিভিন্ন স্তরের কার্যক্রমের মধ্যে উলম্ব সংযুক্তির কারণে এই সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছিল। বর্তমানে এই সাফল্যের ধারা অনেক কমে এসেছে এবং ধারণা করা হচ্ছে এটা আরও কমে যাবে। এর ফলে খাদ্য নিরাপত্তার উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। সাফল্যের পরবর্তী ধাপে পৌঁছানোর জন্য আরও বেশি বিকেন্দ্রীকরণ, জনগোষ্ঠী ভিত্তিক ও সমন্বিত প্রকল্প প্রণয়ন করা জরুরি।

১.২.২.৩. বিপদাপন্নতা হ্রাস

অঞ্চলভেদে বাংলাদেশে বিপদাপন্নতার উৎস পরিবর্তিত হয় তবে যে সকল ঘটনা বা পরিস্থিতির কারণে স্বল্পমেয়াদী খাদ্য সংকট দেখা দেয় তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা আবহাওয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত, যেমন- ঘূর্ণিঝড়, ভারি বৃষ্টিপাত, বন্যা ও ভূমিধ্বস। এক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তন জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা বাড়াচ্ছে এবং সম্পূর্ণ নতুন একটা মাত্রা যোগ করেছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো, যেমন- ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রগুলো প্রায় অকার্যকর ও অপ্রতুল হয়ে পড়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ প্রায়শই এমন কিছু সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে যা প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়। যেমন, মূল্যস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি। এগুলো দেশের অর্থনীতি, বিশেষ করে, দরিদ্র পরিবারগুলো উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এর পাশাপাশি স্বাস্থ্যহানী, অসুস্থতা বা আঘাতের কারণেও পারিবারিক সম্পদের ঘাটতি ঘটে। এ ধরণের অভিঘাত স্বাস্থ্য, জীবিকা, অভিযোজন ক্ষমতা তথা সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রমকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

১.২.৩. প্রসার কমসূচীতে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির অংশগ্রহণ

প্রসার প্রকল্পের তিনটি উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি সরাসরি দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ে; অন্য দুইটি দুর্যোগ বিপদাপন্নতা হ্রাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাই, স্থানীয় ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করার জন্য এই কর্মসূচীর সাথে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির পরিকল্পনা যুক্ত করার সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি যা করতে পারে তা হলো-

- প্রসার'র কার্যক্রম বিশ্লেষণ করে এর কাজগুলো স্থানীয় দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনার সাথে সমন্বয় করা।
- প্রসার কার্যক্রমের সুযোগগুলো চিহ্নিত করা এবং এর মাধ্যমে স্থানীয় মূলধারার জীবিকায়ন, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক কার্যক্রমে দুর্যোগ সম্পৃক্ত করা।
- ঝুঁকি পরিহার সংস্কৃতি নির্মাণে প্রসার কার্যক্রমের সহায়তায় জনশিক্ষামূলক কাজের পরিকল্পনা ও পরিচালনা করা।
- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়ানো জন্য প্রসার কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

মডিউল ২

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যাবলী

শিখন উদ্দেশ্য

এই মডিউল অধ্যয়নের পরে অংশগ্রহণকারীগণ জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত অভিযোজন ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির এখতিয়ার সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে পারবেন।

প্রথম অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ নিম্ন বর্ণিত বিষয়সমূহ জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন-

- বাংলাদেশের দুর্যোগ বিপদাপন্নতা ও এর কারণসমূহ;
- দুর্যোগের ধারণা, জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণা ও বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেল;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ইউজেডডিএমসি'র কার্যাবলী ও করণীয় বিষয়সমূহ।

দ্বিতীয় অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ নিম্ন বর্ণিত বিষয়সমূহ জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন-

- বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নির্দেশনা ও নীতি কাঠামোর রূপরেখা;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জাতীয় নীতি ও সমন্বয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয়;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ইউজেডডিএমসি'র দায়িত্ব ও কর্তব্য।

শিখন অধিবেশন

মডিউল ২ এ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্তকরা হয়েছে

- অধিবেশন ২.১ : বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা
  - ২.১.১. বাংলাদেশের দুর্যোগ বিপদাপন্নতা
  - ২.১.২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিবেচ্য বিষয়
    - ২.১.২.১. দুর্যোগের ধারণা
    - ২.১.২.২. জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণা
    - ২.১.২.৩ বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেল
  - ২.১.৩. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ইউজেডডিএমসি'র করণীয়
- অধিবেশন ২.২ : উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য
  - ২.২.১. বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম
  - ২.২.২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নির্দেশনা
    - ২.২.২.১. জাতীয় নীতি ও সমন্বয়
    - ২.২.২.২. স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয়
    - ২.২.২.৩. উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য
  - ২.২.৩. দায়িত্ব পালনে ইউজেডডিএমসি'র করণীয়

অধিবেশন ২.১
বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

মূল বার্তা

- ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্যের কারণে বাংলাদেশ অতিমাত্রায় দুর্যোগ প্রবণ এবং দারিদ্র ও প্রান্তিকতার কারণে জনসংখ্যার বিরাট অংশের দুর্যোগ বিপদাপন্নতা অনেক বেশি।
- দুর্যোগের আঘাতে জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি হয়; সেবা ব্যবস্থা, জীবিকা ও সামাজিক কাজকর্মে গুরুতর বিঘ্ন ঘটে এবং আক্রান্ত জনগোষ্ঠী শারীরিক, মানসিক ও সামাজিকভাবে দুর্দশাগ্রস্ত হয়।
- জলবায়ু পরিবর্তন জীবন ও জীবিকায় অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে; এর প্রভাবে একদিকে, আপদের মাত্রা বাড়ে; অন্যদিকে, সরাসরি জনগোষ্ঠীর জীবিকা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ ঝুঁকি হ্রাস কেন্দ্রিক মডেল ব্যবহার করে; ঝুঁকি প্রশমন ও জরুরি অবস্থায় সাড়া দান উভয় এই মডেলে অন্তর্ভূক্ত।
- ইউজেডডিএমসি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেল অনুসারে দুর্যোগ সংক্রান্ত দায়িত্বের সাথে সমন্বয় করার জন্য অন্যান্য কাজগুলো পুনঃবিন্যাস করার মাধ্যমে ঝুঁকিহ্রাসে অবদান রাখতে পারে।

২.১.১. বাংলাদেশের দুর্যোগ বিপদাপন্নতা

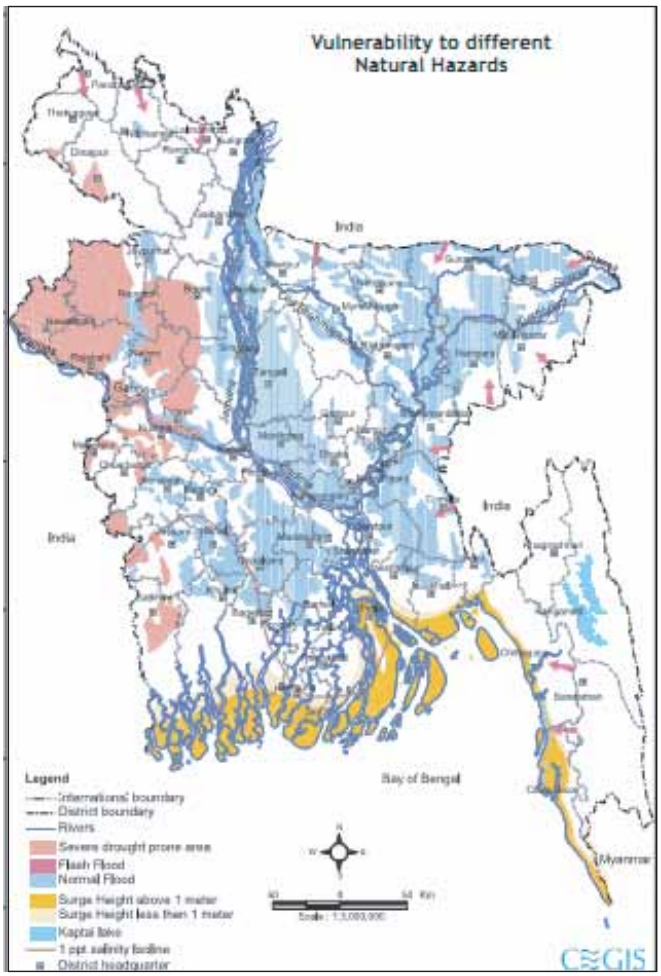

ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্যের কারণে বাংলাদেশ অতিমাত্রায় দুর্যোগ প্রবণ। বাংলাদেশ মৌসুমি বায়ুর প্রভাব এলাকায় অবস্থিত। এর উত্তরে রয়েছে হিমালয় পর্বতমালা আর উত্তর-পূর্বে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত এলাকা আসাম-মিজোরাম। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর; এর সাতশ কিলোমিটার দীর্ঘ তটরেখা চোঙ্গের মতো। দেশের উত্তরপূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব কোণায় সামান্য পরিমাণ পাহাড়ী এলাকা বাদে পুরো দেশটাই নিচু সমভূমি। তিনটি বড় নদী - পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা, দেশের মাঝ দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। পদ্মার উৎস হিমালয়ে; পর্বতমালার দক্ষিণ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে এসেছে। ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তিও হিমালয়ে - উত্তর দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পূর্বদিক ঘুরে বাংলাদেশে এসেছে। মেঘনা শুরু হয়েছে আসাম-মিজোরামে। গ্রীষ্মকালে হিমালয় ও আসাম-মিজোরাম থেকে বয়ে আসা হিমালয়ের বরফ গলা পানি ও বর্ষা মৌসুমে বিস্তীর্ণ এলাকার বৃষ্টিপাতের পানি এই তিনটি নদী দিয়ে প্রবাহিত হয়। তখন নদীর পানি পাড় উপচিয়ে দেশের শতকরা বিশ থেকে আটষট্টি ভাগ এলাকায় বন্যা সৃষ্টি করে। বর্ষা মৌসুম শেষ হলে নদীগুলো আবার শুকিয়ে যায়। তখন সারা দেশে পানির অভাব দেখা দেয়। এদিকে, এপ্রিল-মে ও অক্টোবর-নভেম্বর মাসে বঙ্গোপসাগরে প্রতিনিয়ত নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়। এর অনেকগুলোই ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নেয়। অনেক সময় প্রবল ঘূর্ণিঝড় ও ঘূর্ণিঝড়ের সাথে মারাত্মক জলোচ্ছ্বাস উপকূল অঞ্চলে আঘাত হানে। এসব কারণে, প্রতি বছরই ঝড়, বন্যা, নদীভাঙ্গন ও খরায় দেশের কোন না কোন অঞ্চল আক্রান্ত হয়। উপরন্তু, বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি ক্রমেই মূর্ত হয়ে উঠছে। ঋতুচক্র ও আবহাওয়ায় অস্বাভাবিক হেরফের দেখা দিচ্ছে। এরফলে, ঝড়ঝঞ্ঝা, বন্যা, নদী ভাঙ্গন ও খরার মতো আপদ পৌনঃপুনিক ও তীব্র হয়ে উঠছে। বাংলাদেশ একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। মাত্র ১৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার এলাকায় প্রায় ১৫ কোটি লোক বাস করে। এর চারভাগের প্রায় তিনভাগ লোক বাস করে গ্রাম এলাকায়। জীবিকার জন্য এরা প্রধানত কৃষির উপর নির্ভরশীল। ঝড়ঝঞ্ঝা, বন্যা, নদী ভাঙ্গন ও খরায় কৃষি ভিত্তিক জীবিকা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

তাছাড়া, জনসংখ্যার বিরাট অংশ দরিদ্র। সাধারণত এরা প্রান্তিক বা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বাস করে। অনেকেই দারিদ্রের কারণে ও জীবিকার খোঁজে নিচু প্লাবন এলাকা, চরাঞ্চল বা ঘূর্ণিঝড় প্রবণ উপকূল এলাকায় থাকতে বাধ্য হয়। সম্পদ ও সামর্থ্যের অভাবে এরা শক্ত ভৌতকাঠামো তৈরী করতে পারেনা বা আপদ সহিষ্ণু ঘরবাড়ি বানাতে পারেনা। ফলে, জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ বিপদাপন্নতা অনেক বেশি। সাধারণ মাত্রার আপদেও অনেক লোকের ক্ষয়ক্ষতি হয় ও জনগোষ্ঠীর বিরাট অংশ মারাত্মক দুর্যোগের মুখোমুখি হয়।

গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদী অববাহিকা

২.১.২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বিবেচ্য বিষয়

২.১.২.১. দুর্যোগের ধারণা

দুর্যোগ একটা পরিস্থিতি যা মানবসৃষ্ট বা প্রাকৃতিক আপদের কারণে ঘটে ও জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা এমন মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত করে যে আক্রান্ত জনগোষ্ঠী বাইরের সাহায্য ছাড়া স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারেনা। সাম্প্রতিককালে সিডর ও আইলা এমন ধরণের পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিলো। আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর এমন ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিলো যে এসব ক্ষতি পুষিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার জন্য প্রচুর মানবিক সাহায্য ও পুনর্বাসন সহায়তা দরকার হয়েছে।

দুর্যোগের আঘাতে জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি হয়, সেবা ব্যবস্থা, জীবিকা ও সামাজিক কাজকর্মে গুরুতর বিঘ্ন ঘটে এবং আক্রান্ত জনগোষ্ঠী শারীরিক, মানসিক ও সামাজিকভাবে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের ক্ষতি

- আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর অনেকেই মারা যেতে পারে বা আহত হতে পারে।
- সম্পদ, যেমন- অর্থনৈতিক সম্পদ, উৎপাদনের উপকরণ, ফসল, প্রাণিসম্পদ; ঘরবাড়ি, দালানকোঠা, রাস্তাঘাট, পানি সরবরাহ ও পয়োঃনিষ্কাশন কাঠামো ও অন্যান্য ভৌতকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- পরিবেশ বিপর্যস্ত হতে পারে, যেমন- বনভূমির গাছপালা উপড়ে পড়ে, জলাভূমি আবর্জনায় ভরে যায়, ফসলি জমি বালি চাপা পড়ে ও পানির প্রাকৃতিক উৎস লবণাক্ত ও দূষিত হয়ে যায়।
- এই ক্ষয়ক্ষতি সেবা ব্যবস্থা, জীবিকা ও সামাজিক কাজকর্ম অচল করে দিতে পারে। আর এর প্রভাবও হয় সুদূর প্রসারী। পুনর্বাসন কার্যক্রমের মাধ্যমে এই ক্ষতিগুলো পূরণ করা হয়। এর জন্য ক্ষতি নিরূপণ করতে হয় এবং যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ সমাবেশ দরকার হয়। পুনর্বাসন কাজের উল্লেখযোগ্য অংশ থাকে ভৌতকাঠামো নির্মাণ, যেমন- রাস্তাঘাট মেরামত বা তৈরী। পুনঃনির্মাণের কাজগুলো সাধারণত দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে করা হয়ে থাকে।

সেবা ব্যবস্থা, জীবিকা ও সামাজিক কাজকর্মে বিঘ্ন

- পানি সরবরাহ, পয়োঃনিষ্কাশন, বিদ্যুৎ বিতরণ, যোগাযোগ, চিকিৎসাকেন্দ্র ও স্কুলকলেজ অচল হয়ে পড়ে।
- চাষাবাদ, কলকারখানা, হাটবাজার ও কেনাবেচা বন্ধ হয়ে যায়।
- সামাজিক কাজকর্ম, যেমন- বিনোদন, খেলাধুলা, উৎসব, পালাপার্বণ ও সামাজিক অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়।

সেবা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাজকর্ম ব্যাহত হলে খাবার, পানি, স্যানিটেশন, আশ্রয়, চিকিৎসা ও শিক্ষার প্রাপ্যতা কমে যায়। এর ফলে আক্রান্ত জনগোষ্ঠী বঞ্চনার শিকার হয় ও দুর্দশায় ভোগে। পুনর্বাসন কার্যক্রমের মাধ্যমে এই সেবা ও সুযোগগুলো আবার সচল করা হয়। এতে ভৌতকাঠামো নির্মাণ (যেমন- স্কুলঘর তৈরী বা মেরামত), আসবাব ও উপকরণ সরবরাহ (যেমন, চেয়ার, টেবিল বা চকবোর্ড) ও ব্যবস্থাপনা পুনঃস্থাপন (যেমন- পাঠদান পরিকল্পনা) দরকার হতে পারে। এই পুনর্বাসন কার্যক্রম সাধারণত মধ্যমেয়াদী হয়ে থাকে।

জনগোষ্ঠীর দুর্দশা

- শারীরিক দুর্দশা- সম্পদ, উপার্জন ও সেবাসমূহ না থাকার কারণে মৌলিক ও জরুরি চাহিদাগুলো মেটাতে পারেনা; ফলে ক্ষুধা, পিপাসা, অশুচিতা, অসুস্থতা ও অপুষ্টিতে কষ্ট পায়।
- মানসিক দুর্দশা- সংকট ও জীবনযাত্রার আকস্মিক পরিবর্তনের কারণে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে; ফলে শোক, সংশয়, উদ্বেগ, ভীতি, হতাশা, বিষাদ ও বিষণ্নতায় ভোগে।
- সামাজিক দুর্দশা- সম্পদ, জীবিকা ও আশ্রয়হীনতার ফলে দৈন্যদশা, দেনাদায়, ত্রাণ নির্ভরতা, অপরের আশ্রয়ে বসবাস, নিরাপত্তাহীনতা ও মর্যাদাহীন কাজে অংশগ্রহণ স্বীকার করে নিতে হয়।

জনগোষ্ঠীর দুর্দশা নিরসনের জন্য জরুরি মানবিক সহায়তা দরকার হয়। এর মাধ্যমে মৌলিক জরুরি চাহিদা মেটানোর জন্য ভুক্তভোগী ব্যক্তি বা পরিবারের মাঝে সরাসরি সেবা ও সামগ্রী (যেমন-খাবার, পানি ও স্যানিটেশন, চিকিৎসা, শিক্ষা উপকরণ, পোশাক, অস্থায়ী আশ্রয় বা নগদ অর্থ) সরবরাহ করা হয়। চাহিদা নিরূপণের উপর ভিত্তি করে জরুরি মানবিক সহায়তা দানে পরিকল্পনা করা হয়ে থাকে এবং আপদ ঘটার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেবা ও সামগ্রী সরবরাহের চেষ্টা করা হয়।

২.১.২.২. জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণা

জলবায়ু হলো কোন এলাকা বা অঞ্চলের ২৫-৩০ বছরের আবহাওয়ার গড় অবস্থা। একটি নির্দিষ্ট স্থানের বায়ুমন্ডলের উপাদানসমূহের স্বল্প কয়েকদিনের গড় বা ১ থেকে ৭ দিনের গড় ফলকে আবহাওয়া বলা হয়। বায়ুমন্ডলের উপাদান বলতে বায়ুর তাপ, বায়ুর চাপ, বায়ু প্রবাহের দিক ও গতিবেগ, বায়ুর আর্দ্রতা, মেঘের পরিমাণ ও মেঘের প্রকারভেদ, বৃষ্টিপাত ইত্যাদিকে বোঝায়। আর কোন স্থানের বা অঞ্চলের দীর্ঘকালের (৩০ বছর বা তারও বেশি সময়ের) দৈনন্দিন আবহাওয়া পর্যালোচনা করে বায়ুমন্ডলের ভৌত উপাদানগুলোর যে সাধারণ অবস্থা দেখা যায়, তাকে ওই স্থানের জলবায়ু বলে। জলবায়ু পরিবর্তন একটা প্রাকৃতিক ঘটনা। এটা চলমান প্রক্রিয়া- প্রতিনিয়তই ঘটছে। তবে মানুষের কর্মকান্ডের দ্বারা এটা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত।

জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকির মূলে রয়েছে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বা ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি। এর কারণে বায়ু প্রবাহে অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখা দিতে পারে; হিমবাহের বরফ গলতে পারে ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যেতে পারে। পৃথিবীর সব জায়গায় ভৌত, প্রাকৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকসহ জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকার উপর এর প্রভাব পড়ে। বাংলাদেশের অবস্থা সম্পর্কে ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্র্যাটেজি এ্যান্ড এ্যাকশন প্ল্যান ২০০৯-এ আশঙ্কা করা হয়েছে যে,

- ক্রমবর্ধমান সংখ্যার ঘূর্ণিঝড়, সাথে অধিক গতিবেগের ঝড়ো হাওয়া ও জলোচ্ছ্বাস উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে পূর্বের থেকে অধিক ক্ষতি সাধন করবে।
- বর্ষাকালে বাংলাদেশ সহ গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা অববাহিকা অঞ্চলে আগের থেকে বেশি ভারি ও অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাত ঘটবে, যার ফলে-
  - নদীগুলোতে অনেক বেশি পরিমাণে পানি প্রবাহিত হবে, ফলে নগর ও গ্রামাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বন্যা হবে পাশাপাশি বাঁধগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।
  - নদী ভাঙ্গন ঘটবে যার ফলে বসত বাড়ি ও চাষের জমি নদীগর্ভে চলে যাবে।
  - নদী ও অববাহিকা অঞ্চলে বেশি মাত্রায় পলি জমবে এবং নদীর নাব্যতা কমে যাবে; ফলে প্রাকৃতিক জল-নিষ্কাশন ব্যবস্থা ব্যাহত হবে ও জলাবদ্ধতা দেখা দিবে।
- হিমালয়ের বরফ গলনের ফলে বছরে উষ্ণতর মাসগুলোতে নদীতে জলপ্রবাহ বেড়ে যাবে ও বরফ গলন শেষ হলে প্রবাহ কমে যাবে এবং লবণাক্ততা বেড়ে যাবে।
- বিশেষ করে দেশের উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে অস্বাভাবিক ও কম বৃষ্টিপাতের কারণে খরা দেখা দিবে।
- সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে উপকূলীয় অঞ্চল ডুবে যাবে, উপকূল অঞ্চলের নদী ও মাটিতে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ ঘটবে ও জলাধারগুলো লবণাক্ত হয়ে পড়বে, ফলে সুপেয় পানির অভাব দেখা দিবে; পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন ক্ষতিগ্রস্ত হবে; পাশাপাশি রক্ষাবাঁধের ভেতরে জলনিষ্কাশন ব্যবস্থা ব্যাহত হবে; ফলে কৃষির উপর বিরূপ প্রভাব পড়বে।
- উষ্ণতর এবং অধিক আর্দ্রতার কারণে রোগব্যাধির প্রকার ও সংক্রমণ বেড়ে যাবে।

জলবায়ু পরিবর্তন দুইভাবে জীবন ও জীবিকার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে ও অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে। জলবায়ু পরিবর্তন, একদিকে, আপদের মাত্রা বাড়ায়; যেমন, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, নদী ভাঙ্গন ও খরা আরও তীব্র, ব্যাপক ও পৌনঃপুনিকভাবে দেখা দেয়। অন্যদিকে, জলবায়ু পরিবর্তন সরাসরি জনগোষ্ঠীর জীবিকা বিপর্যস্ত করতে পারে; যেমন, লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে উপকূল অঞ্চলে প্রচলিত কৃষি ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়তে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার প্রধান বিষয় হলো এই অনিশ্চিত পরিবেশে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও টেকসই জীবিকার কৌশল খুঁজে বের করা।

১.১.২.৩. বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেল

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশ একটা সহজ অথচ কার্যকর মডেল তৈরী করেছে। এটা পূর্ব প্রচলিত ত্রাণ কেন্দ্রিক সাড়া দান মডেলের থেকে ভিন্ন। এতে দুটি প্রধান উপাদান রয়েছে-

১) ঝুঁকিহ্রাস, এর মধ্যে রয়েছে ঝুঁকি পরিবেশ নির্ধারণ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং
২) জরুরি অবস্থায় সাড়া দেওয়া।

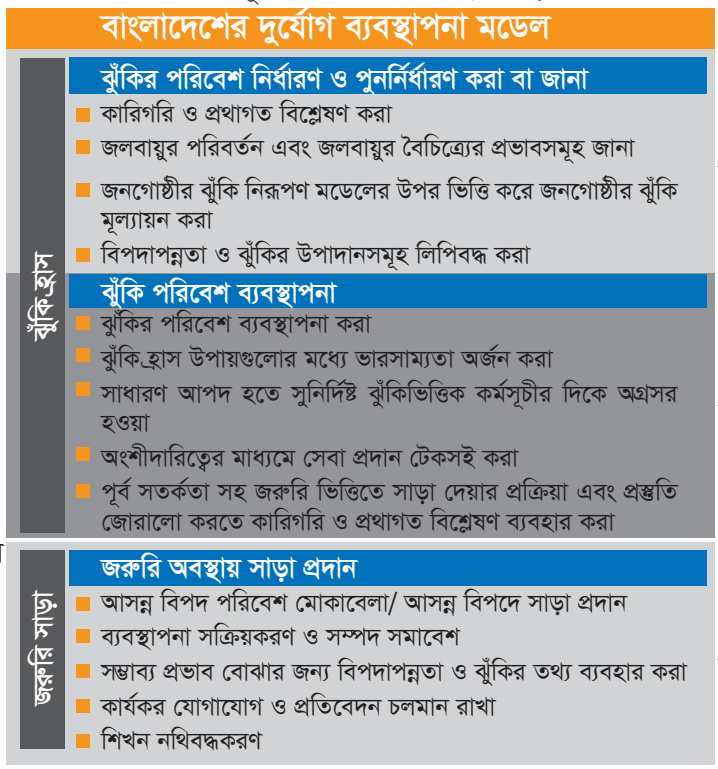

ঝুঁকি পরিবেশ নির্ধারণে বৈজ্ঞানিক ও প্রথাগত, উভয় প্রকার, বিশ্লেষণ ব্যবহার করা হয় এবং এতে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়সহ সম্ভাব্য সব ধরণের আপদ বিবেচনায় আনা হয়। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নির্ধারণের ধাপগুলো হলো-

- **প্রতিবেশ বিবেচনা-** আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট ও জনগোষ্ঠীর অবস্থা জানা।
- **বিপদ নির্ণয়-** আপদগুলোর ধরণ ও প্রভাব এবং এর কারণে সৃষ্ট সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলো জানা।
- **ঝুঁকি বিশ্লেষণ-** সম্ভাব্য আপদগুলোর ফলাফল কী হতে পারে তা জানা।
- **ঝুঁকি মূল্যায়ন-** গুরুত্ব অনুসারে ঝুঁকিগুলোর ক্রম নির্ধারণ ও এর অগ্রাধিকার নির্ণয় করা।
- **ঝুঁকি প্রশমন কৌশল-** ঝুঁকি দূর বা হ্রাস করার জন্য সম্ভাব্য কাজগুলো খুঁজে বের করা। ঝুঁকি প্রশমন কৌশলের প্রয়োগ সত্ত্বেও বাস্তব ক্ষেত্রে আপদের আঘাতে সংকট অবস্থা দেখা দিতে পারে। এই অবস্থায় জরুরি সাড়া প্রদান প্রয়োজন হয়ে পড়ে। জরুরি সাড়া প্রদানের মধ্যে রয়েছে-
  - **পূর্বসতর্কতা-** সতর্কবার্তা প্রচার; বিপদের মাত্রা ও নিরাপত্তার জন্য করণীয় সম্পর্কে লোকজনকে জানানো।
  - **অপসারণ-** ঝুঁকিগ্রস্ত লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া ও আটকে পড়া লোকজনকে উদ্ধার করা।
  - **মানবিক সহায়তা-** দুর্যোগ আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনকে ত্রাণ সহায়তা প্রদান ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

১.১.৩. দুর্যোগ ব্যবস্থপনায় ইউডিএমসি'র করণীয়

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেল অনুসারে দায়িত্বগুলো সময়মতো ও কার্যকরভাবে পালন করতে হলে যা জারুরি তা হলো-

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেল বিশ্লেষণ করা এবং ঝুঁকিহ্রাসের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে ভালোভাবে জানা।
- ইউনিয়নের ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্য এবং জনঘনত্ব ও সামাজিক অবস্থা জানা এবং এর আলোকে ঝুঁকিহ্রাসের কৌশল ও এর উপাদানগুলো চিহ্নিত করা।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেল অনুসারে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি সদস্যদের প্রত্যেকের, স্বাভাবিক সময়ে ও দুর্যোগকালে কী দায়িত্ব পালন করতে হবে তা নির্ধারণ করা।
- ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরি সাড়াদানে প্রয়োজনীয় সম্পদ সমাবেশের জন্য বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা।

অধিবেশন ২.২
উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য

মূল বার্তা

- ইউজেডডিএমসি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ অংশ; স্থানীয় দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও আসন্ন বিপদ মোকাবেলার কর্মপরিকল্পনা তৈরী এবং দুর্যোগ সংক্রান্ত কাজ নিশ্চিত করা এর দায়িত্বের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত।
- বাংলাদেশে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরি সাড়া প্রদানে জড়িত কমিটি, মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অন্যান্য সংস্থার ভূমিকা ও দায়িত্ব বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছে।
- উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সকল কাজের সমন্বয় করা উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মুখ্য দায়িত্ব।
- ইউজেডডিএমসি'র অন্যতম দায়িত্ব হলো নির্দেশনা ও সহায়তার মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে ঝুঁকি নির্ধারণ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা করা এবং এগুলোর সমন্বয়ে উপজেলা পর্যায়ে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

১.২.১. বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের মূল লক্ষ্য হলো প্রাকৃতিক, পরিবেশগত ও মানবসৃষ্ট আপদে জনগোষ্ঠীর, বিশেষ করে, দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত শ্রেণীর, ঝুঁকিগুলো কমিয়ে সহনীয় মানবিক পর্যায়ে আনা এবং বড় আকারের দুর্যোগ মোকাবেলা করার সামর্থ্য অর্জন করা। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সকল কাজ সমন্বয়ের দায়িত্ব খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের উপর ন্যস্ত। সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ/দপ্তর ও সংস্থা দুর্যোগ বিষয়ক দায়িত্ব পালনের জন্য নিজস্ব পরিকল্পনা তৈরী করবে। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ও আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটি জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগ বিষয়ে সকল কার্যক্রমের সমন্বয় নিশ্চিত করবে। জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে এই সমন্বয়ের কাজ হবে যথাক্রমে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে।

দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও আসন্ন বিপদ মোকাবেলার কর্মপরিকল্পনা তৈরীতে দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য একটি নির্দেশনা কাঠামো রয়েছে। এতে প্রক্রিয়াধীন খসড়া আইন, কর্মকৌশল ও একগুচ্ছ নীতিমালা রয়েছে। আর দুর্যোগ সংক্রান্ত কাজগুলো কার্যকর ও সময়মত করার জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠন করা হয়েছে। এই কাঠামোতে রয়েছে জাতীয় পর্যায়ে দশটি প্রতিষ্ঠান এবং নিম্নপর্যায়ে পাঁচটি প্রতিষ্ঠান।

বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রতিষ্ঠানসমূহ

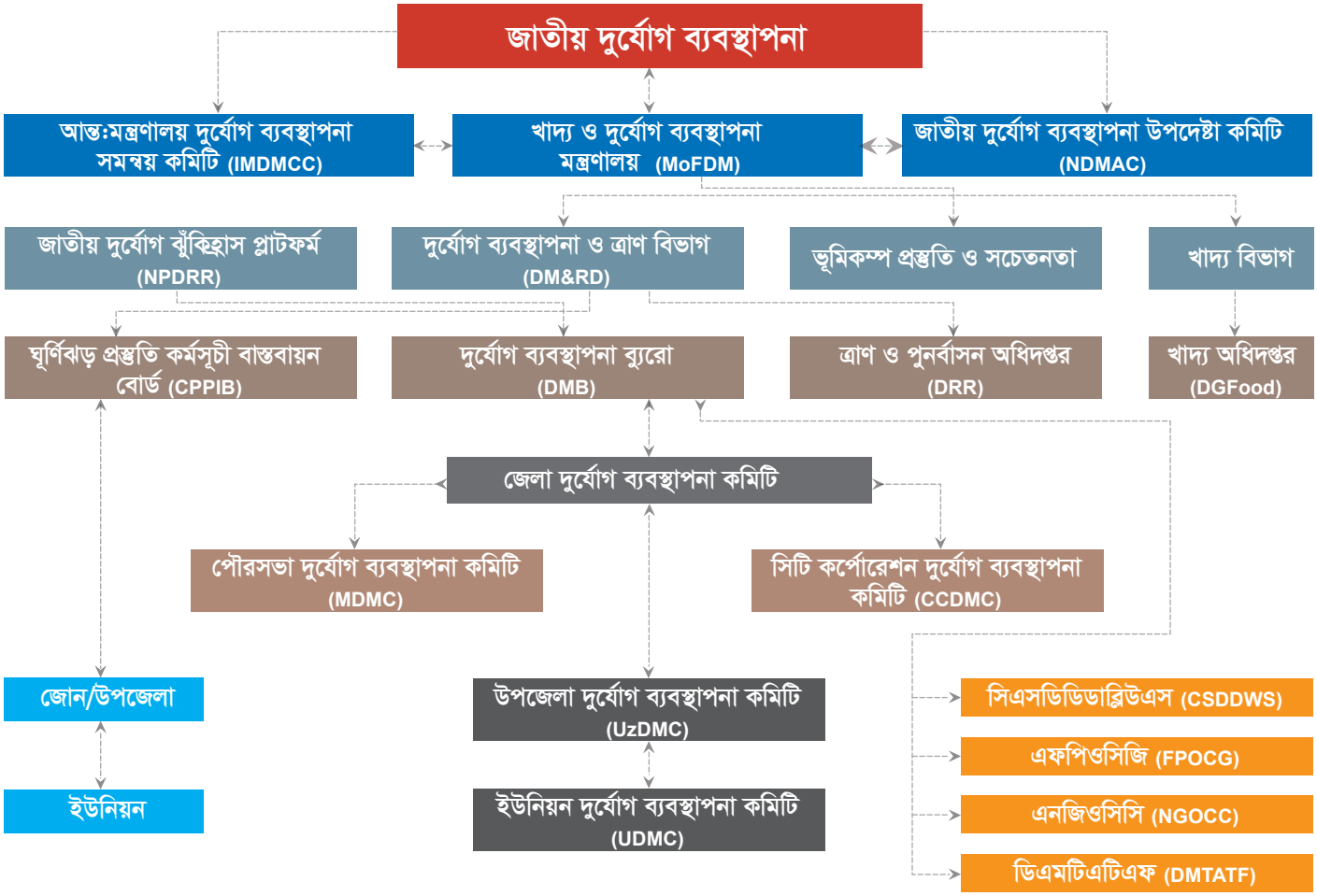

১.২.২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নির্দেশনা

১.২.২.১. জাতীয় নীতি ও সমন্বয়

নির্দেশনা কাঠামো

মূলত ত্রাণ কেন্দ্রিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বদলে ঝুঁকিহ্রাসমূলক ব্যবস্থাপনা কার্যকর করার জন্য এই নির্দেশনা কাঠামো তৈরী করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে-

- **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন (প্রক্রিয়াধীন)-** বাংলাদেশ দুর্যোগ সংক্রান্ত সব কাজের আইনগত ভিত্তি প্রদান করে এবং সকল মন্ত্রণালয়, কমিটি ও পদের বাধ্যবাধকতা নির্দেশ করে।
- **জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি (খসড়া)-** দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরি সাড়া প্রদানের নীতি নির্ধারণ করে এবং কৌশলগত নীতি কাঠামো ও জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মূলনীতি ব্যাখ্যা করে। কৌশলগত পর্যায়ে মোটাদাগে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য ও কর্মকৌশল ব্যাখ্যা করে।
- **জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা-** বাংলাদেশে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরি সাড়া প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়নের জন্য পদ্ধতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখা প্রদান করে। এতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ধারণাগত কাঠামো বর্ণনা করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার নীতি ও পরিকল্পনা কাঠামো কাজে লাগিয়ে এটা তৈরী করা হয়েছে এবং এতে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরি সাড়া প্রদানে অগ্রাধিকার চিহ্নিত করা হয়েছে।
- **দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী-** বাংলাদেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ ব্যবস্থার রূপরেখা প্রদান করে এবং বাংলাদেশ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরি সাড়া প্রদানে জড়িত কমিটি, মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অন্যান্য সংস্থার ভূমিকা ও দায়িত্ব বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেল অনুযায়ী দরকারি কাজগুলো নির্ধারণ করা হয়।

- **সকল স্তরের সরকারি কাজে দিকনির্দেশনা-** অনেকগুলো বিষয়ের জন্য একগুচ্ছ নির্দেশনাবলী যা প্রতিটি মন্ত্রণালয়, এনজিও, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সুশীল সমাজকে নির্দিষ্ট বিষয়ে ভালোভাবে পরিকল্পনা করা ও তা বাস্তবায়ন করার জন্য দিকনির্দেশনা দেয়।

২.২.২.২. স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয়

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বহু খাতের সাথে যুক্ত কাজ। এতে অনেকগুলো সংস্থা জড়িত থাকে ও তাদের সহযোগিতা দরকার হয়। বিশেষ বিশেষ সংস্থার সাড়া ও তার সমন্বয়ের উপর স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নির্ভর করে। বিশেষ করে, দুর্যোগকালে স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয়ের জন্য সিটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। এরা যথাক্রমে সিটি কর্পোরেশন এলাকা, জেলা, উপজেলা, পৌরসভা এলাকা ও ইউনিয়নে দুর্যোগ সংক্রান্ত সব কাজ (যেমন, প্রতিরোধ, প্রশমন, প্রস্তুতি, সাড়া প্রদান ও ত্রাণ বিতরণ) সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করে।

২.২.২.৩. উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য

উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলার অন্তর্গত পৌরসভার মেয়র ও সকল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদে যুক্ত সকল সরকারি কর্মকর্তা, ৩ জন করে নারী, এনজিও ও সুশীল সমাজ প্রতিনিধি; বিআরডিবি, রেড ক্রিসেন্ট ও মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল থেকে ১ জন করে প্রতিনিধি এবং সদস্য সচিব হিসাবে উপজেলা প্রজেক্ট ইমপ্লিমেটেশন অফিসার নিয়ে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত। এই কমিটির দায়িত্ব প্রধানত উপজেলার দুর্যোগ সংক্রান্ত সব কাজের সমন্বয় নিশ্চিত করা। দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলীর মাধ্যমে কমিটির ভূমিকা ও দায়িত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে-

ঝুঁকি প্রশমন

- ডিএমসি গঠন, ঝুঁকি বিশ্লেষণ, সতর্কীকরণ, সাড়া প্রদান পরিকল্পনা সহ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় পৌরসভা ও ইউনিয়ন ডিএমসির দক্ষতা বাড়ানো।
- পৌরসভা ও ইউনিয়ন ডিএমসিকে সহযোগিতার মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন নিশ্চিত করা।
- পৌরসভা ও ইউনিয়ন ডিএমসির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনাসমূহ সংকলনের মাধ্যমে সমন্বিত উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা।
- উপজেলা উন্নয়ন কর্মসূচীতে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস একীভূত করা।
- পৌরসভা ও ইউডিএমসি'র দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা।
- কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রস্তুত ও জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে তা দাখিল করা।

জরুরি সাড়া প্রদান

সতর্কীকরণ পর্যায়ে

- সতর্ক বার্তা প্রচার ও বিপদাপন্ন লোকজন অপসারণের জন্য বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানকে জড়িত করা।
- জীবন রক্ষার প্রস্তুতি (আশ্রয়কেন্দ্র, পানি, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ) পর্যালোচনা করা।
- জীবন রক্ষার প্রস্তুতিতে কোন ঘাটতি থাকলে তা জরুরি ভিত্তিতে পূরণ করা।

দুর্যোগ চলাকালে

- সকল সাড়া প্রদান কর্মকান্ডের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য জরুরি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র (ইওসি) পরিচালনা করা।
- উদ্ধার কাজ সংগঠিত করা, তথ্য বিতরণ করা ও পরিবেশ দূষণ রোধ করা।
- সকল ত্রাণ কাজের সমন্বয় করা ও তার মূল্যায়ন এবং মূল্যায়নের ফলাফলসমূহ সংকলন করা।
- স্থানীয় ও বহিরাগত ত্রাণকর্মীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে

- দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সংগ্রহ করা ও ক্ষতি, চাহিদা এবং অগ্রাধিকার সম্পর্কে তথ্য ও প্রতিবেদন পাঠানো। ভবিষ্যত ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে পুনর্বাসন কাজের পরিকল্পনা করা।
- স্থানান্তরিত মানুষদের পূর্বের জায়গায় ফেরা, আহতদের জন্য চিকিৎসা সেবা ও মানসিক আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য কাউন্সিলিং নিশ্চিত করা।
- সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও ব্যক্তিদের নিয়ে শিখন কর্মশালার আয়োজন করা।

২.৩.২. দায়িত্ব পালনে ইউজেডডিএমসি'র করণীয়

দায়িত্ব পালনে ইউজেডডিএমসি'র করণীয় কাজগুলোকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে- ১) ঝুঁকিহ্রাসমূলক কাজ, যা স্বাভাবিক সময়ে করতে হবে এবং ২) জরুরি সাড়া প্রদানমূলক কাজ, যা দুর্যোগের সূচনাকাল থেকে পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় না আসা পর্যন্ত সময়ে করতে হবে।

স্বাভাবিক সময়ের কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে-

- প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী নির্দেশিত দায়িত্বগুলো ভালোভাবে বোঝা ও এ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করা এবং নির্দেশনা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে এ বিষয়ে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়ানো;
- ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরি সাড়া প্রদান সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য উপজেলা পর্যায়ে কাঠামো গড়ে তোলা এবং এ বিষয়ে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করা;
- নির্দেশনা ও সহায়তার মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে ঝুঁকি নির্ধারণ করা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা করা এবং এগুলোর সমন্বয়ে উপজেলা পর্যায়ে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

দুর্যোগকালীন সময়ে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাজের মধ্যে রয়েছে-

- নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে ইউনিয়ন ভিত্তিক সতর্কবার্তা প্রদান, ক্ষতি-চাহিদা নিরূপণ ও মানবিক সহায়তা প্রদান পরিচালনা করা;
- ইউনিয়ন পর্যায়ে জরুরি সাড়া প্রদানমূলক সকল কাজ সমন্বয় করে উপজেলা পর্যায়ের জরুরি সাড়া প্রদান কার্যক্রম নিশ্চিত করা।

মডিউল ৩
ঝুঁকি পরিবেশ নির্ধারণ

শিখন উদ্দেশ্য

এই মডিউল অধ্যয়নের পরে অংশগ্রহণকারীগণ স্থানীয় ঝুঁকির উপাদনগুলো এবং স্থানীয় ঝুঁকি নিরূপণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে পারবেন।

প্রথম অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ নিম্ন বর্ণিত বিষয়সমূহ জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন-

- স্থানীয় ঝুঁকি পরিবেশের ধারণা;
- ঝুঁকি পরিবেশের নিয়ামক - অপাবরণ (এক্সপোজার), ভঙ্গুরতা (ফ্রাজাইলিটি) ও প্রত্যাগতি (রেজিলিয়েন্স);
- স্থানীয় ঝুঁকি পরিবেশের বোঝার জন্য ইউজেডডিএমসি'র করণীয়।

দ্বিতীয় অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ নিম্ন বর্ণিত বিষয়সমূহ জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন-

- স্থানীয় ঝুঁকি নিরূপণের ধারণা;
- বৈচিত্র্য বিবেচনা, জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও সমাজভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণ সম্পর্কিত ঝুঁকি নিরূপণের বিবেচ্য বিষয়সমূহ;
- স্থানীয় ঝুঁকি নিরূপণে ইউজেডডিএমসি'র ভূমিকা।

শিখন অধিবেশন

মডিউল ৩ এ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে

অধিবেশন ৩. ১: ঝুঁকি পরিবেশ
- ৩.১.১. ঝুঁকি পরিবেশের ধারণা
- ৩.১.২. ঝুঁকি পরিবেশ নিয়ামক
  - ৩.১.২.১. অপাবরণ (এক্সপোজার)
  - ৩.১.২.২. ভঙ্গুরতা (ফ্রাজাইলিটি)
  - ৩.১.২.৩. প্রত্যাগতি (রেজিলিয়েন্স)
- ৩.১.৩. ঝুঁকি পরিবেশ বুঝতে ইউজেডডিএমসি'র করণীয়

অধিবেশন ৩.২ : স্থানীয় ঝুঁকি নির্ধারণ
- ৩.২.১. ঝুঁকি নিরূপণ
- ৩.২.২. ঝুঁকি নিরূপণে বিবেচ্য বিষয়
  - ৩.২.২.১. বৈচিত্র্য বিবেচনা
  - ৩.২.২.২. জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ
  - ৩.২.২.৩. সমাজভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণ
- ৩.২.৩. ঝুঁকি নিরূপণে ইউজেডডিএমসি'র ভূমিকা

অধিবেশন ৩.১
ঝুঁকি পরিবেশ

মূল বার্তা

- জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নির্ভর করে ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান এবং সচেতনতার উপর।
- স্থানীয় পর্যায়ে ঝুঁকির নিয়ামক হলো- প্রত্যক্ষভাবে আপদের মুখোমুখি হওয়া; আপদে ভেঙ্গে পড়ার প্রবণতা ও আপদের ক্ষতি পুষিয়ে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার ক্ষমতা।
- ইউজেডডিএমসি'র ভূমিকা সঠিকভাবে পালনের জন্য ঝুঁকির নিয়ামকগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর, বিশেষভাবে, নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যাক্তিদের ঝুঁকি সঠিকভাবে নিরূপণ করা বিশেষ জরুরি।

৩.১.১. ঝুঁকি পরিবেশের ধারণা

ঝুঁকি হলো বিপদাপন্নতা ও আপদের কারণে ক্ষতিকর পরিণতির সম্ভাবনা বা ক্ষতির আশংকা (যেমন, জীবনহানি, সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি, পরিবেশ বিপর্যয় ও সেবাসমূহ, জীবিকা বা অর্থনৈতিক কাজে বিঘ্ন)। আপদ ও বিপদাপন্নতার পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। বিদ্যমান পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যেই ঝুঁকির কারণ নিহিত থাকে। তাই ঝুঁকি নিরূপণে প্রতিবেশ বা জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনা করা জরুরি।

ছবি: বাঁধের বাইরে দুর্বল কাঠামোর ঘর

জনগোষ্ঠীর ভৌগোলিক অবস্থান বা প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে ঐ জনগোষ্ঠী কী ধরণের আপদের মুখোমুখি হতে পারে। বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চলে প্রায় নিয়মিত ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস দেখা দেয়। সেই সাথে আছে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ; এই এলাকার ভূগর্ভস্থ ও ভূপৃষ্ঠস্থ পানি, এমন কি মাটি পর্যন্ত লবণাক্ত হয়ে পড়ছে। নদীবহুল এলাকায়, বিশেষ করে, চর এলাকায় বন্যা ও নদী ভাঙ্গনের ঘটনা ঘটে। এইসব প্রান্তিক বা আপদপ্রবণ এলাকায় যারা বাস করে তারা অনিবার্যভাবে দুর্যোগের কবলে পড়ে। উপকূল অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মুখোমুখি হতে হয় ও লবণ দূষণের কারণে ভুক্তভোগী হতে হয়। বন্যার সময় চরে বসবাসকারী পরিবারগুলোর ঘরবাড়ি ও মাঠের ফসল পানিতে ডুবে যায়। সাধারণত পরিবারগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থা ও সামাজিক অবস্থান গরীব পরিবারগুলোকে তাদের বসবাসের এলাকা বেছে নিতে বাধ্য করে। গরীব জেলেরা পেশাগত কারণে উপকূল এলাকায় সমুদ্রতীরে বসতি গড়ে। সমুদ্রতীর থেকে দূরে বাস করলে তাদের জীবিকার সুযোগ কমে যায়। অনুরূপভাবে, ভূমিহীন অনেক চাষী পরিবার চরে বাস করে। আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে তারা কম আপদ প্রবণ এলাকায় চাষাবাদের জমি জোগাড় করতে পারেনা। আর্থ-সামাজিকভাবে যারা যত বেশি দুর্বল তারা ততো প্রান্তিক এলাকায় বাস করতে বাধ্য হয়। আবার একই আপদে আক্রান্ত সকল জনগোষ্ঠী বা একটা জনগোষ্ঠীর সকল সদস্য সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়না। আপদের ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে নির্ভর করে পরিবারগুলোর ঘরবাড়ির কাঠামোর উপর। বসতভিটা উঁচু হলে তা বন্যার পানিতে সহজে ডোবেনা। মজবুত করে বানানো বাড়িঘর ঝড়ঝঞ্ঝায় টিকে থাকতে পারে। মজবুত ভৌতকাঠামো আবার পরিবারের আর্থিক সক্ষমতার উপর নির্ভর করে। সচ্ছল পরিবার আপদ সহিষ্ণু ঘরবাড়ি বানাতে পারে। আপদ মোকাবেলায় তারা অন্যদের তুলনায় বেশি সমর্থ্য।

৩.১.২. ঝুঁকি পরিবেশ নিয়ামক

স্থানীয় পর্যায়ে ঝুঁকির যে বিষয়গুলো বিশেষভাবে দেখা দরকার সেগুলো হলো-

অপাবরণ- প্রত্যক্ষভাবে আপদের মুখোমুখি হওয়া;

ভঙ্গুরতা- আপদে ভেঙ্গে পড়ার প্রবণতা ও

প্রত্যাগতি- আপদের ক্ষতি পুষিয়ে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার ক্ষমতা।

৩.১.২.১. অপাবরণ (এক্সপোজার)

কোন সুরক্ষা ছাড়া সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে আপদের মুখোমুখি হওয়া হলো অপাবরণ। যেমন, নিচু এলাকায় যেসব পরিবার বাস করে তাদের ঘরবাড়ি পানিতে ডুবে যায়। অপাবরণের ধরণ ও মাত্রা নির্ভর করে-

জনগোষ্ঠী বা পরিবারের ভৌগোলিক অবস্থানের উপর - নদীর তীরে যারা বাস করে তারা নদী ভাঙ্গনের শিকার হয় বা উপকূল অঞ্চলের জনগোষ্ঠী ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত হয়। নিচু এলাকায় যারা বাস করে বা যাদের বসত ভিটা উঁচু নয় তাদের ঘরবাড়ি বন্যার সময় ডুবে যায়। যে এলাকায় বিভিন্ন ধরণের আপদ ঘটে বা পৌনঃপুনিকভাবে আপদ আসে সেই এলাকার জনগোষ্ঠী বার বার আক্রান্ত হয়।

আপদের প্রভাব কমানোর জন্য সুরক্ষা থাকা বা না থাকার উপর - বাঁধের বাইরে যারা বাস করে তারা সরাসরি বন্যা বা জলোচ্ছ্বাসে আক্রান্ত হয়। বসতভিটায় গাছপালা থাকলে ঝড়ের ঝাপটা কম লাগে। উপকূল অঞ্চলের যেসব এলাকায় বনবেষ্টনি নেই সেসব এলাকার জনগোষ্ঠী ঝড়ঝঞ্ঝায় বেশি মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আপদের মাত্রার উপর- আপদের তীব্রতা বেশি হলে সুরক্ষা সত্ত্বেও জনগোষ্ঠী সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যেমন, মারাত্মক ধরণের বন্যা বা জলোচ্ছ্বাস হলে উঁচু ভিটাও ডুবে যেতে পারে। পৌনঃপুনিক আপদের আঘাতে শক্ত কাঠামোও দুর্বল হয়ে যেতে পারে।

আপদ প্রবণ এলাকায় বাস করা বা মজবুত ভৌত কাঠামোর সুরক্ষা না পাওয়া অপাবরণ বাড়ায়। তবে এর পিছনে রয়েছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ। দরিদ্র পরিবারগুলো নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী পেশা বেছে নিতে পারেনা। দারিদ্র জনিত কারণে তারা শিক্ষার ক্ষেত্রে বঞ্চিত হয় এবং বেশি আয়ের ও স্থিতিশীল পেশার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের সুযোগ পায়না। ফলে তাদেরকে প্রান্তিক কোন পেশা বেছে নিতে হয়। তাদের জীবিকা হয় অনিশ্চিত ও স্বল্প আয়ের। তারা প্রান্তিক বা আপদ প্রবণ এলাকায় বাস করতে বাধ্য হয়। যেমন, উপকূল এলাকার জেলে ও চরাঞ্চলের ভূমিহীন চাষী। আবার অর্থনৈতিক দুর্বলতার কারণে তারা ভৌত কাঠামোগত সুরক্ষা গড়ে তুলতে পারেনা।

ছবি: আপদের ঝুঁকিতে উপকূল এলাকার জেলে

৩.১.২.২. ভঙ্গুরতা (ফ্রাজাইলিটি)

ভঙ্গুরতা অবকাঠামো, সেবা ব্যবস্থা ও জনগোষ্ঠীর জীবিকার উপায়গুলোর আপদ সহন ক্ষমতা নির্দেশ করে। দুর্বল ভৌত কাঠামো বা মেরামত বিহীন রাস্তা বন্যা বা জলোচ্ছ্বাসে সহজেই ভেঙ্গে পড়ে বা চাকুরীজীবীদের তুলনায় দিনমজুরদের আয় কম টেকসই। ভৌত কাঠামো, বস্তুগত সম্পদ, সামাজিক ব্যবস্থা, জীবিকা বা জীবিকার উপকরণ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ভঙ্গুরতা থাকতে পারে। যেমন-

ভৌতকাঠামো - ঝড়ঝঞ্ঝায় পাকা দালানকোঠার তুলনায় কাঁচা বাড়ি বা খড়ের ঘর বেশি ভঙ্গুর।

উৎপাদনশীল সম্পদ- চর এলাকার চাষযোগ্য জমি নদী ভাঙ্গনে বিলীন হতে পারে বা বালির স্তরে চাপা পড়ে অকার্যকর হয়ে পড়তে পারে।

পেশা বা জীবিকা- ঘূর্ণিঝড়ের মৌসুমে জেলেরা সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতে পারেনা; বা বন্যার সময় দিনমজুরদের কাজ থাকেনা।

উৎপাদনের উপকরণ- ঘূর্ণিঝড়ে নৌকা ডুবে যেতে পারে; বা বন্যার সময় রিক্সা বা ভ্যানগাড়ি আয়রোজগারের জন্য কাজে আসেনা। আপদের ধরণ ও মাত্রা সাপেক্ষে বস্তুগত উপাদানের ভঙ্গুরতা সৃষ্টি হয়। একই বস্তু এক ধরণের আপদে বেশি ভঙ্গুর আবার অন্য ধরণের আপদে কম ভঙ্গুর। যেমন, চর এলাকায় জীবিকার উপায় হিসাবে নৌকা। ভরা বন্যায় নৌকা চালিয়ে মাঝি রোজগার করতে পারে, কিন্তু শুষ্ক মৌসুমে যখন নদীতে পানি থাকেনা তখন নৌকা চালিয়ে আয় করা সম্ভব হয়না। জ্ঞান ও দক্ষতার ক্ষেত্রেও এমন ঘটতে পারে। যেমন, উপকূল অঞ্চলের চাষীদের ধান-পাটের মতো প্রচলিত ফসল আবাদের জ্ঞান-দক্ষতা লবণাক্ততা বাড়ার কারণে ক্রমেই ভঙ্গুর হয়ে পড়ছে।

ছবি: দুর্বল ও ভঙ্গুর কাঁচা ঘরবাড়ি

৩.১.২.৩. প্রত্যাগতি (রেজিলিয়েন্স)

প্রত্যাগতি হলো দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা। আপদের আঘাতে রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি ভেঙ্গে যেতে পারে। জনগোষ্ঠীতে বিদ্যমান সেবা বা অর্থনৈতিক কাজকর্ম, যেমন- পানি সরবরাহ, যোগাযোগ, স্কুল-কলেজ, ক্লিনিক বা বাজার, অচল হয়ে পড়তে পারে। পরিবারগুলো সম্পদ হারাতে পারে ও তাদের উৎপাদন বা আয়রোজগারমূলক কাজ বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

প্রত্যাগতি এই অচল অবস্থা থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার ক্ষমতা নির্দেশ করে। এটি দুর্যোগের নেতিবাচক প্রভাব প্রতিহত করেও পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা।

সম্পদ ও সচ্ছলতা- সাধারণত, সচ্ছল ও ধনী পরিবার সহজেই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারে। গরীব পরিবার সহজে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারেনা বরং তারা আরও গরীব হয়ে পড়ে।

শিক্ষা ও দক্ষতা- শিক্ষা ও দক্ষতা প্রত্যাগতি বাড়ায়। কারণ শিক্ষা ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে জীবিকা পুনরুদ্ধার করা সহজ হয়।

লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহার- পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে লাগসই প্রযুক্তি বা নতুন সুযোগ খুঁজে বের করা ও তা কাজে লাগানোর দক্ষতা প্রত্যাগতি বাড়াতে সাহায্য করে। যেমন, উপকূল এলাকার গরীব পরিবারের নারী চিংড়ি রেণু ধরে বা কাঁকড়া মোটাতাজা করে পরিবারের আয় বাড়াতে পারছে।

ছবি: প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সুযোগ ও দক্ষতা কাজে লাগানো

বহুমুখী দক্ষতা কাজে লাগানো - অনেক দিনমজুর একমুখী কাজ (ঘর মেরামত, মাটিকাটা অথবা চাষাবাদ) ধরে না থেকে বহুবিধ কাজে যোগ দিচ্ছে। এখন একই মজুর কখনও চাষাবাদের কাজ করে, কখনও মাটি কাটে আবার কখনও জেলে হিসাবে মাছ ধরতে যায়।

সুস্বাস্থ্য ও কর্মদক্ষতা- পরিবারের সকলে সুস্থ ও সবল হলে এবং শ্রমের যোগান নিশ্চিত করতে পারলে আয়রোজগারের কাজ দ্রুত শুরু করতে পারে।

৩.১.৩. ঝুঁকি পরিবেশ বুঝতে ইউজেডডিএমসি'র করণীয়

- ইউনিয়ন ও উপজেলার ঝুঁকি নিরূপণের জন্য পরিকল্পনা করা।
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে প্রত্যেক ইউনিয়নে ঝুঁকি বিশ্লেষণ করা।
- ঝুঁকি নিরূপণের ক্ষেত্রে জনগোষ্ঠীর, বিশেষ করে, নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ প্রান্তিক শ্রেণীর, অপাবরণ, ভঙ্গুরতা ও প্রত্যাগতি বিশ্লেষণ করা।
- ইউনিয়নের ঝুঁকি নিরূপণের ফলাফল সমন্বয় করে উপজেলার ঝুঁকি নির্ধারণ করা।
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির আপদ বিশ্লেষণ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ সহ ঝুঁকি নিরূপণ সক্ষমতা বাড়ানো ও এর জন্য তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

অধিবেশন ৩.২
স্থানীয় ঝুঁকি নির্ধারণ

মূল বার্তা

- স্থানীয় ঝুঁকি নিরূপণের মাধ্যমে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের উপর সম্ভাব্য আপদের প্রভাব কতটুকু তা জানা যায়।
- ঝুঁকি নিরূপণের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য বা পার্থক্য বিবেচনায় নিলে জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা ও বিপদাপন্নতার ভিন্নতা বোঝা যায় এবং সেই অনুযায়ী বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী সনাক্ত করা যায়।
- জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিপদাপন্নতা ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা যায় এবং সঠিকভাবে সমস্যা চিহ্নিত করা যায়।
- সিআরএ'র মাধ্যমে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মতামতের ভিত্তিতে এলাকার সমস্যাবলী, বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি চিহ্নিত করা, ঝুঁকিহ্রাসের কৌশল, কৌশল বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা এবং ঝুঁকি নিরসন পরিকল্পনা তৈরী করা যায়।
- বৈচিত্র্য, অংশগ্রহণ ও সিআরএ বিষয়ে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে ইউজেডডিএমসি দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে বিশেষ অবদান রাখতে পারে।

৩.২.১. ঝুঁকি নিরূপণ

স্থানীয় ঝুঁকি নিরূপণ হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি, যার দ্বারা স্থানীয় পর্যায়ে সম্ভাব্য আপদের আশঙ্কা, প্রকৃতি ও বিস্তার নিরূপণ করা হয়ে থাকে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে বিপদাপন্নতার প্রকৃতিও নিরূপণ করা যায়, যা সম্ভাব্য আপদের আশঙ্কা সম্পর্কে ধারণা দেয়। বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের ওপর সম্ভাব্য আপদ কতটুকু প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম তা স্থানীয় ঝুঁকি নিরূপণের মাধ্যমে জানা যায়। ঝুঁকি নিরূপণের মূল উদ্দেশ্য হলো ঝুঁকিগুলো চিহ্নিত করা ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রশমনমূলক কাজের পরিকল্পনা করা।

ঝুঁকি নিরূপণের জন্য জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক পরিবেশ জানা এবং আপদ ও বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ বিশেষ জরুরি। এর জন্য প্রথাগত ও বৈজ্ঞানিক উভয় ধরণের পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। নিয়ত আপদের মাঝে বাস করে জনগোষ্ঠী অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেছে এবং এর মাধ্যমে ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও আপদ মোকাবেলার অনেক পদ্ধতি বের করেছে। এই প্রথাগত পদ্ধতির মাধ্যমে একটি এলাকার সুনির্দিষ্ট ঝুঁকিগুলো সহজেই জানা সম্ভব। অন্যদিকে, প্রযুক্তি নির্ভর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে ঝুঁকির সামগ্রিক চিত্র ও তার সুদূর প্রসারী প্রভাব সম্পর্কে জানা যায়। যেমন, জিআইএস মানচিত্রের সাহায্যে পুরো এলাকার নদী ভাঙ্গনের চিত্র পাওয়া যায়। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আপদের ধরণ ও মাত্রায় নিয়ত পরিবর্তন ঘটছে। তাই, ঝুঁকি নিরূপণে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলোও বিবেচনা করতে হয়। এছাড়াও, সম্ভাব্য সব ধরণের আপদ (যেমন, বন্যা, খরা বা লবণাক্ততা) বিবেচনা করতে হবে এবং খাতওয়ারি (যেমন, কৃষি, স্বাস্থ্য বা আবাসন) প্রভাব বিশ্লেষণ করতে হবে।

৩.২.২. ঝুঁকি নিরূপণে বিবেচ্য বিষয়

৩.২.২.১. বৈচিত্র্য বিবেচনা

নারী, পুরুষ ও বয়সভেদে জনগোষ্ঠীর সদস্যদের সক্ষমতা এবং বিপদাপন্নতা ভিন্ন। অনুরূপভাবে, গর্ভবতী মা বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি একই পরিস্থিতে অন্যদের তুলনায় ভিন্নভাবে ভুক্তভোগী হয়। সম্পদ সমাবেশ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে সচ্ছল পরিবার ও দরিদ্র পরিবারের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। পেশাগত কারণে এক এক শ্রেণীর ঝুঁকির ধরণ এক এক রকম হতে পারে। যেমন, জেলে ও চাষীর বন্যা জনিত ঝুঁকি ভিন্ন। তাছাড়া, একই জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সামাজিক প্রথা ও আচরণে ভিন্নতা থাকতে পারে। ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় জীবিকা বা সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে বঞ্চনার শিকার হতে পারে। ঝুঁকি নিরূপণের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য বা পার্থক্য বিবেচনায় নিতে হয়; যেমন-

নারী- সামাজিক অবস্থান ও প্রথাগত কারণে নারীর চলাফেরার উপর নানা রকম বিধি নিষেধ থাকে। তাকে গৃহস্থালির সব কাজ করতে হয় ও শিশুর যত্নের দায়িত্ব নিতে হয়। বিপদের সময় এগুলো বাদ দিয়ে সে একা নিজেকে রক্ষা করতে পারেনা। তাছাড়া, পারিবারিক সম্পদের উপর তার মালিকানা থাকেনা। জরুরি অবস্থাতেও নারী পুরুষের অনুমতি ছাড়া টাকাপয়সা খরচ করতে পারেনা। গর্ভবতীর বিশেষ সেবা যত্নের দরকার হয় ও এ সময়ে তার শারীরিক সক্ষমতা কমে যায়। উপরন্তু, নারী প্রায় সব সময় যৌন হয়রানির ঝুঁকিতে থাকে। আপদকালে একা একা নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়া তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। এসব কারণে নারীর বিপদাপন্নতা পুরুষের তুলনায় ভিন্ন।

বৃদ্ধ ব্যক্তি - এরা শারীরিকভাবে দুর্বল ও অন্যদের মতো চলাফেরা করতে পারেনা। এরা সহজেই রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। তাছাড়া, অনেক ক্ষেত্রে এরা একা থাকে; এদের খোঁজ খবর নেওয়ার কেউ থাকেনা। এগুলো বয়স্ক ব্যক্তির দুর্যোগ ঝুঁকির মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

শিশু - বয়স্কদের তুলনায় শিশুর শারীরিক সক্ষমতা ও এদের চাহিদা ভিন্ন। এদের বিশেষ পুষ্টি চাহিদা রয়েছে। শিক্ষা ও বিনোদন শিশুর জন্য অত্যন্ত জরুরি। দুর্যোগকালে এগুলোর সুযোগ সংকুচিত হয়ে পড়ে। তাছাড়া, এদের অভিজ্ঞতা কম থাকে ও এরা প্রায়শ, শোষণ, নির্যাতন ও যৌন হয়রানির শিকার হয়।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি - প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অনেক রকমের হতে পারে, যেমন- দৃষ্টি, শ্রবণ বা বাক প্রতিবন্ধীসহ শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী। এদের বিশেষ চাহিদা থাকে। সাধারণত, সমাজে ও পরিবারে এরা অবহেলা এবং হয়রানির শিকার হয়; আবার অনেক সময় এই প্রতিবন্ধীত্ব সবার নজরে আসেনা। ফলে এদের দুর্যোগ বিপদাপন্নতা অন্যদের তুলনায় বেশি।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায় - জনগোষ্ঠীর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সামাজিক প্রথা ও আচরণ সংখ্যাগরিষ্ঠের তুলনায় ভিন্ন হয়ে থাকে। সাধারণত এরা জীবিকা ও সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বঞ্চনা ভোগ করে। অনেক সময়ে এরা প্রান্তিক এলাকাতে বাস করতে বাধ্য হয়। এসব কারণে এদের দুর্যোগ বিপদাপন্নতা সংখ্যাগরিষ্ঠের তুলনায় ভিন্ন হতে পারে।

ছবি: লক্ষ্যভুক্তিকরণে নারী ও শিশু

ছবি: শিশুদের বিশেষ চাহিদা রয়েছে

৩.২.২.২. জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ বলতে প্রক্রিয়া, কর্মসূচী বা প্রকল্প যা জীবন ও জীবিকার উপর প্রভাব ফেলে তাতে জনগোষ্ঠীর সক্রিয়ভাবে মতামত দেওয়ার সুযোগ বোঝায়। অংশগ্রহণমূলক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা খুবই জরুরি, কারণ এর মাধ্যমে-

- জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিপদাপন্নতা ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা যায় এবং সঠিকভাবে সমস্যা চিহ্নিত করা যায়;
- জনগোষ্ঠীর জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা সম্পদ হিসাবে ব্যবহার করা যায়;
- বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আপদ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ করা যায় এবং জটিল সমস্যা সহজে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়;

- অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বাড়ায় ও ঝুঁকি প্রশমনের কাজ সহজতর করে;
- স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত সম্পদ, জ্ঞান ও সক্ষমতার ভিত্তিতে ঝুঁকি প্রশমন করা যায় এবং এটি বেশি টেকসই হয়;
- জনগোষ্ঠীর আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদার প্রতিফলন থাকে এবং সহজেই বাস্তবায়ন করা যায়;
- অভিজ্ঞতা লব্ধ ও পূর্ব পরীক্ষিত সমাধান বের করা সম্ভব হয় এবং সমাধান কম ব্যয়বহুল ও বেশি কার্যকর হয়।

ছবি: ঝুঁকি নিরূপণে নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণ

জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ অর্থবহ ও কার্যকর করার জন্য কয়েকটা বিষয় খুব জরুরি, যেমন-

- গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতামত গ্রহণ - ছোটখাটো বা প্রান্তিক বিষয়ে জনগোষ্ঠীর মতামত খুব বেশি মূল্য যোগ করেনা। ফলে পুরো প্রক্রিয়াটা ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে। এটি কার্যকর ও লাভজনক করতে হলে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনগোষ্ঠীর মতামত নিতে হবে।
- গুরুত্ব সহকারে মতামত বিবেচনা - জনগোষ্ঠীর মতামত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কর্মসূচী পরিকল্পনায় এর প্রতিফলন থাকতে হবে। তা না হলে পুরো ব্যাপারটাই অর্থহীন হয়ে পড়ে।
- মত প্রকাশের স্বাধীনতা - জনগোষ্ঠীর মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকতে হবে। নিয়ন্ত্রিত অংশগ্রহণ বা আগে থেকে ঠিক করা বিষয়ে সমর্থন আদায়ের জন্য অংশগ্রহণ কর্মসূচীকে সমৃদ্ধ করেনা।
- ঐচ্ছিক অংশগ্রহণ - অংশগ্রহণ করবে কি করবেনা তা জনগোষ্ঠী নিজেরাই ঠিক করবে। জবরদস্তিমূলক বা জোর করে চাপিয়ে দেওয়া অংশগ্রহণ খুব একটা কাজে আসেনা।

৩.২.২.৩. সমাজভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণ

সিআরএ (জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকি নিরূপণ) একটি অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি যার অনুশীলনের মাধ্যমে আপদ, সমস্যাবলী, বিপদাপন্নতা, ঝুঁকি, ঝুঁকি হ্রাসের সম্ভাব্য উপায় এবং উপায়সমূহ বাস্তবায়নে কার্যকর সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এ পদ্ধতিতে একটি এলাকার জীবন-জীবিকা ও প্রতিষ্ঠানের তথ্যসহ আবহাওয়া ও জলবায়ু এবং বিভিন্ন আপদ ও দুর্যোগ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্য ও পূর্বাভাস, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করে স্থানীয় সকল পেশা ও সামাজিক শ্রেণীর নারী এবং পুরুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বিপদাপন্নতা, ঝুঁকি এবং তা হ্রাসের কৌশল আলাদা বলে সিআরএতে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার দলের মতামতের ভিত্তিতে এলাকার সমস্যাবলী, বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি চিহ্নিত করা, ঝুঁকিহ্রাসের কৌশল, কৌশল বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা এবং ঝুঁকি নিরসন পরিকল্পনা তৈরী করা হয়। এই পদ্ধতিতে স্থানীয়ভাবে বাস্তবায়ন করা যায়না এমন কৌশলসমূহ মতামতের ভিত্তিতে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর উপরস্তরে (ইউনিয়ন ও পৌরসভার ক্ষেত্রে উপজেলায়; উপজেলার ক্ষেত্রে জেলায়) প্রেরণ করে সমন্বিত একটি বাস্তবায়নযোগ্য ঝুঁকি নিরসন কর্মপরিকল্পনা তৈরী করা হয়।

ছবি: সমাজভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণ

সিআরএ অনুশীলনের স্থান ও সময়

একটি এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি বিপদাপন্ন তাই গ্রাম বা শহরের যে সব এলাকায় দরিদ্র জনগোষ্ঠী তথা গরীব কৃষক, মৎস্যজীবী, ভূমিহীন, নারী, বয়স্ক এবং শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি আপদের কারণে বিপদাপন্ন হন সে সব এলাকায় সিআরএ'র মাধ্যমে একটি অংশগ্রহণমূলক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। দেশের বিপদাপন্ন এলাকাসমূহে আপদ সংঘটনের সময় এবং আপদ চলাকালীন সময়ে সিআরএ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়না। স্বাভাবিক সময়ে এবং বিভিন্ন প্রাথমিক স্টেকহোল্ডারদের জীবিকা নির্বাহের দিকে খেয়াল রেখে সিআরএ পদ্ধতি ব্যবহারের সময় নির্ধারণ করা হয়।

সিআরএ'র বর্তমান বাস্তবায়ন কৌশল

সিআরএ'র বর্তমান বাস্তবায়ন কৌশল অনুযায়ী ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (ইউডিএমসি) মূল চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করবে। সংশোধিত নির্দেশিকা অনুযায়ী সকল ধাপসমূহ বাস্তবায়নে ইউডিএমসি সহায়ক দল গঠন করে সিআরএ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

সিআরএ বাস্তবায়নের জন্য দুটি স্তরে কার্যক্রম হাতে নিতে হবে।

- ১ম স্তর: ইউনিয়ন পর্যায়ে করণীয়
- ২য় স্তর: উপজেলা পর্যায়ে করণীয়

একটি ইউনিয়নে সিআরএ বাস্তবায়নের জন্য ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। সংশোধিত পদ্ধতি অনুযায়ী সিডিএমপি অথবা কোন বাস্তবায়নকারী সংস্থা ইউডিএমসি সদস্যদের নিয়ে একটি সহায়ক দল গঠন করে তাদের মৌলিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সহায়কবৃন্দ ইউনিয়ন পর্যায়ে নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে সিআরএ সম্পন্ন করবে। সিআরএ'র সহায়ক দল চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, স্কুল শিক্ষক, সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক (উপকূলীয় এলাকার জন্য) এবং ধর্মীয় নেতাদের (যেমন ইমাম বা পুরোহিত) আলাদাভাবে গুরুত্ব দেয়া যেতে পারে। মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সরকারি কর্মচারীবৃন্দ দীর্ঘদিন যাবত ইউনিয়নগুলোতে বিভিন্ন দুর্যোগে জনগণের পাশে থেকে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে কার্যকর ভূমিকা পালন করে বলে বিপদাপন্নতা ও দুর্যোগ ঝুঁকি চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে তারা খুব ভালোভাবে সহায়তা করতে পারবে। এছাড়া মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্ব স্ব বিভাগের খাতভিত্তিক জ্ঞান ও দক্ষতা রয়েছে যা ঝুঁকি নিরূপণ ও ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে ভূমিকা রাখতে পারবে। তাদেরকে সহায়তা করার জন্য পুরাতন তিন ওয়ার্ডের প্রতি ওয়ার্ড থেকে ২ জন স্বেচ্ছাসেবী নিয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে।

সিআরএ'র অংশগ্রহণকারী নির্বাচন

সিআরএ-তে স্থানীয় প্রাইমারী ও সেকেন্ডারি দুই ধরণের স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণই গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত প্রাইমারী স্টেকহোল্ডার তাদেরকে বলা হয় যারা এলাকায় বসবাস করেন এবং কোন আপদে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হন, যেমন: মৎস্যজীবী বা কৃষক, প্রতিবন্ধী, বয়স্ক ব্যক্তি, নারী, শিশু, ভূমিহীন ইত্যাদি। সেকেন্ডারি স্টেকহোল্ডার তাদেরকে বলা হয় যারা সরাসরি কোন আপদে ক্ষতিগ্রস্ত নাও হতে পারেন কিন্তু পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে সহায়তা দিয়ে থাকেন যেমন: আইনগত, অধিকারগত, সরকারি দায়িত্ব, কর্মক্ষেত্র ইত্যাদি। সিআরএ প্রক্রিয়ায় প্রাইমারী স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় এলাকা, পেশা, জনগোষ্ঠী ও সিআরএ পরিচালনার উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে স্টেকহোল্ডারদের ধরণ ভিন্ন হতে পারে।

সিআরএ'র ধাপ সমূহ

- ধাপ ১: সংশ্লিষ্ট সেকেন্ডারি তথ্য (বৈজ্ঞানিক এবং সামাজিক) সংগ্রহ: স্থানীয় জনগণ, ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, স্থানীয় বিজ্ঞ ব্যক্তি, পেশাজীবী (কৃষক বা মৎস্যজীবী ও অন্যান্য), নারী, বৃদ্ধ, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ও স্থান প্রেক্ষাপট ভেদে নির্ধারিত হবে।
- ধাপ ২: পরিভ্রমণ- স্থানীয় জনগণ এবং ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের ২/৩ জনকে নিয়ে এলাকা পরিভ্রমণ।
- ধাপ ৩: আপদ চিহ্নিতকরণ এবং সামাজিক ও আপদের মানচিত্র অংকন।
- ধাপ ৪: মূল তথ্য প্রদানকারীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ।
- ধাপ ৫: সকল বিপদাপন্ন খাত চিহ্নিতকরণ।
- ধাপ ৬: খাতভিত্তিক ও বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীভিত্তিক বিভিন্ন সমস্যাবলী চিহ্নিতকরণ এবং সমস্যাবলী সৃষ্টির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ।
- ধাপ ৭: বিভিন্ন আপদের ফলে খাতভিত্তিক ও বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী ভিত্তিক ঝুঁকিসমূহ নির্দিষ্টকরণ এবং অগ্রাধিকারকরণ ও ঝুঁকিহ্রাসের সম্ভাব্য উপায়সমূহ চিহ্নিতকরণ।
- ধাপ ৮: জনগোষ্ঠীর ঝুঁকিহ্রাসের সম্ভাব্য উপায়সমূহ বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ।
- ধাপ ৯: স্থানীয় জনগোষ্ঠী দ্বারা বাস্তবায়নযোগ্য উপায় (ইউনিয়ন পর্যায়ে নিজস্ব ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাস্তবায়নযোগ্য) চিহ্নিতকরণ।
- ধাপ ১০: ঝুঁকিহ্রাসের উপায়সমূহ বাস্তবায়নে সরকারি (উপজেলা পর্যায়ে) বর্তমান ও ভবিষ্যত উদ্যোগসমূহ নির্ধারণ। সিআরএ'র কার্যক্রম এর ভিত্তিতে ইউনিয়নের একটি খসড়া রিপোর্ট তৈরী করা।
- ধাপ ১১: উপজেলা পর্যায়ে সমন্বিত ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও উপায়সমূহ বাস্তবায়নের জন্য মতৈক্যে পৌঁছানো।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে সিআরএ'র ধাপগুলোর সেশনসমূহের ফলাফল যাচাইকরণ ও কর্মশালার মতামতের ভিত্তিতে সিআরএর পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন তৈরী করা।

৩.২.৩. ঝুঁকি নিরূপণে ইউজেডডিএমসি'র ভূমিকা

- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে প্রত্যেক ইউনিয়নে সিআরএ'র মাধ্যমে ঝুঁকি নিরূপণ করা; এর জন্য ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সহায়তা করা ও এর কাজ তদারকি করা।
- নির্দেশনা ও সহায়তার মাধ্যমে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির ঝুঁকি নিরূপণ কাজে জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- ঝুঁকি নিরূপণের ক্ষেত্রে জনগোষ্ঠীর, বিশেষভাবে নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীসহ প্রান্তিক শ্রেণীর ঝুঁকি এবং বিপদাপন্নতা (অপাবরণ, ভঙ্গুরতা ও প্রত্যাগতি) বিশ্লেষণ করা;
- ইউনিয়নে ঝুঁকি নিরূপণের ফলাফল সমন্বয় করে উপজেলার ঝুঁকি নির্ধারণ করা;
- বৈচিত্র্য, অংশগ্রহণ ও সিআরএ বিষয়ে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

মডিউল ৪
স্থানীয় ঝুঁকি মোকাবেলা

শিখন উদ্দেশ্য

এই মডিউল অধ্যয়নের পরে অংশগ্রহণকারীগণ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা প্রস্তুতের দক্ষতা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারবেন।

প্রথম অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ নিম্ন বর্ণিত বিষয়সমূহ জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন-

- দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সম্পর্কে ধারণা;
- ঝুঁকি হ্রাস কৌশল - ঝুঁকি এড়ানো, ঝুঁকি কমানো, ঝুঁকি সহন ও অভিযোজ্য সামাজিক নিরাপত্তা জাল সম্পর্কিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে ধারণা;
- ঝুঁকিহ্রাসে ইউজেডডিএমসি'র সুনির্দিষ্ট কার্যাবলী।

দ্বিতীয় অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ নিম্ন বর্ণিত বিষয়সমূহ জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন-

- সক্ষমতা বৃদ্ধি সম্পর্কে ধারণা;
- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সমন্বয়, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে নেতৃত্ব ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে জবাবদিহিতা;
- ঝুঁকিহ্রাস সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ইউজেডডিএমসি'র সুনির্দিষ্ট কার্যাবলী।

শিখন অধিবেশন

মডিউল ৪ এ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্তকরা হয়েছে

অধিবেশন ৪.১ : জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা
- ৪.১.১. দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস
- ৪.১.২. ঝুঁকি হ্রাস কৌশল
  - ৪.১.২.১. ঝুঁকিহ্রাসের কৌশলগত দিক
  - ৪.১.২.২. জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থপনায় সামাজিক নিরাপত্তাজাল
  - ৪.১.২.৩. জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থপনা কৌশল
- ৪.১.৩. ঝুঁকিহ্রাসে ইউজেডডিএমসি'র সুনির্দিষ্ট কার্যাবলী

অধিবেশন ৪.১ : দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে স্টেকহোল্ডারদের সক্ষমতা বৃদ্ধি
- ৪.২.১. সক্ষমতা বৃদ্ধি
- ৪.২.২. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা বৃদ্ধির বিবেচ্য বিষয়
  - ৪.২.২.১. দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ
  - ৪.২.২.২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সমন্বয়
  - ৪.২.২.৩. দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে নেতৃত্ব
  - ৪.২.২.৪. দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে জবাবদিহিতা
- ৪.২.৩. ঝুঁকিহ্রাস সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ইউজেডডিএমসি'র সুনির্দিষ্ট কার্যাবলী

অধিবেশন ৪.১
জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা

মূল বার্তা

- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস জনগোষ্ঠী ও সরকারের যৌথ দায়িত্ব এই মূলনীতির ও হিউগো কর্মকাঠামোর পাঁচটি অগ্রাধিকার কাজের ভিত্তিতে জনগোষ্ঠীর ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা তৈরী করা হয়।
- কৌশলগতভাবে ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনায় ঝুঁকি এড়ানো, ঝুঁকি কমানো ও ঝুঁকি সহন কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত থাকে।
- সামাজিক নিরাপত্তাজাল কর্মসূচী দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনায় সম্পৃক্ত করা সম্ভব এবং এর ফলে জনগোষ্ঠী পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম আরও জোরদার হবে।
- হিউগো কর্মকাঠামোর আলোকে তৈরী বাংলাদেশের জাতীয় দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনায় কৌশলগত ঝুঁকি এড়ানো, ঝুঁকি কমানো ও ঝুঁকি সহনের ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে এবং জনগোষ্ঠীর প্রত্যাগতি বাড়ানোর উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।
- ইউজেডডিএমসি দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে শুধুমাত্র জরুরি সাড়া প্রদানের উপর জোর না দিয়ে সামগ্রিকভাবে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উপর জোর দিলে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রম আরো কার্যকর হবে।

৪.১.১. দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস

দুর্যোগ একটি আকস্মিক ক্ষতিকর ঘটনা, সাহায্য প্রবাহের মাধ্যমে দুর্যোগ পরবর্তীকালে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে হবে - এই পুরনো ধারণার বদলে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় ধরে নেওয়া হয় যে চলমান জীবনযাত্রায় সব সময়ই দুর্যোগের ঝুঁকি বিদ্যমান। প্রাকৃতিক ও আর্থ-সামাজিক পরিবেশ আপদ ও বিপদাপন্নতা সৃষ্টি করে এবং এদের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে দুর্যোগ ঘটে। এই ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনার উপর বেশি জোর দেওয়া হয় এবং বিচ্ছিন্নভাবে ঘটমান দুর্যোগ মোকাবেলার পরিবর্তে নিরবিচ্ছিন্নভাবে ঝুঁকিগুলো দূর করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। এতে সম্ভাব্য আপদের উদ্ভব, বিকাশ ও প্রভাবের কার্যকারণ এবং জনগোষ্ঠীর বিপদাপন্নতার নিয়ামকগুলো বিশ্লেষণ করা হয় আর অপাবরণ ও ভঙ্গুরতা কমিয়ে এবং প্রত্যাগতি বাড়িয়ে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করা হয়। এটি উন্নয়ন-ধারা ও জীবনযাত্রার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত একটি সার্বক্ষণিক প্রক্রিয়া।

ছবি: অবসরে বাঁশের ঝুড়ি তৈরী

দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের মূল বিষয় হলো-

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শুধুমাত্র জরুরি সাড়া প্রদানের উপর জোর দেয়না বরং সামগ্রিকভাবে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উপর জোর দেয়,

খ) জনগোষ্ঠীকে বাঁচানো রাষ্ট্রের দায়িত্বই শুধু নয় বরং এটা জনগোষ্ঠীর অধিকারের সাথে যুক্ত; এবং

গ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা একমাত্র সরকারেরই কাজ নয় বরং এটা সমগ্র জনগোষ্ঠীর দায়িত্ব।

দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মকাঠামোতে পাঁচটি অগ্রাধিকার কাজ নির্ধারণ করা হয়েছে; এগুলো হলো-

- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস, বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাসহ, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে অগ্রাধিকার হিসাবে ধার্য করা। দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে নীতি, আইন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো থাকলে এবং সুনির্দিষ্ট সূচকের মাধ্যমে অগ্রগতি পরিমাপের ব্যবস্থা করতে পারলে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও সমাজের সর্বস্তরের দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমে সবাইকে একমত করতে পারার সক্ষমতা বাড়ে।
- দুর্যোগ ঝুঁকিগুলো চিহ্নিত, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ করা এবং পূর্বসতর্কীকরণ ব্যবস্থা জোরদার করা। আপদ ও এ বিষয়ে বস্তুগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত বিপদাপন্নতা এবং আপদ ও বিপদাপন্নতার স্বল্প এবং দীর্ঘ মেয়াদী পরিবর্তন সম্পর্ক জ্ঞান থাকলে ঝুঁকি পরিহার সংস্কৃতি গড়ে তোলা সম্ভব হয়।

- জ্ঞান, আবিষ্কার ও শিক্ষার মাধ্যমে সর্বস্তরে ঝুঁকি পরিহার সংস্কৃতি এবং প্রত্যাগতি গড়ে তোলা। জ্ঞান এবং ঝুঁকি পরিহার সংস্কৃতি ও প্রত্যাগতি গড়ে তোলার আগ্রহ থাকলে দুর্যোগ ঝুঁকি কমানো যায়; এর জন্য আপদ, বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, সঙ্কলন ও বিতরণ করা দরকার।
- দুর্যোগ ঝুঁকির অন্তর্নিহিত নিয়ামকগুলো দূর করা। খাতওয়ারি উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর মাধ্যমে পরিবর্তনশীল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত অবস্থা, ভূমি ব্যবহার এবং জলবায়ু পরিবর্তনসহ ভূতাত্ত্বিক ও আবহাওয়া জনিত আপদ সংক্রান্ত দুর্যোগ ঝুঁকি সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়া।
- কার্যকরভাবে সাড়া প্রদানের জন্য সর্বস্তরে দুর্যোগ প্রস্তুতি শক্তিশালী করা। আপদ প্রবণ এলাকার প্রশাসন, ব্যক্তি ও জনগোষ্ঠী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জ্ঞান ও সক্ষমতার মাধ্যমে প্রস্তুত থাকলে আপদকালে ক্ষয়ক্ষতি ও দুর্যোগের প্রভাব কমানো সম্ভব।

সাধারণত এই হিউগো কর্মকাঠামোর আলোকে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা তৈরী করা হয়। এই পরিকল্পনা প্রণয়নে দুর্যোগ জনিত ক্ষয়ক্ষতির আশংকা দূর করতে কী ধরণের সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে তার উপর ভিত্তি করে এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য কৌশল ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এতে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য দরকারি কাজগুলো ও এর জন্য প্রয়োজনীয় সক্ষমতা ও সম্পদের ধরণ ও পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয়। পাশাপাশি, নিয়মিত অগ্রগতি পর্যালোচনা করার জন্য সূচক ও প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা হয়।

৪.১.২. ঝুঁকিহ্রাস কৌশল

৪.১.২.১. ঝুঁকিহ্রাসের কৌশলগত দিক

দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে ঝুঁকিহ্রাসে কৌশলগত দিকগুলো বিবেচনা করা দরকার; যেমন- ঝুঁকি এড়ানো বা ঝুঁকি পরিহার করা, ঝুঁকি কমানো ও ঝুঁকি বহন বা ঝুঁকি সহন। এগুলোর ভারসাম্য বজায় রেখে কোন এলাকা বা জনগোষ্ঠীর জন্য দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা করলে তা অধিক ফলপ্রসূ হয়।

ঝুঁকি এড়ানো- আপদ জনিত ক্ষতির আওতার বাইরে থাকার কৌশল হলো ঝুঁকি এড়ানো। এই কৌশলে আপদের মাত্রা কমেনা; তবে আপদ জনিত ক্ষতির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। বিভিন্ন পর্যায়ে এই কৌশল ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন, নিম্নচাপ দেখা দিলে সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া পরিহার করা। বন্যাপ্রবণ এলাকায় এমনভাবে ফসল চক্র নির্ধারণ করা যাতে বন্যা মৌসুমে মাঠে কোন ফসল না থাকে বা লবণাক্ত এলাকায় ধানের আবাদ না করা। আপদ মৌসুমের ঠিক আগে ছাগল-ভেড়া-হাঁস-মুরগি বিক্রি করে মৌসুমের শেষে নতুন করে এগুলো আবার কেনা- পশুপাখি পালনে এমন চক্র ব্যবহার করাও ঝুঁকি এড়ানোর কৌশল হতে পারে।

ছবি: ফসল চক্রে সবজি ও দানাদার শস্যের মিশ্রণ

ঝুঁকি কমানো- এ ধরণের কাজের মাধ্যমে আপদের বিধ্বংসী ক্ষমতা কমানো হয়। সাধারণত এটি ভৌত কাঠামোগত কাজ হিসাবে ধরা হয়। যেমন- বাঁধ তৈরী করে বন্যা বা জলোচ্ছ্বাসের আঘাত সামলানো কিংবা নদী খনন করে বন্যার প্রকোপ বা জলাবদ্ধতা কমানো। তবে সামাজিক কাজকর্মও ঝুঁকি কমানোর জন্য করা যেতে পারে। যেমন- বসতভিটায় গাছ লাগিয়ে ঝড়ের আঘাত কমানো; টেকসই পদ্ধতিতে বনজ সম্পদ আহরণ করে বন-বেষ্টনী রক্ষা করা ও এর মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপ কমানো অথবা টেকসই পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষের মাধ্যমে লবণ দূষণের ঝুঁকি কমানো। অভিযোজনের মাধ্যমেও ঝুঁকি কমানো যেতে পারে, যেমন- বন্যা সহিষ্ণু বা লবণ সহিষ্ণু ফসলের আবাদ করা কিংবা ভাসমান বীজতলা করা। জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করে দুর্যোগ ঝুঁকি কমানো যায়। শিক্ষাগত অর্জন উচ্চতর হলে পেশা ও জীবিকার ভঙ্গুরতা কমে আসে। সচ্ছলতার কারণে ঝুঁকি কমে, যেমন- সচ্ছল পরিবারের উপর শৈত্য প্রবাহের ঝুঁকি কম থাকে।

ছবি: বন্যার প্রস্তুতি হিসেবে মাটির আলগা চুলা

ঝুঁকি সহন - এই কৌশলের মাধ্যমে আপদের তীব্রতা কমানো বা এর প্রভাব বলয়ের বাইরে যাওয়া ছাড়াই স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নিশ্চিত করা হয়। এটা মূলত অবশিষ্ট ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কাজগুলো নির্দেশ করে। ঘূর্ণিঝড় বা বন্যার সময় আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়া কিংবা জরুরি সাড়া প্রদানের মাধ্যমে দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা ঝুঁকিসহন মূলক কৌশল। পরিবার পর্যায়ে প্রস্তুতিমূলক কাজ যেমন, শুকনো খাবারের মজুত বা আলগা চুলা তৈরী করা ঝুঁকি সহন কৌশল হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। ঝুঁকি সহন কৌশলের প্রয়োগ জনগোষ্ঠীর প্রত্যাগতির মাত্রা নির্দেশ করে।

ছবি: ঘর মেরামত

৪.১.২.২. জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সামাজিক নিরাপত্তাজাল

সামাজিক নিরাপত্তাজাল কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হলো গরীব বা বিপদাপন্নদের সুনির্দিষ্ট দারিদ্র অবস্থা থেকে মুক্ত রাখা। যে সব সহায়তার মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তাজাল নিশ্চিত করা হয় তার মধ্যে রয়েছে- ক) নগদ অর্থ প্রদান - শর্তহীন বা শর্ত সাপেক্ষে, খ) খাদ্য সহায়তা প্রদান - শর্তহীন বা শর্ত সাপেক্ষে, গ) বস্তুসামগ্রী দান, ঘ) ভর্তুকি ও ফি মওকুফ এবং ঙ) গণপূর্ত কাজের মাধ্যমে কর্মসংস্থান। সাধারণত জিডিপি'র ১ থেকে ২ শতাংশ এই কর্মসূচীর জন্য বরাদ্দ করা হয়।

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে যেসব কারণে ঝুঁকি সৃষ্টি হয় সেগুলো হলো-

- দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির কারণে সহায় সম্পদ হারানো;
- মঙ্গা মৌসুমে কাজের অভাব ও খাদ্য নিরাপত্তা ঘাটতি;
- প্রথাগত বঞ্চনা - নারী, প্রতিবন্ধী ও সংখ্যালঘু শ্রেণীর প্রতি বৈষম্য;
- আকস্মিক চিকিৎসা ব্যয় বা যৌতুক জনিত অভিঘাত;
- দীর্ঘমেয়াদী অসুখ (যেমন, যক্ষ্মা রোগ);
- একান্নবর্তী পরিবারে ভাঙ্গন ও বয়স্কদের প্রতি অবহেলা।

এসব ঝুঁকিগ্রস্ত ব্যক্তি বা পরিবারের জন্য প্রায় ৩০ ধরণের সামাজিক নিরাপত্তাজাল কর্মসূচী চালু আছে। সমাজসেবা মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে এই কার্যক্রমগুলোর মধ্যে রয়েছে-

- কর্ম সংস্থান - ১০০ দিনের কর্মসংস্থান - মঙ্গা মৌসুমে গরীব পরিবারের জন্য দৈনিক হাজিরা ভিত্তিক কাজ; এটি ২০০৮ সালে শুরু হয়েছে; এর আগে টাকার-বিনিময়ে-খাদ্য নামে এ ধরণের কার্যক্রম ছিলো।
- কাজের বিনিময়ে খাদ্য - ১০০ দিনের কর্ম সংস্থানের অনুরূপ, তবে এতে মজুরি হিসাবে টাকার বদলে খাদ্য দেওয়া হয়।
- গ্রামীণ কর্ম সংস্থানের সুযোগ - গরীব পরিবারের নারীকে নগদ টাকা মজুরিতে গ্রামের রাস্তাঘাট মেরামতের কাজে নিয়োগ।
- ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট - ১৫০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়ার বিনিময়ে দুঃস্থ নারীর জন্য ১৮ থেকে ২৪ মাসের খাদ্য সহায়তা।
- টেস্ট রিলিফ - গরীব দিন মজুরের জন্য বর্ষা মৌসুমে দৈনিক ৩.৫ কেজি খাদ্য শস্য হিসাবে ৩০ দিনের কর্ম সংস্থান।

ছবি: কাজের বিনিময়ে টাকার মাধ্যমে কর্মসংস্থান

- বিবিধ ভাতা - বয়স্ক (৬৫ বছরের বেশি গরীব ব্যক্তি), দুঃস্থ নারী (বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা); এসিড সন্ত্রাসের শিকার নারী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি - মাসে ২৫০ টাকা হারে; এতিম শিশু - মাসে ১৫০০ টাকা হারে।

- মাতৃত্ব ভাতা - গরীব গর্ভবতী নারীর জন্য মাসিক ২২০ টাকা হারে ২ বছর ব্যাপী সহায়তা।
- আবাসন সহায়তা - ক) দুর্যোগে ভুক্তভোগীর জন্য ২০০০ টাকা অনুদান; খ) গরীব পরিবারের জন্য ৫% হার সুদে ২০,০০০ টাকা ঋণ।
- শিক্ষা বিস্তার - ৬-১২ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীর জন্য শ্রেণী ভেদে মাসিক ৩০০ থেকে ৭৫০ টাকা হারে বৃত্তি। মাসে ৫০ টাকা হারে ১-৩ শ্রেণী ও ৬০ টাকা হারে ৪-৫ শ্রেণীর গরীব ছাত্র-ছাত্রীর জন্য বৃত্তি।

দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে, বিশেষ করে সাড়া প্রদান কার্যক্রমের অংশ হিসাবে, দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য এই সামাজিক নিরাপত্তাজাল কর্মসূচীর আওতায় আনা হয়।

৪.১.২.৩. জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কৌশল

বাংলাদেশের জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে - দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত শ্রেণীসহ, জনসাধারণের প্রাকৃতিক, পরিবেশগত ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ ঝুঁকি কমিয়ে সহনীয় পর্যায়ে আনা এবং বড় মাত্রার দুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য কার্যকর সাড়া প্রদান ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

জাতীয় দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা হিউগো কর্মকাঠামোর আলোকে তৈরী করা হয়েছে। এই পরিকল্পনায় কৌশলগত ঝুঁকি এড়ানো, ঝুঁকি কমানো ও ঝুঁকি সহনের ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। এতে জনগোষ্ঠীর প্রত্যাগতি বাড়ানোর উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে-

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে যুক্ত করা ও ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমের মালিকানা গ্রহণে তাদের উৎসাহী করা।
- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমে জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বাড়ানো।
- সকল ক্ষেত্রে সহজে ব্যবহার করা যায় এমন মানসম্মত ঝুঁকি মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা।

৪.১.৩. ঝুঁকিহ্রাসে ইউজেডডিএমসি'র সুনির্দিষ্ট কার্যাবলী

দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনার ক্ষেত্রে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি যে কাজগুলো করতে পারে তার মধ্যে রয়েছে-

- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে প্রত্যেক ইউনিয়নের দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা তৈরী করা;
- সব ইউনিয়নের দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা সমন্বয় করে উপজেলার দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা তৈরী করা;
- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনায় কৌশলগত দিক হিসাবে ঝুঁকি এড়ানো, কমানো বা সহনের বিষয়গুলোর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা;
- কার্যকর দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা বিষয়ে ইউনিয়ন দুর্যোগ কমিটির জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়ানো।

অধিবেশন ৪.২
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার স্থানীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি

মূল বার্তা

- সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হলে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে ব্যক্তি পর্যায়ে কাজ ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে কর্তব্য আরও দক্ষতার সাথে পালন করা সম্ভব হবে।
- বিপদাপন্নতার ধারণা উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সম্পৃক্ত করলে দুর্যোগ ঝুঁকি কমানো যায়।
- সমন্বয় হলো ব্যবস্থাপনার একটা প্রক্রিয়া, এর মাধ্যমে বিভিন্ন কাজগুলো একটা আর একটার সাথে যুক্ত করা হয় এবং একই লক্ষ্যে পুনর্বিন্যাস করা হয়।
- সার্বজনীন আকাঙ্ক্ষা সম্মিলিতভাবে অর্জন করার জন্য সবসময় প্রাতিষ্ঠানিক এখতিয়ার দরকার হয়না; পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি অনুধাবন করে স্বীয় প্রণোদনায় স্বাধীনভাবে ও নিজ দায়িত্বে সার্বিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজের উদ্দেশ্যে অন্যদের সঞ্চালিত করতে হয়।
- জবাবদিহিতার মূল বিষয় হলো সকলকে কার্যক্রম ও এর অগ্রগতি সম্পর্কে জানানো, সকলের মতামত নেওয়া এবং অভিযোগ গ্রহণ ও তার নিষ্পত্তি করা।
- ইউজেডডিএমসি ঝুঁকিহ্রাস মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য নেতৃত্বমূলক কাজ পরিচালনা করে ঝুঁকিহ্রাসে অবদান রাখতে পারে।

৪.২.১. দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস

ছবি: পরিবারের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও আয়মূলক কাজে নারীর অংশগ্রহণ

সক্ষমতা বৃদ্ধি বলতে প্রধানত মানুষের এবং মানুষ যেসব পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাজ করে সেই ব্যবস্থার দক্ষতা ও কার্যকারিতার উন্নতি সাধন বোঝায়। দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে সক্ষমতা বৃদ্ধির মূল উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তি পর্যায়ে, জনগোষ্ঠী পর্যায়ে ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে ঝুঁকি চিহ্নিত করা থেকে শুরু করে ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা তৈরী করা ও তা বাস্তবায়ন করার সকল কাজে দক্ষতা বাড়ানো। এতে ভৌত কাঠামো নির্মাণ বা বস্তুগত সম্পদের উপর বেশি জোর দেওয়া হয়না বরং জোর দেওয়া হয় কিভাবে নির্মাণ করলে ভৌত কাঠামোগুলো দুর্যোগে টেকসই হবে বা কিভাবে ব্যবহার করলে বস্তুগত সম্পদ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে বেশি কার্যকর হবে তার উপর। মানব সম্পদ উন্নয়ন ঝুঁকিহ্রাস সক্ষমতা বাড়ানোর একটা বড় অংশ। এতে বিধিবদ্ধ জ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দুর্যোগের সংস্পর্শে আসা সকলের - জনগোষ্ঠীর সকল সদস্য ও প্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমে সকল ব্যক্তির, দুর্যোগ মোকাবেলা করার দক্ষতা বাড়ানোর চেষ্টা থাকে। এর মাধ্যমে প্রত্যেকেই দুর্যোগ ঝুঁকি ও এ বিষয়ে করণীয় কী তা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবে এবং তারা ঝুঁকিহ্রাসে ব্যক্তি পর্যায়ে কাজ ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে কর্তব্য আরও দক্ষতার সাথে করতে পারবে। সক্ষমতা বৃদ্ধির আর একটি দিক হলো দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের কাজগুলো করার কর্মকাঠামো, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ও বিধিমালা আরও বেগবান ও কার্যকর করা। জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে এগুলো আরও বাস্তবমুখী, প্রায়োগিক ও সহজতর করা হয়। এগুলো শক্তিশালী ও কার্যকর হলে এর মধ্যে দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি তার কাজ আরও দক্ষতার সাথে করতে পারে, দলগত কাজগুলো আরও শৃঙ্খলার সাথে করা যায়, প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব পালন আরও সাবলীল ও ফলপ্রসূ হয়।

৪.২.২. সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিবেচ্য বিষয়

৪.২.২.১. দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ

দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ হলো দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমের পরিধি এমনভাবে বাড়ানো যাতে এটি নৈমিত্তিক আচরণে পরিণত হয় এবং জাতীয় ও খাতওয়ারি উন্নয়নে প্রাকৃতিক আপদ জনিত ঝুঁকি অলোচনা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়।

দুর্যোগ আকস্মিক কোন ঘটনা নয়। পরিবেশ ও ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যেই আপদের সম্ভাবনা নিহিত থাকে। জীবনযাত্রা ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার পর্যায় ও ব্যবস্থাপনা থেকে উদ্ভূত বিপদাপন্নতা দুর্যোগের সৃষ্টি করে। তাই বিপদাপন্নতার ধারণা উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সম্পৃক্ত করলে দুর্যোগ ঝুঁকি কমানো যায়। মূলধারায় সম্পৃক্তকরণের মূল চাহিদাগুলো হলো, পরিকল্পনা ও প্রক্রিয়া এমন হবে যার ফলে-

- উন্নয়ন কার্যক্রম বা প্রকল্পের সুফলসমূহ আপদের আঘাত সত্ত্বেও টিকে থাকবে, যেমন- বন্যাকালীন সময়েও যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু থাকবে; স্কুল বা চিকিৎসাকেন্দ্র বন্যা বা ঝড়ের প্রভাব মোকাবেলা করে সচল থাকবে।
- উন্নয়ন প্রকল্প দুর্যোগ ঝুঁকি বাড়াবেনা ও পরিবেশের ক্ষতি করবেনা, যেমন- ভৌতকাঠামো বা রাস্তাঘাট নির্মাণ জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করবেনা বা বন্যার কারণ হিসাবে দেখা দেবেনা; ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম দুর্যোগকালে ভুক্তভোগী পরিবারের দুর্দশা বাড়াবেনা।
- উন্নয়ন প্রকল্প সামগ্রিকভাবে দুর্যোগ ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করবে, যেমন- ভৌত কাঠামো নির্মাণ এমন হবে যাতে আপদকালে (অগ্নিকান্ড বা ভবনধ্বস) জীবনহানি কমাতে সাহায্য করবে, নতুন প্রযুক্তি বন্যা, খরা বা লবণ দূষণ মোকাবেলা করতে সাহায্য করবে।

দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস মূলধারায় সম্পৃক্তকরণের জন্য উন্নয়ন কর্মসূচীর বিভিন্ন পর্যায়ে একগুচ্ছ সিদ্ধান্ত ও কার্যাবলী প্রয়োজন। এরমধ্যে রয়েছে-

- নীতিগত পর্যায় - প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের নীতি নির্দেশনা উন্নয়ন কাজে সম্ভাব্য আপদ ও আপদের ঝুঁকিগুলো বিবেচনায় নেবে ও ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ে দিক নির্দেশনা দেবে।
- কৌশলগত পর্যায় - কর্মকৌশল দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের গুরুত্ব স্পষ্ট করবে ও এ বিষয়ে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করবে; এটা এমন হতে হবে যাতে ঝুঁকি বা বিপদাপন্নতা হ্রাস সংক্রান্ত বাস্তব কাজ, কাজের বণ্টন ও এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ বিষয়ে ধারণা পাওয়া যায়।
- পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পর্যায় - ঝুঁকি বিশ্লেষণ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও অবলোকন এর অন্তর্গত; এ বিষয়ে কিছু প্রশ্ন বিবেচনায় আনতে হবে, যেমন-
    - প্রকল্পসমূহ জনগোষ্ঠীর আপদ বিপদাপন্নতার উপর কী প্রভাব ফেলবে?
    - প্রকল্পসমূহ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক বিপদাপন্নতার উপর কী প্রভাব ফেলবে?
    - প্রকল্প এলাকা ও অভীষ্ট জনগোষ্ঠী কী ধরণের আপদের সম্মুখীন হতে পারে?
    - অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের জন্য পরিকল্পনায় কী কাজ নির্ধারণ করা হয়েছে?
    - দুর্যোগকালীন সময়ে অভীষ্ট জনগোষ্ঠী প্রকল্প মারফত কী সহায়তা পেতে পারে?
- ভৌগোলিক ও খাতওয়ারি পরিকল্পনা - প্রকল্প এলাকার সম্ভাব্য দুর্যোগ ও জনগোষ্ঠীর এ সংক্রান্ত বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকিহ্রাসের কৌশল এই পরিকল্পনার অংশ হিসাবে চিহ্নিত করা।
- কর্মসূচী ও প্রকল্প পরিকল্পনা - ঝুঁকি কমানোর লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কাজ এই পরিকল্পনায় উল্লেখ থাকবে ও এর জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ প্রাপ্তির ব্যবস্থা থাকবে।
- বহি:সম্পর্ক - এক প্রতিষ্ঠান অন্য প্রতিষ্ঠানের সাথে এমন সম্পর্ক গড়ে তুলবে যাতে তারা অবাধে তথ্য বিনিময় করতে পারে ও ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ে নিজেদের মধ্যে দক্ষতা বিনিময় সহ দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নিতে পারে।

৪.২.২.২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সমন্বয়

অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য একাধিক ব্যক্তি বা দল বা প্রতিষ্ঠানে বিবিধ কার্যাবলী একটি নির্দিষ্ট খাতে সংগঠিত করা হলো সমন্বয়। এটি ব্যবস্থাপনার একটি প্রক্রিয়া, এর মাধ্যমে বিভিন্ন কাজগুলো একটি আর একটার সাথে যুক্ত করা হয় ও একই লক্ষ্যে পুনর্বিন্যাস করা হয়। দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে অনেক ধরণের (যেমন, সরকারি বা বেসরকারি) ও অনেক স্তরের (যেমন, স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক) প্রতিষ্ঠান কাজ করে। এদের কর্মসূচীর খাতগুলোও হয় ভিন্ন (যেমন, খাদ্য নিরাপত্তা, আশ্রয়, পানি ও স্যানিটেশন, শিক্ষা, কৃষি বা যোগাযোগ)। এর সবগুলোই দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সফল করার জন্য বিশেষ জরুরি। তবে বিভিন্নমুখে প্রবাহিত হলে ঝুঁকিহ্রাসের লক্ষ্য মাত্রা অর্জন করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই, সাধারণ লক্ষ্যের ভিত্তিতে একটি কাঠামোর মধ্যে এই নানামুখী কাজগুলো সংগঠিত করা দরকার হয়। আর স্থানীয় পর্যায়ে এই সমন্বয়ের কাজটা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রচলিত ধারণা অনুসারে স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে সমন্বয় হিসাবে শুধুমাত্র তথ্য আদানপ্রদান বোঝায়। তথ্য আদানপ্রদান সমন্বয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তবে, এককভাবে এই একটি কাজ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে সার্বিক সমন্বয় নিশ্চিত করতে পারেনা। সমন্বয়ের কমপক্ষে দুটি আবশ্যিক শর্ত পূরণ করতে হয় - ক) একটি সাধারণ অভীষ্ট লক্ষ্য ও খ) এই সাধারণ লক্ষ্যে সকল কর্মকান্ড প্রবাহিত করা। অনেক সময় ধারণা করা হয় যে, তথ্য আদানপ্রদানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলে তথ্য বিশ্লেষণ করে নিজেরাই নিজেদের কাজগুলো একমুখী করে নেবে। বাস্তবক্ষেত্রে প্রায়শ: এটি হয়না। ফলে মোট কার্যক্রমে কোথাও কোথাও ঘাটতি থেকে যায় আবার অন্য কোথাও বাহুল্য দেখা যায়।

কার্যকরভাবে সমন্বয় করার কয়েক ধরণের কৌশল ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন-

- পরিকল্পনার মাধ্যমে সমন্বয় - পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বা খাতের বা স্তরের পরিকল্পনাগুলো একীভূত একটি সার্বিক পরিকল্পনা করা যেতে পারে। এরফলে কর্মসূচীর কোথাও ঘাটতি বা বাহুল্য থাকেনা এবং স্টেকহোল্ডাদের সবাই নিজের কাজগুলো সুনির্দিষ্ট করতে পারে।
- বণ্টনের মাধ্যমে সমন্বয় - এক এক ধরণের কাজ এক এক প্রতিষ্ঠানের জন্য নির্দিষ্ট করা অথবা এলাকা ভিত্তিক কাজ বণ্টন করেও সমন্বয় করা যেতে পারে।
- নির্দেশনার মাধ্যমে সমন্বয় - সমন্বয় কর্তৃপক্ষ নির্দেশনার মাধ্যমে কাজগুলো পুনর্বিন্যাস করে সমন্বয় করতে পারে।
- নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সমন্বয় - সমন্বয় কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ও তাদের সাফল্য পরিমাপের জন্য মানদন্ড নির্ধারণ করতে পারে ও এভাবে সমন্বয় সাধন করতে পারে।

দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে যেসব প্রতিষ্ঠান অংশ নেয় তাদের সবার এখতিয়ার, ভূমিকা ও সামর্থ্য এক রকম নয়। তাই, স্থানীয় পর্যায়ে উপরে বর্ণিত কৌশলগুলোর যে কোন একটি ব্যবহার করে সমন্বয় করা বাস্তবক্ষেত্রে কার্যকর হবেনা। এক্ষেত্রে বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে সমন্বয়ের জন্য একাধিক কৌশলের মিশ্রণ দরকার হবে।

৪.২.২.৩. দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে নেতৃত্ব

নেতৃত্বের মূলকথা হলো, সার্বজনীন লক্ষ্য অর্জনের জন্য সবাইকে সমবেত করা। পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি অনুধাবন করে স্বীয় প্রণোদনায় স্বাধীনভাবে ও নিজ দায়িত্বে সার্বিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজের উদ্দেশ্যে অন্যদের সঞ্চালিত করাই নেতৃত্ব। এটি একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য সবাইকে একজোট করা হয়। এর জন্য আদেশ-নির্দেশ জারী করা বা ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে সবাইকে নিয়ন্ত্রণ করা সব সময় জরুরি নয়। এমনকি সার্বজনীন আকাঙ্ক্ষা সম্মিলিতভাবে অর্জন করার জন্য সবসময় প্রাতিষ্ঠানিক এখতিয়ার দরকার হয়না।

কোন ব্যক্তি বা দলের অভ্যন্তরীণ অথবা বাহ্যিক স্টেকহোল্ডারদের প্রভাবিত করার মাধ্যমে কাম্য ফলাফল অর্জনের জন্য নেতৃত্ব দরকার হয়। নেতৃত্ব প্রয়োগের ক্ষেত্রে যা দরকার তা হলো-

- একযোগে কাজ করা- একজন দলনেতার একার পক্ষে কখনোই সাফল্য অর্জন করা সম্ভব নয়। "দলনেতা পিরামিডের শীর্ষে থাকবেন" এই পুরনো ধারণা সত্যি নয়।

নেতৃত্বের পাঁচটি বিশেষ গুণাবলী

- কৌশলগত নেতৃত্ব- পরিস্থিতি বোঝার সহজাত প্রবৃত্তি থাকে, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের দুর্দশা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা;
- পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ- অন্যের কথাকে গুরুত্ব দেয়া ও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণের প্রবণতা থাকা, অন্যের সাথে কথা বলা, তথ্য বিনিময় করা ও পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন করার ক্ষমতা থাকা;
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ঝুঁকি নেয়া- পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং পরিবর্তন করার সামর্থ্য থাকা, দায়ভার গ্রহণ ও প্রয়োজনে ঝুঁকি নেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকা, ভুল থেকে দ্রুত শিক্ষা গ্রহণ ও তা থেকে সিদ্ধান্তে পরিবর্তন আনার ক্ষমতা থাকা;
- ব্যবস্থাপনা ও প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্ব- সাংগঠনিক ও দল গঠনের ক্ষমতা থাকা, সার্বিক তত্ত্বাবধায়ন ও দক্ষতার সাথে দল পরিচালনা করার ক্ষমতা থাকা;
- ব্যক্তিগত গুণাবলী- ক. নৈতিক ও সৎ আচরণ করা, খ. আত্মসচেতনতা ও আত্মবিশ্বাস থাকা, গ. বিনয়- অন্যের কাছ থেকে শেখা ও অপরের প্রশংসা করার প্রবণতা থাকা, ঘ. অধ্যবসায় থাকা ও দৃঢ় সংকল্প হওয়া, এবং ঙ. উদ্যমী ও কর্মস্পৃহা থাকা;

- Handout, ALNAP Training - Leadership in Action

- দূরদৃষ্টি- দলনেতা তার দূরদৃষ্টির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যত লক্ষ্য নির্ধারণ করেন। প্রতিষ্ঠানে অন্যান্য সদস্যদের সাথে এ লক্ষ্য সম্পর্কে কথা বলা ও তাদের এর সাথে সম্পৃক্ত করা একটি জরুরি বিষয়।
- ঝুঁকি গ্রহণ- প্রয়োজনে ঝুঁকি নেয়া ও নতুনত্ব আনা নেতৃত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। দলনেতাগণ স্বাভাবিকভাবেই ঝুঁকি গ্রহণ করেন পাশাপাশি নিজেদের ভুল এবং সাফল্য থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। সুতরাং তারা অবশ্যই তাদের দলের সদস্যদের উৎসাহ প্রদান করবেন যেন তারা তাদের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। কেননা ভুল না করে কিছু শেখা সম্ভব নয়। সকল নতুনত্ব ও পরিবর্তনেই ঝুঁকি ও বাধা থাকে।
- স্বীকৃতি ও উৎসাহ প্রদান- একজন কার্যকর দলনেতাকে অবশ্যই তাঁর দলের সদস্যদের ভালো কাজকে মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি প্রদান করতে হয়। দলের কর্মস্পৃহা বাড়াতে ও সঠিকভাবে পরিচালনা করতে হলে সকল সদস্যদের উৎসাহ প্রদান করা দলনেতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

-Handout, ALNAP Training - Leadership in Action

নেতৃত্বের তিনটি ধরণ

- নির্দেশনামূলক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে দলনেতা কর্ম-সম্পাদনে উদ্যোগী হন, অন্যদের উৎসাহ প্রদান করেন, দায়িত্ব অর্পণ করেন পাশাপাশি কাজের জন্য প্রশংসা অথবা ভর্ৎসনা করেন।
- অংশগ্রহণমূলক নেতৃত্বে দলনেতা আলোচনার মাধ্যমে ফলাফল নিশ্চিত করেন, অন্যান্য সদস্যদের অন্তর্ভূক্তির জন্য নানাবিধ প্রশ্ন উত্থাপন করেন, স্বতঃস্ফূর্তভাবে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অন্যদের উৎসাহিত করেন, অঙ্গীকার রক্ষা করেন এবং সংখ্যা গরিষ্ঠতার উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সদস্যদের মতামত সংগ্রহ করেন।
- অর্পিত নেতৃত্বের ক্ষেত্রে দলনেতা নিজে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না বরং অন্য কেউ কার্যকরী কিছু উত্থাপন করলে তাকে নীরব সমর্থন দেন। এক্ষেত্রে দলনেতা নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম কাউকে খুঁজে পেলে ধীরে ধীরে তাঁর উপর নেতৃত্ব হস্তান্তর করেন।

-Handout, ALNAP Training - Leadership in Action

৪.২.২.৪. দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে জবাবদিহিতা

জবাবদিহিতা - জবাবদিহিতা হলো দায়িত্বশীলতার সাথে ক্ষমতা ব্যবহার নিশ্চিত করার ব্যবস্থা। জবাবদিহিতার মূল বিষয় হলো সকলকে কার্যক্রম ও এর অগ্রগতি সম্পর্কে জানানো, সকলের মতামত নেওয়া এবং অভিযোগ গ্রহণ ও তার নিষ্পত্তি করা।

জবাবদিহিতার লক্ষ্যমাত্রা

তথ্য সরবারহ

- আর্থিক বিষয়সহ, কর্মসূচী সম্পর্কিত সব তথ্য এমনভাবে প্রকাশ করা যাতে নারী-পুরুষ বা শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্বিশেষে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সবাই তা বুঝতে পারে।
- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ খরচসহ সকল তথ্য ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা; নিয়মিত কার্যক্রমের অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রকাশ করা; এবং তথ্য প্রকাশের পদ্ধতি সম্পর্কে স্থানীয় জনসাধারণের সাথে আলোচনা করা।

অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ

- স্থানীয় জনগোষ্ঠী সিদ্ধান্ত গ্রহণে মুখ্য ভূমিকা নেবে ও প্রকল্পের অংশীদারিত্ব অনুভব করবে।
- নারীসহ দরিদ্র ও প্রান্তিক লোকের চাহিদা আমলে নেওয়া হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখা।
- বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যেকার বিবাদ বা দলাদলি বিবেচনায় নেওয়া ও সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে তার মীমাংসা করা।

ফিডব্যাক প্রণালী

- স্থানীয় জনসাধারণের সাথে আলোচনা করে এমনভাবে মতামত ও অভিযোগ গ্রহণ ব্যবস্থা এবং পদ্ধতি নির্ধারণ করা যাতে নারী ও প্রান্তিক লোকজন নির্ভয়ে অভিযোগ করতে বা মতামত জানাতে পারে।
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নিয়মিত জনগোষ্ঠীর সন্তুষ্টির মাত্রা মনিটর করবে।

আচরণ

- স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীগণ জনগোষ্ঠীর সাথে পারস্পরিক আস্থা ও সম্মানের ভিত্তিতে সম্পর্ক গড়ে তুলবে।
- জনগণের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ও আলোচনার মাধ্যমে নতুন নতুন সুযোগ ও সম্ভাবনা খুঁজে দেখা হবে।

সূত্রঃ The Listen First Framework: http://www.listenfirst.org/materials; Handout, ALNAP Training - Leadership in Action

জবাবদিহিতা কাঠামো - জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হলে এর একটি কাঠামো ও প্রক্রিয়া থাকতে হবে। জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান যা করতে পারে তা হলো-

- স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের চলমান ও ভবিষ্যত কর্মসূচী সম্পর্কে সবাইকে জানানো। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সম্পর্কিত কর্মসূচীগুলো কী এবং এতে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ও জনগোষ্ঠীর কী ভূমিকা রয়েছে তা জানানো। এছাড়া, কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও এর অগ্রগতি সম্পর্কে জনগোষ্ঠীকে জানানো; যেমন- কাজগুলো কী ও এগুলো করার প্রক্রিয়া কী হবে ও কতদিন চলবে, এতে কী সম্পদ ব্যবহার হবে বা কত খরচ হবে আর এই সম্পদ কোথা থেকে ও কিভাবে জোগাড় হবে বা হয়েছে; কার্যক্রমের অগ্রগতি কতদূর ও এতে কী বাধাবিপত্তি মোকাবেলা করতে হয়েছে।
- জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সম্পর্কিত সমস্যা ও চাহিদাগুলো জানা। কার্যক্রমের সকল পর্যায়ে, যেমন- অবস্থা বিশ্লেষণ, সমস্যা চিহ্নিতকরণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে জনগোষ্ঠীর মতামত ও পরামর্শ নেওয়া। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এর জন্য অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারে। আর এর প্রক্রিয়া এমন হতে হবে যাতে জনগোষ্ঠীর সব স্তরের ও সব শ্রেণীর লোক অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। বিশেষ করে এতে নারী, প্রতিবন্ধী ও সুবিধা বঞ্চিত শ্রেণীর লোকের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা থাকা জরুরি।
- অভিযোগ গ্রহণ ও তা আমলে নেওয়া জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য অপরিহার্য। কার্যক্রম ও এর অগ্রগতি সম্পর্কে কারো কোন মতামত বা এ বিষয়ে কোন অভিযোগ থাকলে তারা যেন তা জানাতে পারে। এর জন্য একটা ব্যবস্থা থাকতে হবে; জনগোষ্ঠীর যে কেউ মতামত দিতে বা অভিযোগ জানাতে পারবে এবং কোন মতামত বা অভিযোগ পাওয়া গেলে তা আমলে নেওয়া হবে।

জবাবদিহিতার কাঠামো

জনগোষ্ঠীকে জানানো	■ কী তথ্য দেওয়া হবে ■ কখন কখন তথ্য বিতরণ করা হবে ■ তথ্য বিতরণের মাধ্যম ও প্রক্রিয়া কী হবে ■ কারা তথ্য পাবে
জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে জানা	■ কর্মসূচীর কোন কোন পর্যায়ে জানতে হবে ■ কোন কোন বিষয়ে জানতে হবে ■ কার কার কাছ থেকে জানতে হবে ■ জানার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া কী হবে ■ প্রাপ্ত তথ্য কী ভাবে কাজে লাগানো হবে
মতামত ও অভিযোগ গ্রহণ	■ কর্মসূচীর কোন কোন পর্যায়ে অভিযোগ গ্রহণ করা হবে ■ কোন কোন বিষয়ে অভিযোগ করা যাবে ■ অভিযোগ করার পদ্ধতি কী হবে ■ কিভাবে অভিযোগ আমলে নেওয়া হবে ও নিষ্পত্তি করা হবে ■ অভিযোগ নিষ্পত্তি সম্পর্কে কিভাবে ফিডব্যাক দেয়া হবে

৪.২.৩. ঝুঁকিহ্রাস সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ইউজেডডিএমসি'র সুনির্দিষ্ট কার্যাবলী

- খাতওয়ারি উন্নয়ন কার্যক্রমগুলো পর্যালোচনা করা এবং খাত ভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস মূলধারায় সম্পৃক্তকরণের জন্য পরিকল্পনা করা।
- খাতওয়ারি দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস মূলধারায় সম্পৃক্তকরণের কাঠামো তৈরী করা এবং এর আলোকে সব কার্যক্রম সমন্বয় করা।
- সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য নেতৃত্বমূলক কাজ (একযোগে কাজ করা, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, ঝুঁকি গ্রহণ ও উৎসাহ প্রদান) পরিচালনা করা।
- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমে জবাবদিহিতার কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা কার্যক্রম বাস্তবায়নে জবাবদিহিতামূলক আচরণ প্রবর্তন করা।
- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ, নেতৃত্ব প্রয়োগ এবং জবাবদিহিতামূলক আচরণের জন্য ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

মডিউল ৫
জরুরি সাড়া প্রদান ব্যবস্থাপনা

শিখন উদ্দেশ্য

এই মডিউল অধ্যয়নের পরে অংশগ্রহণকারীগণ কার্যকর সতর্কবার্তা নিশ্চিতকরণ, ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ এবং মানবিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে জরুরি সাড়া প্রদানের সক্ষমতা বাড়াতে পারবেন।

প্রথম অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ নিম্ন বর্ণিত বিষয়সমূহ জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন-

- আবহাওয়া পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা সম্পর্কে ধারণা;
- বাংলাদেশে পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা ব্যবস্থাপনা;
- বাংলাদেশে পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা ব্যবস্থাপনার বিবেচ্য - ঘূর্ণিঝড় সতর্কবার্তা, বন্যা পূর্বাভাস ও সুনামি সতর্কবার্তা;
- দুর্যোগ সতর্কবার্তা ও ইউজেডডিএমসি'র করণীয়।

দ্বিতীয় অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ নিম্ন বর্ণিত বিষয়সমূহ জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন-

- অপসারণ ও উদ্ধার সম্পর্কে ধারণা;
- জানানো ও সময়ানুবর্তিতা; জরুরি আশ্রয়; জরুরি চিকিৎসা সেবা; নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা; ও শৃঙ্খলা এবং দক্ষতা সম্পর্কিত অপসারণ ও উদ্ধারের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়;
- অপসারণ ও উদ্ধারে ইউজেডডিএমসি'র করণীয়।

তৃতীয় অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ নিম্ন বর্ণিত বিষয়সমূহ জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন-

- ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ সম্পর্কে ধারণা;
- সময়মত, প্রাসঙ্গিক, স্বচ্ছ ও নির্ভরযোগ্যভাবে ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণের গুরুত্ব;
- চাহিদা ও ক্ষয়-ক্ষতি নিরূপণে ইউজেডডিএমসি'র করণীয়।

চতুর্থ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ নিম্ন বর্ণিত বিষয়সমূহ জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন-

- মানবিক সহায়তা ও পুনরুদ্ধার সম্পর্কে ধারণা;
- মানবিক চাহিদা পূরণে লক্ষ্যভুক্তিকরণ ও বৈচিত্র্য; দুর্যোগ পীড়িত মানুষের অধিকার ও মানবিক সহায়তা ন্যূনতম মান; এবং মানবিক সহায়তা কর্মীর আচরণ বিধি;
- মানবিক সহায়তা ও পুনরুদ্ধারে ইউজেডডিএমসি'র করণীয়।

শিখন অধিবেশন

মডিউল ৫ এ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে

অধিবেশন ৫.১ : জীবন ও সম্পদ রক্ষায় পূর্বসতর্কীকরণ

৫.১.১. আবহাওয়া পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা

৫.১.২. বাংলাদেশে পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা ব্যবস্থাপনা

৫.১.২.১. ঘূর্ণিঝড় ও সতর্কবার্তা

৫.১.২.২. বন্যা পূর্বাভাস

৫.১.২.৩. সুনামি সতর্কবার্তা

৫.১.২.৪. নদী ভাঙ্গন পূর্বাভাস

৫.১.৩. দুর্যোগ সতর্কবার্তা ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির করণীয়

অধিবেশন ৫.২ : জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা ও সম্পদ রক্ষায় উদ্ধার ও অপসারণ

৫.২.১. অপসারণ ও উদ্ধার

৫.২.২. অপসারণ ও উদ্ধারের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

৫.২.২.১. জানানো ও সময়ানুবর্তিতা

৫.২.২.২. জরুরি আশ্রয়

৫.২.২.৩. জরুরি চিকিৎসা সেবা

৫.২.২.৪. নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

৫.২.২.৫. শৃঙ্খলা ও দক্ষতা

৫.২.৩. উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির করণীয়

অধিবেশন ৫.৩ : ক্ষতি, বিঘ্ন ও দুর্দশা নির্ধারণ

৫.৩.১. ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ

৫.৩.২. ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

৫.৩.২.১. কার্যকর ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ

৫.৩.২.২. তথ্য সংগ্রহ করার পদ্ধতি

৫.৩.২.৩. ক্ষতি ও চাহিদার প্রতিবেদন

৫.৩.৩. উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির করণীয়

অধিবেশন ৫.৪ : মানবিক চাহিদা পূরণে সহায়তা

৫.৪.১. মানবিক সহায়তা ও পুনরুদ্ধার

৫.৪.২. মানবিক চাহিদা পূরণে বিবেচ্য বিষয়

৫.৪.২.১. লক্ষ্যভুক্তিকরণ ও বৈচিত্র্য

৫.৪.২.২. দুর্যোগ পীড়িত মানুষের অধিকার ও মানবিক সহায়তার ন্যূনতম মান

৫.৪.২.৩. মানবিক সহায়তা কর্মীর আচরণ বিধি

৫.৪.৩. মানবিক সহায়তা ও পুনরুদ্ধারে ইউজেডডিএমসি'র করণীয়

অধিবেশন ৫.১
জীবন ও সম্পদ রক্ষায় পূর্বসতর্কীকরণ

মূল বার্তা

- জনশিক্ষার মাধ্যমে আবহাওয়া পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা প্রচারে ঝুঁকি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান এবং সতর্কবার্তা অনুসারে করণীয় সম্পর্কে জনগোষ্ঠীকে সচেতন করে জীবন ও সম্পদ রক্ষা করা যায়।
- বাংলাদেশের ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কীকরণ ব্যবস্থা খুবই সমন্বিত; জীবনহানী রোধে এই ব্যবস্থা খুব কার্যকর, তবে সম্পদ রক্ষার ক্ষেত্রে এটা বেশি কাজে লাগানো যায়না।
- বাংলাদেশে সমন্বিত বন্যা পুর্বাভাস ব্যবস্থা রয়েছে, তবে জীবন ও সম্পদ রক্ষার জন্য এই ব্যবস্থা এখনো কাজে লাগানো সম্ভব হয়নি।
- বাংলাদেশে নদীভাঙ্গন ও সুনামি সতর্কবার্তা ব্যবস্থা এখনো গবেষণা ও পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রয়েছে।
- ইউজেডডিএমসি'র অন্যতম কাজ হলো সমগ্র উপজেলাকে সতর্কবার্তা ব্যবস্থার আওতায় আনার জন্য এমন একটা যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যা সম্ভাব্য আপদের আঘাত সয়েও টিকে থাকতে পারে।

৫.১.১. আবহাওয়া পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা

একটা নির্দিষ্ট এলাকার আবহাওয়ার উপাদানগুলো পর্যবেক্ষণ করে মেঘ, বৃষ্টি, বায়ুপ্রবাহ ও তাপমাত্রা প্রভৃতি সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা হলো আবহাওয়া পূর্বাভাস। বিভিন্ন প্রয়োজনে আবহাওয়া পূর্বাভাস জরুরি। তবে এর মূল উদ্দেশ্য হলো জীবন ও সম্পদের সুরক্ষা। আবহাওয়া পূর্বাভাসে ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির সম্ভাবনা দেখা দিলে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়।

সতর্ক বার্তা হলো ব্যক্তি, পরিবার বা জনগোষ্ঠীকে সম্ভাব্য ঝুঁকি ও এ বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে আগাম জানানোর জন্য তথ্য সরবরাহ করা। এর উদ্দেশ্য হলো-

- আসন্ন ঝুঁকির ধরণ ও তার সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে জানানো;
- আসন্ন ঝুঁকি মোকাবেলা করার জন্য পরামর্শ প্রদান; এবং
- আসন্ন ঝুঁকি পরিস্থিতিতে করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান।

সতর্কবার্তা দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কৌশলের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটা কার্যকর করতে হলে এই ব্যবস্থার সব স্তরের লোকজনকে একসূত্রে যুক্ত করতে হবে। এদের মধ্যে রয়েছে দক্ষ বিশেষজ্ঞ, জন প্রশাসন ও স্থানীয় জনগোষ্ঠী। সময়মতো, সঠিক, নির্ভরযোগ্য ও বোধগম্য তথ্য প্রবাহ খুবই জরুরি ।

পূর্বসতর্কীকরণে চারটি উপাদান রয়েছে। এগুলো হলো-

ঝুঁকি সম্পর্কে জানা- আপদ ও বিপদাপন্নতা উভয় থেকেই ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। ঝুঁকির ধরণ ও প্রবণতা জানা থাকলে পূর্বসতর্কীকরণের জন্য কী করা দরকার তা বোঝা যায়। ঝুঁকি বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঝুঁকির প্রবণতা জানা যায়।

সতর্কীকরণ সেবা- সঠিক পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য একটা কার্যকর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি থাকতে হবে এবং নিরবিচ্ছিন্নভাবে আপদের লক্ষণগুলো মনিটরিং করতে হবে। বহুবিধ আপদে পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষেত্রে একাধিক সংস্থা সমন্বিতভাবে কাজ করলে বেশি কার্যকর হয়।

যোগাযোগ ও প্রচার- ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কাছে স্পষ্ট ও বোধগম্য বার্তা পাঠাতে হবে। বার্তা অনুসারে যাতে কাজ করতে পারে সেইজন্য বার্তায় দরকারি তথ্য থাকা জরুরি। জাতীয়, আঞ্চলিক ও জনগোষ্ঠীতে বার্তা প্রচারের জন্য আগে থেকেই যোগাযোগের মাধ্যম নির্দিষ্ট করতে হবে এবং সতর্ক বার্তা জারি করার জন্য একটা নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ থাকতে হবে।

সাড়া প্রদান সক্ষমতা - ঝুঁকি সম্পর্কে জনগোষ্ঠীর সম্যক জ্ঞান থাকা জরুরি এবং সতর্কবার্তা অনুসারে করণীয় কী তা-ও তাদের জানা থাকা দরকার। জনশিক্ষার মাধ্যমে জনগোষ্ঠীকে এসব বিষয়ে জানানো যেতে পারে।

জনকেন্দ্রিক সতর্কীকরণ ব্যবস্থার চারটি উপাদান

১. ঝুঁকি সম্পর্কিত জ্ঞান
- সুপরিকল্পিতভাবে তথ্য সংগ্রহ ও ঝুঁকি নিরূপণ
- আপদ ও বিপদাপন্নতাগুলো ভালভাবে জানা
- এর উপাদানগুলোর বিন্যাস ও প্রবণতা কিরূপ?
- ঝুঁকি মানচিত্র ও তথ্যসমূহ কি সহজলভ্য?

২. প্রায়োগিক পরিবীক্ষণ ও সতর্কীকরণ সেবা
- বৈশ্বিক থেকে জনগোষ্ঠী পর্যায় পর্যন্ত আপদ পরিবীক্ষণ ও সতর্কীকরণ সেবা
- সঠিক বিষয়গুলো কি পরিবীক্ষণ হচ্ছে?
- পূর্বাভাস প্রদানের জন্য কি কোন বৈজ্ঞানিক ও আর্থ-সামাজিক ভিত্তি আছে?
- সঠিক ও সময়মত সতর্কবার্তা দেয়া কি সম্ভব হয়?

৩. সাড়াদান সক্ষমতা
- জাতীয় ও জনগোষ্ঠীর সাড়াদান সক্ষমতা গড়া
- সাড়াদান পরিকল্পনা কি হালনাগাদ ও পরীক্ষিত?
- স্থানীয় সক্ষমতা ও জ্ঞান কি লাগানো হয়?
- জনগণ কি প্রস্তুত ও সতর্কবার্তায় সাড়া দিতে পারে?

৪. বিতরণ ও যোগাযোগ
- ঝুঁকি সংক্রান্ত তথ্য ও সতর্কবার্তা আদান-প্রদান
- ঝুঁকিগ্রস্ত সকলেই কি সতর্কবার্তা পায়?
- ঝুঁকি ও সতর্কবার্তা কি ভালভাবে বোঝা যায়?
- সতর্কীকরণ তথ্য কি স্পষ্ট ও ব্যবহারোপযোগী?

সূত্রঃ unisdr.org/ppew/what-ew/basics-ew.htt

৫.১.২. বাংলাদেশে পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ আবহাওয়া দপ্তর (বিএমডি) আধুনিক ও উচ্চ প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিয়মিত ও নিরবিচ্ছিন্নভাবে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করে এবং একটা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা প্রচার করে। এই দপ্তর অনেক ধরণের পূর্বাভাস প্রদান করে, যেমন- ঘূর্ণিঝড়, বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা। তবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য ঘূর্ণিঝড় সতর্কবার্তা, বন্যা পূর্বাভাস ও সুনামি সতর্কবার্তা বিশেষ জরুরি।

৫.১.২.১. ঘূর্ণিঝড় সতর্কবার্তা

বিএমডি এই সতর্কবার্তা জারি করে। এই ব্যবস্থায় বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপ ও তার বিকাশ, বিস্তার ও গতিপথ নিরবিচ্ছিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং এর সম্ভব্য ঝুঁকি সম্পর্কে নিয়মিত আগাম তথ্য প্রচার করা হয়। ১নং থেকে ১০নং (বর্তমানে ৫নং ও ৭নং বাদে), আটটা সংকেতের মাধ্যমে আসন্ন ঝড়ের সম্ভাব্য তীব্রতা, অবস্থান ও গতিপথ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়। রেডিও, টেলিভিশন ও অন্যান্য অনুরূপ মাধ্যমে এই সংকেত প্রচার করা হয়।

১ নং সংকেত- গভীর সমুদ্রে বন্দর থেকে দূরে, ঝড়ো হাওয়া (বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ৫১-৬১ কিলোমিটার)।

২ নং সংকেত- গভীর সমুদ্রে বন্দর থেকে দূরে, ঝড় (বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ৬২-৮৮ কিলোমিটার)।

৩ নং সংকেত- বন্দর এলাকায় ঝড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা (বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ৪০-৫০ কিলোমিটার)।

৪ নং সংকেত- বন্দর এলাকায় হাল্কা তীব্রতার ঝড়ের সম্ভাবনা (বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ৫১-৬১ কিলোমিটার)।

৬ নং সংকেত- বন্দর এলাকায় মাঝারি তীব্রতার ঝড়ের সম্ভাবনা (বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ৬২-৮৮ কিলোমিটার)।

৮ নং, ৯নং ও ১০ নং সংকেত- বন্দর এলাকায় প্রচন্ড ঝড়ের সম্ভাবনা (৮নং - বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ৮৯-১১৭ কিলোমিটার; ৯নং - বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ১১৮-১৭০ কিলোমিটার; ১০নং বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ১৭১ কিলোমিটার বা তার বেশি)।

১১ নং সংকেত- এটি দিয়ে জানানো হয় যে, আবহাওয়া কেন্দ্রের সাথে সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

ঝড়ের সম্ভাব্য প্রভাব এলাকায় পতাকার মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সংকেত জানানো হয়।

১ পতাকা- ১নং থেকে ৩নং সংকেত। এসময়ে জনগোষ্ঠীর করণীয়, আবহাওয়ার গতিবিধি লক্ষ্য করা ও নিয়মিত আবহাওয়া বার্তা শোনা।

২ পতাকা- ৪নং থেকে ৬নং সংকেত। এসময়ে জনগোষ্ঠীর করণীয়, নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া।

৩ পতাকা- ৮নং থেকে ১০নং সংকেত। এসময়ে জনগোষ্ঠীর করণীয়, নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাওয়া।

রেডিও ও টেলিভিশনে সাধারণভাবে প্রচার ছাড়াও, সুনির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীতে প্রচারের জন্য আবহাওয়া দপ্তর জেলা প্রশাসক ও জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি বরাবর সতর্কবার্তা পাঠায়। জেলা কর্তৃপক্ষ উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে এই বার্তা পাঠায়। আর উপজেলা কর্তৃপক্ষ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে এই সতর্কবার্তা পাঠায়।

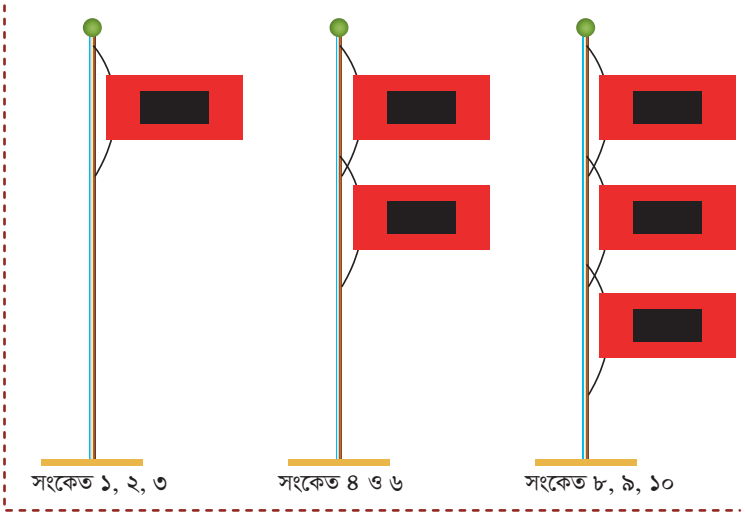

৫.১.২.২. বন্যা পূর্বাভাস

ফ্লাড ফোরকাস্টিং এ্যান্ড ওয়ার্নিং সেন্টার (এফএফডব্লিওসি) বর্ষা মৌসুমে নিয়মিতভাবে দেশের একশ একটা স্থানে প্রতিদিন নদীর পানির উচ্চতা পরিমাপ করে এবং আবহাওয়া দপ্তর প্রচারিত তথ্য ও উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত চিত্র বিশ্লেষণ করে। এর ভিত্তিতে এফএফডব্লিওসি প্রতিদিন পূর্ব প্রতিষ্ঠিত বিপদসীমার তুলনায় একশ একটা স্থানে নদীর পানির উচ্চতা বৃদ্ধি বা হ্রাস সম্পর্কে এক থেকে তিন দিনের আগাম তথ্য প্রচার করে। এফএফডব্লিওসি দশ দিনের পূর্বাভাস দেওয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে; তবে এ বিষয়ে, সারা দেশের জন্য প্রযোজ্য কার্যকর ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি।

এফএফডব্লিওসি ওয়েব সাইটের মাধ্যমে বন্যা পূর্বাভাস প্রকাশ করে; এবং ই-মেইল ও ফ্যাক্স এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর, সকল জেলা প্রশাসকের অফিস ও তালিকাভুক্ত এনজিও বরাবর পাঠায়। উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি জেলা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এই পূর্বাভাস পায় এবং ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে পাঠায়। তবে তালিকাভুক্ত হলে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এফএফডব্লিওসির কাছ থেকে সরাসরি ই-মেইলে পূর্বাভাস পেতে পারে।

৫.১.২.৩. সুনামি সতর্কবার্তা

বাংলাদেশ আবহাওয়া দপ্তর প্যাসেফিক সুনামি ওয়ানিং সেন্টার (পিটিডব্লিওসি) এবং জাপান ম্যাটিওরোলজিক্যাল অথরিটি (জেএমএ) এর সাথে সংযুক্ত। এই সংস্থা দুটি সুনামি সতর্কবার্তা প্রচার করে। ভারত মহাসাগরের সুনামি সতর্কবার্তা জারি হলে বাংলাদেশ আবহাওয়া দপ্তর এই বার্তা সাইক্লোন সতর্কবার্তা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে পাঠায়। তবে এই ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি।

৫.১.২.৪. নদীভাঙ্গন পূর্বাভাস

ভূ-উপগ্রহ ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে নদীভাঙ্গনের পূর্বাভাস দেওয়ার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। এটি এখন পর্যন্ত গবেষণা পর্যায়ে রয়েছে।

৫.১.৩. দুর্যোগ সতর্কবার্তা ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির করণীয়

সতর্কবার্তা বিষয়ে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির একটা কাজ হলো সমগ্র উপজেলাকে সতর্কবার্তা ব্যবস্থার আওতায় আনার জন্য এমন একটা যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যা সম্ভাব্য আপদের আঘাত সয়েও টিকে থাকতে পারে। পাশাপাশি সতর্কবার্তা চেইনের সকল অংশে সংযোগ স্থাপনা করা যাতে সব সময়ই নিরবিচ্ছিন্নভাবে তথ্য প্রবাহ জারি থাকে।

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি সম্ভাব্য আক্রান্ত এলাকার মানুষের জীবন ও সম্পদ বাঁচানোর জন্য এমনভাবে জনগোষ্ঠীতে সতর্কবার্তা প্রচার করবে যাতে, ক) নারীপুরুষ নির্বিশেষ, সকলেই যেন সতর্কবার্তা পায়, খ) সকলেই যেন সতর্কবার্তা ও এ বিষয়ে করণীয় বুঝতে পারে এবং গ) সতর্কবার্তা অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যথেষ্ট সময় পায়।

চূড়ান্ত পর্যায়ে জনগোষ্ঠীতে এভাবে সবার কাছে সতর্কবার্তা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব হলো ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির। এই প্রসঙ্গে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব হলো-

- সময়মত জেলা প্রশাসক ও জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছ থেকে নির্দেশ গ্রহণ এবং যথাসময়ে সতর্কবার্তা ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে পাঠানো;
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি যাতে সময়মত ও সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে সে ব্যাপারে সহায়তা প্রদান;
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি যথাযথভাবে তার দায়িত্ব পালন করতে পারছে কিনা সে বিষয়ে তদারকি।

অধিবেশন ৫.২
জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা ও সম্পদ রক্ষায় উদ্ধার ও অপসারণ

মূল বার্তা

- দুর্যোগ আসন্ন হলে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে লোকজনকে নিরাপদ এলাকায় সরে যেতে হয়; এর জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবী দলকে কাজে লাগানো এবং এর তদারকি করা বিশেষ জরুরি।
- অপসারণ কালে এবং আশ্রয়কেন্দ্রে নারী ও শিশুর সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং এ বিষয়ে মনিটরিং করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।
- উদ্ধার কাজের সাথে জড়িত কর্মীর যথাযথ প্রশিক্ষণ থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
- স্বাভাবিক সময়ে সম্ভাব্য আশ্রয়স্থানগুলো নির্ধারণ করা এবং দুর্যোগের আগেই এখানে পানি ও স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করে রাখা এবং দুর্যোগকালে এগুলো স্থানীয় এনজিও ও অন্য সংস্থার মাধ্যমে পরিচালনা করা দরকার।

৫.২.১. অপসারণ ও উদ্ধার

বড় ধরণের আশংকা দেখা দিলে উপদ্রুত এলাকা থেকে লোকজনকে নিরাপদ স্থানে সরে যেতে হয়। যেমন- ঘূর্ণিঝড় আসন্ন হলে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় কেন্দ্রে চলে যেতে হয়। বন্যার সময় নিচু এলাকার লোকজনকে উঁচু কোন এলাকায় আশ্রয় নিতে হয়। দুর্যোগের আশংকায় সম্ভাব্য উপদ্রুত এলাকার লোকজনকে নিরাপদ এলাকায় সরানোর ব্যবস্থা হলো অপসারণ। তবে আপদ আঘাত হানার আগেই সবাই সময়মত নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে পারেনা। অনেকেই আটকে পড়ে বা নিখোঁজ হয়ে যেতে পারে। যেমন- ঘূর্ণিঝড়ের কারণে জেলেরা সমুদ্রে নিখোঁজ হতে পারে। বন্যার সময় অনেক পরিবার মাঝ নদীর চরে আটকে পড়তে পারে। ভবনধ্বসে অনেকে ভগ্নস্তুপের মধ্যে চাপা পড়তে পারে। দুর্যোগ চলা কালে বা তার পরে এই আটকে পড়া বা নিখোঁজ ব্যক্তিকে খুঁজে বের করে উদ্ধার করতে হয়। অপসারণ ও উদ্ধারের মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের জীবন বাঁচানো।

বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক অপসারণ ও উদ্ধার ব্যবস্থা এখনো গড়ে ওঠেনি। ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কবার্তা জারি হলে লোকজন নিজ দায়িত্বে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করে। পরিবারগুলো তাৎক্ষণিকভাবে ঠিক করে কোন মুহূর্তে তারা নিজের বাড়ি ছেড়ে যাবে ও কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেবে। সাইক্লোন শেল্টারে প্রকৃতপক্ষে কী সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাবে বা কতজন সেখানে আশ্রয় নেওয়ার জন্য আসবে তা তারা জানতে পারেনা। তাছাড়া, প্রয়োজনের তুলনায় সাইক্লোন শেল্টারের সংখ্যা অনেক কম। তাই, পরিবারগুলোকে নিজের চেষ্টায় নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে বের করতে হয়। নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাওয়ার জন্য পরিবহনের ব্যবস্থাও তারা নিজেরাই করে। বন্যার সময় চর এলাকাতেও একই অবস্থা। ঘরে পানি উঠলে পরিবারগুলো ফ্লাড শেল্টার বা স্কুলঘরে আশ্রয় নেয়। বাঁধ, রাস্তা বা উঁচু কোন জায়গায় ছাপড়া তৈরী করে। ঘূর্ণিঝড় বা বন্যার সময় নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়ার এসব কাজে পরিবারগুলো সাধারণত তাদের সামাজিক সম্পর্কজাল ব্যবহার করে ও একে অপরকে সাহায্য করে। কোন কোন এলাকায় স্থানীয় এনজিও লোকজনকে এ ব্যাপারে পরিবারগুলোকে সাহায্য করে। ঘূর্ণিঝড়ের পরে কখনও কখনও কোস্টগার্ড সমুদ্রে নিখোঁজ জেলেদের উদ্ধারে তৎপরতা চালায় বা সেনাবাহিনীর উদ্ধারকারীদল ভবনধ্বসে চাপা আটকে পড়া লোকদের উদ্ধার করার দায়িত্ব নেয়।

৫.২.২. অপসারণ ও উদ্ধারে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

৫.২.২.১. জানানো ও সময়ানুবর্তিতা

জরুরি সতর্কবার্তায় আসন্ন আপদের বিপদ ও এ সম্পর্কে জনগোষ্ঠী করণীয় কী তা জানানো হয়। অপসারণের জন্য আরও স্থানীয়ভাবে ও আরও বিস্তারিতভাবে জানানো জরুরি কারা এই বিপদের মধ্যে রয়েছে এবং কখন, কিভাবে ও কোথায় পরিবারগুলোকে সরে যেতে হবে। অপসারণের কাজে কী ধরণের সহায়তার ব্যবস্থা করা হয়েছে, কার মাধ্যমে ও কিভাবে পরিবারগুলো এই সহায়তা পাবে, এসব বিষয়ও জানানো দরকার। বিশেষ করে, নিরাপদ আশ্রয়গুলো কোথায়, কোন পরিবারগুলো কোন আশ্রয়কেন্দ্রে যাবে, কোন পথ দিয়ে সেখানে যেতে হবে এবং আশ্রয়কেন্দ্রে কী ধরণের সুযোগ সুবিধা আছে তা-ও জানা দরকার। এসব তথ্য ঝুঁকিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে সময়মতো জানাতে হবে। এতে লোকজনের উদ্বেগ কম হবে ও শৃঙ্খলার সাথে অপাসারণ করা সম্ভব হবে।

অপসারণের লক্ষ্যে সবাইকে সময়মতো জানানোর জন্য পূর্ব প্রস্তুতি অপরিহার্য। যারা অপসারণ পরিচালনা করবে তাদের প্রশিক্ষণ থাকতে হবে। তাদেরকে জানতে হবে অপসারণের জন্য কী বন্দোবস্ত আছে। আর একটা কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থা দরকার যাতে এরা হালনাগাদ অবস্থা জানতে পারে ও তা আপদ কবলিত জনগোষ্ঠীকে সময়মত জানাতে পারে।

উদ্ধার কাজে, যেমন- ভবনধ্বসে চাপা পড়া বা অগ্নিকান্ডে বহুতল ভবনে আটকে পড়া ব্যক্তিদের উদ্ধারের সময়, কী সহায়তা দানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে ও এ বিষয়ে ঝুঁকিগ্রস্ত ব্যক্তির কী করণীয় তা জানানো আরও বেশি জরুরি। কারণ এর উপর উদ্ধার কাজের সাফল্য অনেকাংশেই নির্ভর করে। অপসারণ বা উদ্ধার সম্পর্কে জানানো এবং অপআসারণ বা উদ্ধারের কাজ শুরু করা, দুইটিই সময়মত করতে হয়। এ ব্যাপারে দেরি করলে এতে আর তেমন সুফল পাওয়া যায়না।

৫.২.২.২. জরুরি আশ্রয়

অপসারিত পরিবারগুলোর জন্য নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা থাকা খুবই জরুরি। পূর্ব প্রস্তুতির অংশ হিসাবে এই আশ্রয়গুলো নির্দিষ্ট করতে হবে এবং সতর্কবার্তা জারি হওয়ার সাথে সাথে চালু করতে হবে। আশ্রয়স্থান বা আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনায় যেসব বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে তা হলো-

- আশ্রয়কেন্দ্র পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ নিয়োজিত থাকবে। পরিচালনা ও সেবা দানের জন্য সকল কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীর যথাযথ প্রশিক্ষণ থাকা জরুরি। এছাড়াও, কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীর জন্য আচরণবিধি থাকতে হবে।
- ঝুঁকিগ্রস্ত সকল পরিবারের স্থান সংকুলানের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক আশ্রয়স্থানের ব্যবস্থা ও প্রত্যেক পরিবারের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় জায়গার ব্যবস্থা করা দরকার। সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। সেই সাথে তাদের মৌলিক চাহিদাগুলো মেটানোর ব্যবস্থা করতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রে সকলের সুরক্ষার ব্যবস্থা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক ব্যক্তি, বিশেষ করে, নারী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সাথে মানবিক ও মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করা দরকার। নারী ও শিশু যাতে নির্যাতন বা যৌন হয়রানির শিকার না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

উপকূল অঞ্চলের অনেক গ্রামে সাইক্লোন শেল্টার তৈরী করা হয়েছে। এগুলো খুব মজবুত করে বানানো দালান। ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কবার্তা দেওয়া হলে স্থানীয় লোকজন এগুলোতে আশ্রয় নেয়। অনুরূপভাবে, বন্যা প্রবণ এলাকার অনেক গ্রামে খানিকটা জায়গা উঁচু করে ফ্লাড শেল্টার বানানো হয়েছে। বন্যার সময় নিজেদের ঘরবাড়ি ডুবে গেলে লোকজন এখানে এসে অস্থায়ীভাবে বাস করে। বছরের অন্যান্য সময়ে সাইক্লোন শেল্টার বা ফ্লাড শেল্টার গ্রামের লোকের বা গ্রামের কোন প্রতিষ্ঠান অন্য কাজে ব্যবহার করে। দরকারের সময় - সাইক্লোন বা বন্যা আসন্ন হলে, এসব শেল্টার যাতে নিরাপদ আশ্রয় হিসাবে ব্যবহার করা যায় সেজন্য সারা বছর এর তদারকি করা দরকার। বিশেষ করে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা কার্যকর থাকে।

৫.২.২.৩. জরুরি চিকিৎসা সেবা

অপসারণ ও উদ্ধারের সাথে জরুরি চিকিৎসা সেবা থাকা অপরিহার্য। বিশেষ করে, উদ্ধারকৃত ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা নাজুক থাকে বা তারা আহতও হতে পারে; তাছাড়া, এরা মানসিকভাবেও দুর্দশাগ্রস্ত হতে পারে। অপসারণ ও উদ্ধার কর্মীর প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে প্রশিক্ষণ থাকতে হবে এবং তাদের সাথে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও ওষুধ থাকা দরকার। উদ্ধার ও অপসারণ কাজে সহায়তা দেবার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও ওষুধসহ জরুরি স্বাস্থ্যসেবাদল দরকার হয়। এরা উদ্ধার বা অপসারণের ও আশ্রয়কেন্দ্রে চিকিৎসা সেবা দেয়। এছাড়াও, মানসিকভাবে দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য কাউন্সিলিং প্রয়োজন হতে পারে। এর জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেবাকর্মী দরকার হয়।

৫.২.২.৪. নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

অপসারণকালে নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হয়। সামাজিক কারণে এদের বিপদাপন্নতা অন্যদের তুলনায় বেশি। তাছাড়া এদের চাহিদাও থাকে ভিন্ন। নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে অপসরণ বা উদ্ধার কাজ চালানো উচিত। শিশুকে কখনই তার পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবেনা। নারীর বিশেষ চাহিদা ও ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনগুলো মেটানোর প্রচেষ্টা নিতে হবে। নারী সব সময়ই যৌন হয়রানির ঝুঁকিতে থাকে, দুর্যোগকালে এই ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায়। অপসারণকালে নারীর মর্যাদা রক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা বিশেষ জরুরি। স্বেচ্ছাসেবী ও উদ্ধার কর্মীদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ থাকতে হবে।

৫.২.২.৫. শৃঙ্খলা ও দক্ষতা

অপসারণ ও উদ্ধার দল ভিত্তিক কাজ; এই কাজে শৃঙ্খলা ও বিশেষ দক্ষতা দরকার হয়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ কর্মী নিয়ে গঠিত সুশৃঙ্খল দলের সাহায্যে অপসারণ বা উদ্ধার কাজ চালানো উচিত। অদক্ষ কর্মীর মাধ্যমে উদ্ধার কাজ করা বিপদজনক। এতে সাধারণত উদ্ধার কাজ সফল হয় না; উপরন্তু, অনেক সময় উদ্ধারকারী নিজেই বিপদে পড়ে। তাই, অপসারণ ও উদ্ধার কাজের জন্য দক্ষ বাহিনী বা স্বেচ্ছাসেবী দলকে ডাকা বিশেষ জরুরি। পূর্ব প্রস্তুতি হিসাবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ বাহিনী তৈরী করা হয়।

৫.২.৩. উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির করণীয়

- ইউডিএমসি'র সাথে সমন্বয় করে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে লোকজনকে নিরাপদ এলাকায় সরিয়ে নেওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবী দলকে কাজে লাগানো এবং এর তদারকি করা।
- ইউডিএমসি, স্থানীয় এনজিও ও অন্য সংস্থার সহায়তায় অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা এবং এর তদারকি করা।
- অপসারণ কালে ও আশ্রয়কেন্দ্রে নারী ও শিশুর সুরক্ষা নিশ্চিত করা ও এ বিষয়ে মনিটরিং করা।
- উদ্ধার কাজের জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাহিনীকে ডাকা ও এ ব্যাপারে তাদেরকে জড়িত করা।
- স্বাভাবিক সময়ে ইউডিএমসি'র সাথে সমন্বয় করে সম্ভাব্য আশ্রয়স্থানগুলো চিহ্নিত করা এবং দুর্যোগের আগেই এখানে পানি ও স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করে রাখা।
- প্রয়োজনের সময় যাতে স্বেচ্ছাসেবী দল ও বিশেষায়িত বাহিনীকে কাজের জন্য পাওয়া যায় সেই জন্য স্বাভাবিক সময়ে এদের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করা।
- স্বেচ্ছাসেবী দলের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

অধিবেশন ৫.৩
ক্ষতি, বিঘ্ন ও দুর্দশা নির্ধারণ

মূল বার্তা

- দুর্যোগ ঘটার পরপরই জরুরি মানবিক সহায়তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানার জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রাথমিক ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ করা হয় এবং দীর্ঘমেয়াদী পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানার জন্য খাতওয়ারি ক্ষতি ও চাহিদা দেখা হয়।
- সঠিক ও কার্যকরভাবে ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ করতে হলে সময়মতো, প্রাসঙ্গিক, প্রতিনিধিত্বমূলক, নির্ভরযোগ্য, স্বচ্ছতার সাথে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।
- আপদ ঘটার এক ঘন্টার মধ্যে ইউনিয়ন থেকে এসওএস ফরম অনুযায়ী ক্ষতি ও তাৎক্ষণিক চাহিদার তথ্য সংগ্রহ এবং উপজেলা পর্যায়ে সমন্বয় করে মন্ত্রণালয়ের ত্রাণ বিভাগে পাঠানোর ব্যবস্থা করা ইউজেডডিএমসি'র অন্যতম দায়িত্ব।

৫.৩.১. ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ

দুর্যোগ আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর দুর্দশা লাঘবের জন্য সহায়তা দরকার হয়। পাশাপাশি দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার জন্যও সাহায্য দরকার হতে পারে। জনগোষ্ঠী দুর্যোগের কারণে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদের কী ধরণের সহায়তা প্রয়োজন ও অগ্রাধিকারগুলো কী তা জানার জন্য চাহিদা ও ক্ষতি নিরূপণ করা হয়। ক্ষতি নিরূপণের মাধ্যমে দুর্যোগ কতটা ভয়াবহ ও বিস্তৃত তা জানা যায়; যেমন- কতটা এলাকা জুড়ে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে; কতজন আহত বা নিহত হয়েছে; সম্পদ ও ভৌত কাঠামোর কতটা ক্ষতি হয়েছে। আর চাহিদা নিরূপণের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর দুর্দশার মাত্রা জানা যায়। যেমন, তাদের জীবন, জীবিকা, মর্যাদা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কী ধরণের ঝুঁকিতে আছে; মৌলিক চাহিদাগুলো কতটা মেটাতে পারছে এবং কোন ধরণের সহায়তা তাদের প্রয়োজন। মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম কতটা কার্যকর হবে তা সঠিক ও সময়মত ক্ষতি এবং চাহিদা নিরূপণ করার উপর নির্ভর করে।

দুর্যোগ ঘটার পরপরই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রাথমিক ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ করা হয়। এটি করা হয় জরুরি মানবিক সহায়তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানার জন্য। এর মাধ্যমে যে সব বিষয় জানার চেষ্টা করা হয় তা হলো-

- দুর্যোগের মাত্রা ও ব্যাপকতা;
- জনগোষ্ঠীর উপর আপদের প্রভাব;
- পরিস্থিতি মোকাবেলায় জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা;
- তাৎক্ষণিক কী জরুরি সহায়তা দরকার ও কিভাবে এই সহায়তা দেওয়া যেতে পারে;
- অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কী কাজ করা জরুরি;
- কোন এলাকায় বিস্তারিত ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ করা দরকার ও এতে কী দেখা দরকার;
- আরও কোন ঝুঁকির উদ্ভব হচ্ছে কি না;
- বাইরে থেকে সাহায্য আনার দরকার আছে কি না।

দীর্ঘমেয়াদী পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানার জন্য বিস্তারিত ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ করা হয়। এতে খাতওয়ারি ক্ষতি ও চাহিদা দেখা হয়। এর মাধ্যমে যে সব বিষয় জানার চেষ্টা করা হয় তা হলো-

- পুনর্বাসন কার্যক্রমের সম্ভাব্য সুযোগ কী আছে;
- প্রয়োজনীয় পুনর্বাসন কাজের জন্য কী সামগ্রী ও কী পরিমাণ অর্থ দরকার হতে পারে;
- মোট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ;
- সমাজ কাঠামোর ক্ষয়ক্ষতি;
- ত্রাণ ও উন্নয়ন কর্মসূচীর যোগসূত্র;
- ত্রাণ কার্যক্রম চালু রাখা দরকার কি না;
- বাইরের সাহায্য দরকার হবে কি না।

৫.৩.২. ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণে বিবেচ্য বিষয়

৫.৩.২.১. কার্যকর ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ

ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ একটি চলমান ও আবর্তনমূলক প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের উপর নির্ভর করে সাড়া প্রদান ও সব ধরণের সহায়তা দানের পরিকল্পনা করা হয়। সঠিক ও কার্যকরভাবে ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ করতে হলে যে বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব দিতে হবে সেগুলো হলো-

সময়মত ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ করা - এলাকায় উপস্থিত থেকে ও সরেজমিনে দেখে ক্ষতি ও চাহিদা নিরপণ করতে হয়। আর এই কাজটা করতে হয় যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি। কারণ, ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ করতে যত দেরি হবে, সহায়তা প্রদানেও ততো দেরি হবে। ফলে আক্রান্ত জনগোষ্ঠী বেশি দিন ধরে দুর্দশা ভোগ করবে।

প্রাসঙ্গিক বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা - দুর্যোগের ক্ষতি ও এ সময়ে জনগোষ্ঠীর চাহিদাগুলো বোঝার জন্য যে বিষয়ে ও যে পরিমাণ তথ্য দরকার শুধুমাত্র সেই তথ্য সংগ্রহ করা উচিত। এতে সময়, সম্পদ ও পরিশ্রম বাঁচে। তাছাড়া, বেশি তথ্য সংগ্রহ করলে তা বিশ্লেষণ করা কঠিন হয়ে পড়ে ও সহায়তা প্রদান পরিকল্পনা তৈরীতে ব্যাঘাত ঘটে। এই প্রাসঙ্গিকতা নির্ভর করে ক্ষতি বা চাহিদা নিরূপণের উদ্দেশ্যের উপর। যেমন, ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠীর দুর্দশা লাঘবে জরুরি মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের জন্য বয়স, লিঙ্গ, আর্থসামাজিক অবস্থা ও ভৌগোলিক অবস্থানভেদে কত জন ভুক্তভোগী ও কোন ধরণের সেবা ও সুযোগের ঘাটতি দেখা দিয়েছে, জানলেই চলে; এজন্য খাতওয়ারি বিস্তারিত ক্ষতির সুনির্দিষ্ট পরিমাণ জানার দরকার।

প্রতিনিধিত্বমূলক উপাত্ত - যথা সম্ভব কম সময়ের মধ্যে ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ করতে হয় বলে পুরো এলাকার বা প্রত্যেক ভুক্তভোগীর বিষয়ে তথ্য নেওয়া সম্ভব হয়না। তাই আক্রান্ত জনগোষ্ঠী বা এলাকার অংশবিশেষ থেকে ক্ষতি ও চাহিদা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। জনগোষ্ঠী বা এলাকার অংশ বিশেষের আকার ও ধরণ এমন হতে হবে যাতে এই নমুনা থেকে পুরো এলাকা ও সমগ্র জনগোষ্ঠীর অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। নমুনা আকারে বেশি ছোট হলে এ থেকে সকলের অবস্থা অনুমান করা কঠিন হয়ে পড়ে। আবার, আক্রান্ত এলাকার এক কোণা থেকে তথ্য নিলে এলাকার অংশের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

নির্ভরযোগ্য তথ্য - তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ও উপকরণ এমন হতে হবে যাতে পরিস্থিতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রাপ্ত তথ্যের উপর নির্ভর করা যায়। অসমর্থিত বা অতিরঞ্জিত তথ্য সহায়তা কার্যক্রমকে ভুল পথে পরিচালিত করে। তাই, তথ্য সংগ্রহের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করা বিশেষ জরুরি; এবং খুব শৃঙ্খলার সাথে ও নিয়মে তথ্য সংগ্রহ করা উচিত।

স্বচ্ছতার সাথে তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার - কী উদ্দেশ্যে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং কী ধরণের তথ্য দরকার তা খুব স্পষ্ট হওয়া দরকার। তা না হলে যারা তথ্য জানাবে তারা বিভ্রান্ত হতে পারে ও বিষয় সম্পর্কে অপ্রাসঙ্গিক বা ভুল ব্যাখ্যা দিতে পারে। আবার, কোথা থেকে ও কোন পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ বা বিশ্লেষণ করা হয়েছে তা স্পষ্ট না হলে সহায়তা প্রদান পরিকল্পনায় বিভ্রান্তি দেখা দিতে পারে। যেমন, সরাসরি ভুক্তভোগী নারীর সাথে সাক্ষাতের মাধ্যমে তথ্য নেওয়া হয়েছে, না কি প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছ থেকে ভুক্তভোগী নারী সম্পর্কে তথ্য নেওয়া হয়েছে তা স্পষ্টভাবে জানতে না পারলে যারা সহায়তা পরিকল্পনা তৈরী করে তারা ভুল বোঝাবুঝির শিকার হতে পারে।

৫.৩.২.১. তথ্য সংগ্রহ করার পদ্ধতি

তথ্য সংগ্রহ করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে পর্যবেক্ষণ ও সাক্ষাৎকার। এছাড়াও স্যাটেলাইট ইমেজ ও সেকন্ডারি বা আগে থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা যায়। স্থানীয় পর্যায়ে স্যাটেলাইট ইমেজ ব্যবহারের সুযোগ তেমন থাকেনা। এক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার ও সেকেন্ডারি তথ্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

পর্যবেক্ষণ - এলাকায় উপস্থিত হয়ে সরেজমিনে দেখে তথ্য সংগ্রহ করার পদ্ধতি হলো পর্যবেক্ষণ। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দ্রুত অনেক তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

সাক্ষাৎকার - আক্রান্ত এলাকার লোকজনের সাথে কথা বলে ক্ষতি ও চাহিদা বিষয়ে তথ্য জোগাড় করার পদ্ধতি হলো সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার আবার তিন রকমের। এক) দলীয় সাক্ষাৎকার - কয়েকজনের সাথে একত্রে বসে আলোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা। এতে খুব অল্প সময়ে অনেক জনের কাছ থেকে বহুবিধ তথ্য পাওয়া সম্ভব। দুই) একক সাক্ষাৎকার - একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাথে কথা বলে দরকারি তথ্য সংগ্রহ করা। এই পদ্ধতিতে একটা বিষয়ে বেশ গভীরভাবে জানা যায় ও এ বিষয়ে বিস্তারিত অনেক তথ্য পাওয়া যায়। তিন) খানা সাক্ষাৎকার - খানা পরিদর্শনের মাধ্যমে খানার সদস্যদের সাথে, বিশেষ করে নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সাথে কথা বলে তথ্য সংগ্রহ করা। এতে ক্ষতি ও চাহিদার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানা যায়।

সেকেন্ডারি তথ্য - বিভিন্ন সময়ে জরিপ, সমীক্ষা, গবেষণা ও পরিবীক্ষণের মাধ্যমে অনেক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এসব তথ্য ও পরিসংখ্যান প্রশাসনের সকল স্তরের কার্যালয়ে এবং পরিসংখ্যান বিভাগে মজুত আছে। যেমন, উপজেলা বা ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যা, পরিবার সংখ্যা, নারীর সংখ্যা, শিশুর সংখ্যা, শিক্ষার হার, জমির পরিমাণ, বার্ষিক কৃষি পণ্যের উৎপাদন বা গবাদি পশুর সংখ্যা। ক্ষতি বা চাহিদা নিরূপণে এসব তথ্য পুনরায় জরিপ বা সমীক্ষা করার দরকার হয় না। তথ্যভান্ডার থেকে প্রয়োজনমত তথ্য নিলেই চলে।

৫.৩.২.৩. ক্ষতি ও চাহিদার প্রতিবেদন

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো নির্দেশিত এসওএস ফরমের মাধ্যমে ক্ষতি ও তাৎক্ষণিক চাহিদা নিরূপণের প্রতিবেদন তৈরী করা হয়। এই প্রতিবেদন আপদের ঘটনা ঘটার এক ঘণ্টার মধ্যে ইউনিয়ন পর্যায়ে তৈরী করা হয়। এরপর ধারাবাহিকভাবে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে সংকলন করে মন্ত্রণালয়ের ত্রাণ বিভাগের নিয়ন্ত্রণ কক্ষে পাঠানো হয়। এসওএস ফরমের মাধ্যমে আনুমানিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত লোক, বিধ্বস্ত বাড়ি ও মৃত ব্যক্তির সংখ্যা জানানো হয় এবং কী ধরণের সহায়তা প্রয়োজন (যেমন, অনুসন্ধান ও উদ্ধার, প্রাথমিক চিকিৎসা, খাবার পানি, তৈরী খাবার, জামাকাপড় ও জরুরি আশ্রয়) তা জানানো হয়। এই দ্রুত ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণের পরে বাংলাদেশ সরকার প্রণীত ডি ফরমের মাধ্যমে বিশদ জরিপের প্রতিবেদন তৈরী করা হয় এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ত্রাণ বিভাগের নিয়ন্ত্রণ কক্ষে পাঠানো হয়। ডি ফরমের মাধ্যমে বিস্তারিত ও খাতওয়ারি ক্ষতির প্রতিবেদন তৈরী করা হয়। যেমন, ক্ষতিগ্রস্ত লোকের সংখ্যা, মৃতের সংখ্যা, ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির সংখ্যা এবং গবাদি পশু, হাঁসমুরগি, ফসল, মৎস্য খামার, নলকূপ, পুকুর, জলাশয়, সড়ক, বাঁধ, বন, বিদ্যুত, তার ও টেলিযোগাযোগ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির ক্ষতি।

৫.৩.৩. উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির করণীয়

- আপদ ঘটার এক ঘণ্টার মধ্যে ইউনিয়ন থেকে এসওএস ফরম অনুযায়ী ক্ষতি ও তাৎক্ষণিক চাহিদার তথ্য সংগ্রহ এবং উপজেলা পর্যায়ে সমন্বয় করে মন্ত্রণালয়ের ত্রাণ বিভাগে পাঠানোর ব্যবস্থা করা।
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে ডি ফরম অনুযায়ী খাতওয়ারি ক্ষতির প্রতিবেদন তৈরী করা এবং উপজেলা পর্যায়ে সমন্বয় করে মন্ত্রণালয়ের ত্রাণ বিভাগে পাঠানোর ব্যবস্থা করা।
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এসওএস ফরম ও ডি ফরম অনুযায়ী ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ করা ও এ সম্পর্কিত প্রতিবেদন যথাযথভাবে ত্রাণ বিভাগের নিয়ন্ত্রণ কক্ষে দ্রুত পাঠানোর জন্য আন্তঃস্তর ও আন্তঃবিভাগ যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

অধিবেশন ৫.৪
মানবিক চাহিদা পূরণে সহায়তা

মূল বার্তা

- তাৎক্ষণিকভাবে দুর্যোগ আক্রান্ত লোকজনকে বাঁচানো বা তাদের দুর্দশা কমানোর জন্য মানবিক সহায়তা এবং সেবাসমূহ ও অর্থনৈতিক কাজকর্ম পুনরায় সচল করার জন্য পুনর্বাসন সহায়তা দেওয়া হয়।
- দুর্যোগ আক্রান্ত গোষ্ঠীর বিভিন্ন শ্রেণীর ক্ষতি, দুর্দশা ও চাহিদা ভিন্ন, তাই লক্ষ্যভুক্তিকরণে বৈচিত্র্য বিবেচনায় নিয়ে নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ও সংখ্যালঘু শ্রেণীর সদস্যদের কাছে দক্ষতার সাথে মানবিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়া যায়।
- দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষের মর্যাদাপূর্ণ জীবনের অধিকার আছে যার মূল কথা হলো বিপদাপন্ন অবস্থায় বাঁচার জন্য যা কিছু দরকার, অধিকার হিসাবে দুর্যোগ পীড়িত ব্যক্তির তা প্রাপ্য।
- সরকারি ও বেসরকারি মানবিক সাহায্য সংস্থা ও এর কর্মীর দায়িত্ব হলো ন্যায়পরায়ণতার সাথে ও নিরপেক্ষভাবে দুর্যোগ পীড়িতদের মানবিক সহায়তা প্রদান করা।

৫.৪.১. মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন

দুর্যোগের কারণে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। অনেক মানুষ হতাহত হতে পারে। ভৌতকাঠামো - রাস্তাঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট বা ঘরবাড়ির ক্ষতি হতে পারে; উৎপাদনের উপকরণ ও গৃহস্থালী সম্পদ, মাঠের ফসল ও প্রাণি সম্পদ নষ্ট হতে পারে। দুর্যোগকালে সেবাসমূহ প্রায় অচল হয়ে পড়ে। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে; স্কুলকলেজ ও চিকিৎসাকেন্দ্রগুলো বন্ধ হয়ে যায়; হাটবাজার ও বেচাকেনা ব্যহত হয়। অনেক পরিবারকে নিজের বাড়িঘর ছেড়ে অনত্র আশ্রয় নিতে হয়। বিশেষ করে, গরীব পরিবারগুলোর আয়-রোজগারের উপায় থাকেনা। দুর্যোগ আক্রান্ত লোকজনের খুবই কষ্ট ও দুর্দশা হয়। এসময়ে জনগোষ্ঠীতে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য মানবিক সহায়তা খুবই জরুরি। সরকারি ও বেসরকারি মানবিক সংস্থা এই সহায়তা দিয়ে থাকে। এই সহায়তার মধ্যে থাকে তাৎক্ষণিকভাবে দুর্যোগ আক্রান্ত লোকজনকে বাঁচিয়ে রাখা বা তাদের দুর্দশা কমানোর জন্য জরুরি চিকিৎসা, খাবার, নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন, পোশাক, তৈজসপত্র ও অস্থায়ী আশ্রয়ের ব্যবস্থা। দুঃস্থ ব্যক্তি বা পরিবারগুলো ত্রাণ হিসাবে সরাসরি এই সেবা পায়। এরপর, সেবাসমূহ ও অর্থনৈতিক কাজকর্ম পুনরায় সচল করার জন্য পুনর্বাসন সহায়তার ব্যবস্থা করা হয়। যেমন, রাস্তাঘাট মেরামত করা হয়; স্কুলকলেজর ভৌত কাঠামো নির্মাণ ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ। চাষাবাদ আবার শুরু করার জন্য কৃষকদের মধ্যে বীজ, সার, কৃষি উপকরণ বা নগদ টাকা বিতরণ করা হয়। অনুরূপভাবে, জেলেদের জন্য জাল, নৌকা ও মাছ ধরার সরঞ্জাম বা দিনমজুরের জন্য কাজের ব্যবস্থা করা হয়।

ছবি: মানবিক সহায়তা - স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা

স্বভাবতই, আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর সব মানুষের দুর্দশা একই রকম থাকেনা এবং সকলের একই ধরণের সাহায্য দরকার হয়না। তাছাড়া, সহায়তার মাধ্যমে সব চাহিদা মেটানোর জন্য যে পরিমাণ অর্থসম্পদ দরকার তা পাওয়া যায়না। তাই, লক্ষ্যভুক্তিকরণের মাধ্যমে মানবিক সহায়তা দেওয়া হয়ে থাকে। বেশি সহায়তা যাদের দরকার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তাদেরকে লক্ষ্যভুক্ত করা হয় - এরাই শুধু সহায়তা পায়। এর ফলে সম্পদের অপচয় কম হয়।

৫.৪.২. মানবিক চাহিদা পূরণে বিবেচ্য বিষয়

৫.৪.২.১. লক্ষ্যভুক্তিকরণ ও বৈচিত্র্য

লক্ষ্যভুক্তিকরণ হলো চাহিদা অনুসারে ও নিরপেক্ষভাবে সহায়তা প্রদানের উপায়। এর উদ্দেশ্য হলো সীমিত সম্পদ দিয়ে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বিপদাপন্ন ব্যক্তি বা পরিবারের চাহিদা মেটানোর জন্য দক্ষতার সাথে সহযোগিতা পৌঁছে দেওয়া। লক্ষ্যভুক্তিকরণের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে; যেমন-

জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্তিকরণ- এই পদ্ধতিতে, জনগোষ্ঠীর সাথে আলোচনা করে তাদের মতামত ও পরামর্শ অনুযায়ী কারা সহায়তা পাবে আর কারা পাবেনা তা ঠিক করা হয়। এতে অল্প সময়ে ও কম পরিশ্রমে সহায়তা প্রদানের অগ্রাধিকার তালিকা তৈরী করা যায়। তবে, জনগোষ্ঠীর পরামর্শ গ্রহণ ও লক্ষ্যভুক্তিকরণের সিদ্ধান্তের সাথে তাদের ঐকমত্য নিশ্চিত করার জন্য পরামর্শ প্রক্রিয়ায় নারী ও পুরুষ, ছেলে ও মেয়ে এবং জনগোষ্ঠীর প্রান্তিক শ্রেণীর পরিবারগুলোকে লক্ষ্যভুক্ত করা জরুরি। তা না হলে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা অনেক বিপদাপন্ন পরিবারকে তালিকায় নাও রাখতে পারে।

প্রশাসনিক লক্ষ্যভুক্তিকরণ- এই পদ্ধতি মানবিক সংস্থা নির্দেশক ও সূচক ব্যবহার করে সংস্থার কর্মীদের মাধ্যমে জরিপ করে অগ্রাধিকারের তালিকা তৈরী করে। এভাবে প্রকৃত বিপদাপন্ন পরিবারগুলোকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা যায়। তবে, এই প্রক্রিয়া বেশ সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল। তাছাড়া, বাইরের থেকে এসে নতুন জায়গায় এ ধরণে কাজ করতে অনেক ভুলভ্রান্তি হতে পারে।

স্বলক্ষ্যভুক্তিকরণ- এই পদ্ধতিতে দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি বা পরিবার স্বেচ্ছায় সহায়তা নিতে আসে। সহায়তার ধরণ বা এর বিতরণ ব্যবস্থা এমন হয় যে, যাদের সহায়তার প্রয়োজন শুধুমাত্র তারাই সহায়তা নিতে আসে। যেমন, জরুরি চিকিৎসা কেন্দ্র বা কাজের বিনিময়ে খাদ্য।

লক্ষ্যভুক্তিকরণের শর্তগুলো সাধারণত সমাজ, পরিবার বা ব্যক্তির বিপদাপন্নতার স্তর ও মাত্রার সাথে সম্পর্কিত, যা নির্ধারিত হয় দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট ঝুঁকি ও সহায়তা গ্রহীতার দুর্যোগ মানিয়ে চলার ক্ষমতার নিরিখে। ত্রুটিপূর্ণ লক্ষ্যভুক্তিকরণের শর্ত ও কৌশল অনেক সময় অনিচ্ছাকৃতভাবে ব্যক্তির মর্যাদাকে খাটো করতে পারে, সুতরাং এটি এড়ানোর জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বৈচিত্র্য- দুর্যোগ আক্রান্ত গোষ্ঠীর বিভিন্ন শ্রেণীর ক্ষতি, দুর্দশা ও চাহিদা ভিন্ন হতে পারে তাই লক্ষ্যভুক্তিকরণে বৈচিত্র্য বিবেচনায় নিতে হয়। বিশেষ করে নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ও সংখ্যালঘু শ্রেণীর সদস্য যাতে বাদ পড়ে না যায় ।

নারী- প্রথাগতভাবে সমাজে নারীর অবস্থান পরুষের থেকে ভিন্ন। সাধারণত নারীকে পরুষের অধস্তন মনে করা হয় এবং তার চলাফেরার উপরে অনেক ধরণের বিধিনিষেধ থাকে। তাছাড়া, নারীর বিশেষ কিছু চাহিদা রয়েছে, যেমন- ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ও যৌন হয়রানি থেকে সুরক্ষা। লক্ষ্যভুক্তিকরণের সময় এসব বিষয় বিবেচনা করা দরকার। তা না হলে এরা বঞ্চনার শিকার হতে পারে।

শিশু- শারীরিক ও সামাজিকভাবে শিশুরা বয়স্কদের তুলনায় দুর্বল। মৌলিক চাহিদা পূরণ করার জন্য এরা বড়দের উপর নির্ভরশীল। তাছাড়া, স্বাভাবিক বিকাশের জন্য তাদের বিশেষ কিছু চাহিদা রয়েছে, যেমন- শিক্ষা ও বিনোদন। লক্ষ্যভুক্তিকরণে শিশুর চাহিদার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া জরুরি।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি- এদের শারীরিক, ইন্দ্রিয় বা আবেগজনিত সীমাবদ্ধতা থাকে। সাধারণত প্রতিবন্ধীকে সমাজের বোঝা মনে করা হয়। এরা সমাজে ও পরিবারে অবহেলার শিকার হয়। প্রতিবন্ধীদের বিশেষ কিছু চাহিদা থাকে এবং এদেরও সহায়তা পাওয়ার ও মর্যাদার সাথে বাঁচার অধিকার আছে। এমনভাবে লক্ষ্যভুক্ত করা উচিত যাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা বাদ না পড়ে।

ছবি: লক্ষ্যভুক্তিকরণে নারী ও শিশু

সংখ্যালঘু গোষ্ঠী- সমাজের বৃহত্তর গোষ্ঠীর সাথে সংখ্যালঘুদের প্রথা ও সামাজিক আচরণে কিছু পার্থক্য থাকতে পারে। কোন কোন সমাজে এরা প্রান্তিক অবস্থানে বাস করে। এই কারণে, লক্ষ্যভুক্তিকরণে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর সদস্যরা বাদ পড়ে যেতে পারে।

৫.৪.২.২. দুর্যোগ পীড়িত মানুষের অধিকার ও মানবিক সহায়তার ন্যূনতম মান

মানবিক সংগঠনগুলো বিশ্বাস করে যে, মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার জন্য দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষের সুরক্ষা ও সহায়তা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। এই অধিকারের ভিত্তি হলো আন্তর্জাতিক মানবিক আইনে মানবিকতার মূলনীতি। এর মূল কথা হলো বিপদাপন্ন অবস্থায় বাঁচার জন্য যা কিছু দরকার, অধিকার হিসাবে দুর্যোগ পীড়িত ব্যক্তির তা প্রাপ্য। ভুক্তভোগী মানুষের দুর্দশা লাঘব ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাত্রার জন্য সম্ভাব্য সব কিছু করা মানবিক সংগঠনগুলোর কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। এই বিশ্বাস ও এ বিষয়ে জবাবদিহিতার অঙ্গীকার হিসাবে মানবিক সংগঠনগুলোর একটা দল এবং আন্তর্জাতিক রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট মানবিকতার ঘোষণাপত্র প্রণয়ন করেছে ও দুর্যোগ কালীন সহায়তার ন্যূনতম মান নির্ধারণ করেছে।

দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষের মর্যাদাপূর্ণ জীবনের অধিকার আছে, এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করে মানগুলো নির্মাণ করা হয়েছ। এই মানগুলো গুণগত প্রকৃতির, সার্বজনীন; যে কোন পরিস্থিতিতে প্রয়োগযোগ্য। অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে খাতওয়ারি সূচকের ভিত্তিতে কয়েকটি খাতে ন্যূনতম মানগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে। খাতগুলোর মধ্যে আছে,

ক) পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রসার;
খ) খাদ্যনিরাপত্তা ও পুষ্টি;
গ) আশ্রয়, আবাসন ও খাদ্য ছাড়া অন্যান্য সামগ্রী; এবং
ঘ) স্বাস্থ্যসেবা।

এছাড়াও, সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য সার্বজনীন ন্যূনতম মান এবং দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষের সুরক্ষার জন্য নীতিমালা নির্ধারণ করা হয়েছে।

মানসম্মত সহায়তা প্রদানের অঙ্গীকার হিসাবে ন্যূনতম মান নির্ধারণ করা হয়েছে। এগুলো দুর্যোগ পীড়িত মানুষের মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার জন্য যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে, মানবিক সহায়তার সেই লক্ষ্যমাত্রাগুলো নির্দেশ করে। ন্যূনতম মান ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এই লক্ষ্যমাত্রা চিহ্নিত করার পাশাপাশি তা অর্জনের জন্য করণীয় এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাত্রা পরিমাপের জন্য সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে।

৫.৪.২.৩. মানবিক সহায়তা কর্মীর আচরণ বিধি

মানবিক সংগঠনগুলো আশা করে যে, মানবিক সহায়তা কর্মী দুর্যোগ পীড়িত মানুষের মর্যাদা রক্ষা করবে এবং ন্যায়পরায়ণতার সাথে ও নিরপেক্ষভাবে মানবিক সহায়তা প্রদান করবে। এই উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলন একটা নীতিমালা তৈরী করেছে। মানবিক সহায়তা প্রদান কালে আন্তর্জাতিক রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলন এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো এই নীতিমালা প্রয়োগ করে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে জড়িত আন্তর্জাতিক রেডক্রস/রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলন ও এনজিও'র নীতিমালা

১. প্রথমেই আসে মানবিক দায়িত্বের বিষয়টি। সকল ধরণের মানবিক সাহায্য অধিকার ও সাহায্য প্রদান একটি মৌলিক মানবিক নীতিমালা যা বিশ্বের সকল দেশের নাগরিকদের জন্যই প্রযোজ্য। আক্রান্ত মানুষদের সাহায্য প্রদান করার বিষয়টি রাজনৈতিক বা পক্ষপাতমূলক নয় এবং এটি এভাবে দেখা উচিত নয়।

২. ধর্ম, বর্ণ ও জাতি নির্বিশেষে সাহায্য দেওয়া হয়, কোন রকম পার্থক্য করা হয়না। শুধুমাত্র চাহিদার ভিত্তিতে সহায়তার অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা করা হয়। সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে, দুর্যোগ পীড়িত জনগণের চাহিদার পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরূপণ ও এই চাহিদা পূরণের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান সামর্থ্য বিবেচনা করে আক্রান্তদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করা হবে।

৩. বিশেষ কোন রাজনৈতিক বা ধর্মীয় মতাদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য মানবিক সাহায্য প্রদান করা হবেনা। নির্দিষ্ট কোন রাজনৈতিক বা ধর্মীয় মতবাদ সমর্থন বা গ্রহণের শর্তে সাহায্য সরবরাহ বা বিতরণ করা যাবেনা।

৪. আমরা কখনই সরকারের পররাষ্ট্রনীতির হাতিয়ার হবোনা। আমরা শুধু প্রয়োজনের ভিত্তিতে সাহায্য ব্যবস্থা নিশ্চিত করবো, দাতা দেশের পণ্যসামগ্রীর উদ্বৃত্ত বিলি করা বা রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করার জন্য মানবিক সাহায্য ব্যবহার করা যাবেনা।

৫. আমরা সংস্কৃতি ও রীতিনীতিকে শ্রদ্ধা করবো। যে দেশে বা জনগোষ্ঠীতে কাজ করবো সেখানকার সংস্কৃতি, সমাজ কাঠামো ও রীতিনীতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবো।

৬. স্থানীয় সামর্থ্যের উপর ভিত্তি করে আমরা দুর্যোগ কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা করবো। স্থানীয় কর্মী নিয়োগ, স্থানীয় পণ্য সামগ্রী ক্রয় ও স্থানীয় কোম্পনীগুলোর সাথে ব্যবসায়িক লেনদেনের মাধ্যমে যেখানেই সম্ভব তাদের এই সামর্থ্যকে আমরা শক্তিশালী করবো।

৭. ত্রাণ কর্মসূচীর সুবিধাভোগীদেরকে ত্রাণ ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভূক্ত করার উপায় বের করা হবে। দুর্যোগ সহায়তা কখনই দুর্দশা পীড়িত জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়া উচিত নয়। সহায়তা কর্মসূচীর পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষেরা অন্তর্ভূক্ত থাকলেই ত্রাণ কার্যকর ও দীর্ঘস্থায়ী হয়।

৮. ত্রাণ সাহায্য অবশ্যই মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি ভবিষ্যত দুর্যোগ জনিত বিপদাপন্নতা হ্রাস করতে সচেষ্ট হবে। আমরা এমনভাবে ত্রাণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করবো, যেন তা সুবিধাভোগীদের ভবিষ্যত বিপদাপন্নতা সক্রিয়ভাবে হ্রাস করে ও টেকসই জীবনধারা সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

৯. সাহায্য গ্রহণকারী মানুষ ও সাহায্যদাতা - উভয়ের কাছেই আমরা দায়বদ্ধ থাকবো। সাহায্যদাতা ও সাহায্যগ্রহীতাদের সাথে আমাদেরও সকল কার্যক্রম খোলামেলা ও জবাবদিহিতার ভিত্তিতে পরিচালিত হবে।

১০. তথ্য, প্রচার ও বিজ্ঞাপন কর্মকান্ডে দুর্যোগ আক্রান্তদের আমরা মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ হিসাবে উপস্থাপন করবো, অসহায় বস্তু হিসাবে নয়। দুর্যোগ সংক্রান্ত বার্তায় শুধুমাত্র আক্রান্তদের বিপদান্নতা আর ভীতি নয়, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার ও সক্ষমতার বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব দিয়ে দুর্যোগ পরিস্থিতির বস্তুনিষ্ঠ চিত্র আমরা তুলে ধরবো।

৫.৪.৩. মানবিক সহায়তা ও পুনরুদ্ধারে ইউজেডডিএমসি'র করণীয়

- সকল সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনের মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য "জরুরি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র (ইওসি)" পরিচালনা করা।
- মানবিক সহায়তা কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে
  - মানুষের দুর্দশা লাঘবের জন্য দুর্যোগকালে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মানবিক সহায়তা দান শুরু করা;
  - নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ও সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর সদস্য যাতে লক্ষ্যভুক্তিকরণে বাদ না পড়ে তা নিশ্চিত করা;
  - মানবিক সহায়তা দানে ক) পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রসার; খ) খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি; গ) আশ্রয়, আবাসন ও খাদ্য ছাড়া অন্যান্য সামগ্রী; এবং ঘ) স্বাস্থ্যসেবার ন্যূনতম মানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা।
- মানবিক সহায়তার ন্যূনতম মান অর্জন পরিবীক্ষণ করা।
- মানবিক সংগঠনগুলোর কর্মীদের আচরণ রেডক্রস/রেড ক্রিসেন্টের আচরণ বিধিমালার আলোকে পরিবীক্ষণ করা।

সেকশন ৩: পরিশিষ্ট

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির রূপরেখা

নিম্ন লিখিত সদস্যদের নিয়ে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিতঃ

১) উপজেলা চেয়ারম্যান	: সভাপতি
২) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (১ জন)	: সহ-সভাপতি
৩) মেয়র, পৌরসভা (যথোপযুক্ত ক্ষেত্রে)	: সদস্য
৪) উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান (২ জন)	: সদস্য
৫) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানরা	: সদস্য
৬) উপজেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তারা	: সদস্য

(১৬ জন - উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উপজেলা প্রণিসম্পদ কর্মকর্তা, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, প্রকল্প কর্মকর্তা-উপবৃত্তি, সহকারী কমিশনার-ভূমি, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা, অফিসার ইন চার্জ-পুলিশ, উপজেলা প্রকৌশলী, উপ সহকারী প্রকৌশলী-জনস্বাস্থ্য, উপজেলা সমাজ কল্যাণ কর্মকর্তা, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা, উপজেলা এফএসসিডি'র প্রতিনিধি, সহকারী পরিচালক- সিপিপি (যথাস্থানে প্রযোজ্য)

৭) মহিলা প্রতিনিধি- ৩ জন (উপজেলা পরিষদ কো-অপ্ট করবেন)	: সদস্য
৬) প্রসিডেন্ট-বি আর ডি বি/কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি	: সদস্য
৭) সহকারী পরিচালক-সিপিপি (যথাস্থানে প্রযোজ্য)	: সদস্য
৮) বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সদস্য	: সদস্য
৯) এনজিওদের প্রতিনিধি	: সদস্য

(চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত ৩ জন- ১ জন স্থানীয় এনজিও, ১ জন জাতীয় এনজিও, ১ জন আন্তর্জাতিক এনজিও)

১০) সামাজিক খ্যাতি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব/সুশীল সমাজের প্রতিনিধি (৩জন)	: সদস্য

(প্রেসিডেন্ট-প্রেস ক্লাব, ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি, কলেজ/মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ইউএনও কর্তৃক মনোনীত)।

১১) মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিলের উপজেলা কমান্ডার	: সদস্য
১২) উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	: সদস্য সচিব

- স্থানীয় সংসদ সদস্য/ সদস্যরা এই কমিটির উপদেষ্টা থাকবেন।
- স্থানীয় পরিষদ ও বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে কমিটির সভাপতি প্রয়োজনবোধে আর ও ৩ জন সদস্য কো- অপ্ট করতে পারবেন।

সভা

- স্বাভাবিক সময়ে কমিটি মাসে একবার সভায় বসবে।
- দুর্যোগের প্রাক্কালে এবং সতর্কীকরণ পর্যায়ে, কমিটি সপ্তাহে একাধিকবার সভায় বসবে।
- দুর্যোগ চলাকালে, প্রয়োজন হলে কমিটি দৈনিক একাধিকবার বসবে, তবে সপ্তাহে একবার বসবে।
- পুনরুদ্ধার পর্যায়ে কমিটি সপ্তাহে একবার বসবে।
- কমিটি প্রয়োজনে যে কোন দ্বিপাক্ষিক, বহুপাক্ষিক অন্য উন্নয়নমূলক কমিটির সঙ্গে সভা করতে পারেন।
- কমিটি যে কোন সদস্য বা বিশেষজ্ঞকে সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করতে পারেন।
- স্বাভাবিক ও দুর্যোগ পরবর্তী সভার কোরাম হবে ১/৩ ভাগ সদস্যের উপস্থিতিতে। সতর্কীকরণ ও দুর্যোগকালে ১/৪ ভাগ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম গঠিত হতে পারে।
- উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতির স্বাক্ষরিত উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির হালনাগাদ তালিকা প্রতি বছর ২৫ শে জানুয়ারি জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে জমা দিতে হবে।
- তালিকাটি অবশ্যই গঠিত কমিটির মধ্যে কোন রকম পরিবর্তন ছাড়া জমা দিতে হবে।

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যাবলী

ঝুঁকি প্রশমন :

- পৌরসভা ও ইউনিয়ন ডিএমসিকে সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মতো ইউনিয়ন ও পৌরসভা পর্যায়ে কাজ করতে সহায়তা করা, যাতে ডিএমসিগুলো সঠিক নির্দেশনা দিতে পারে, সঠিক ও শুদ্ধ তথ্য পেতে পারে, প্রদত্ত প্রশিক্ষণ থেকে সুবিধা লাভে সক্ষম হয়।
- পৌরসভা ও ইউনিয়ন ডিএমসিকে স্থানীয় পূর্ব সতর্কীকরণ পদ্ধতি বিষয়ে দক্ষতা বাড়ানো, ঝুঁকি প্রশমন কার্যক্রম রচনা, উদ্ধার ও পুনরুদ্ধার কৌশল এবং সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ে সহযোগিতা দেবে।
- ইউনিয়ন ও পৌরসভা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ঝুঁকিহ্রাস পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছে তা নিশ্চিত করা।
- নিয়মিতভাবে ইউনিয়ন ও পৌরসভা ডিএমসি'র জন্য দুর্যোগ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করা এবং ইউনিয়ন ও পৌরসভা ডিএমসিকে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজনে সহায়তা করা এবং এ সব কাজের অগ্রগতি ও প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে জানানো।
- ইউনিয়ন ও পৌরসভা ডিএমসিকে বিপদ, বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ করতে ইউনিয়ন ও পৌরসভা পর্যায়ে সহযোগিতা করা, ইউনিয়ন ও পৌরসভা পর্যায়ের ঝুঁকি যাচাই প্রতিবেদনসমূহকে সংকলন করে উপজেলার বিপদ, বিপদাপন্নতা এবং ঝুঁকি যাচাই প্রতিবেদন প্রণয়ন করা।
- ইউনিয়ন ও পৌরসভা ডিএমসিকে লিঙ্গ, বয়স, শারীরিক সক্ষমতা, সামাজিক মর্যাদা, পেশা ও আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী উচ্চ মাত্রার বিপদাপন্ন লোকদের চিহ্নিত করতে সহযোগিতা করা, তা ইউনিয়ন ও পৌরসভাকে চিহ্নিত করে সংকলন করে উপজেলার জন্য বিপদাপন্ন লোকের তালিকা প্রণয়ন, মানচিত্রের উন্নয়ন এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন করা এবং তা জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থা কমিটির কাছে পাঠানো।
- ইউনিয়ন ও পৌরসভা ডিএমসিকে সর্বোচ্চ ঝুঁকিগ্রস্ত মানুষদের চিহ্নিতকরণ সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি বিপদাপন্নতা প্রশমন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে সহায়তা করা, এ সব কর্মপরিকল্পনাসমূহ উপজেলার জন্য সংকলন করা এবং জেলা ডিএমসিকে এটার কপি দেয়া।
- ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভার মাধ্যমে উন্নয়ন সংস্থা এবং সেবা দানকারী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে সমন্বয় সাধনে সহায়তা করা, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী ঝুঁকি নিরসন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন এবং এর অগ্রগতি পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।
- ইউনিয়ন ও পৌরসভা ডিএমসিকে ঝুঁকি নিরসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তহবিল গঠন করতে সহায়তা করা।
- কর্ম পরিকল্পনার অগ্রগতি পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করা এবং জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রতিবেদন দেয়া।
- দরিদ্র ও বিপদাপন্ন জনসাধারণের সম্পদের ঝুঁকি হ্রাসকরণে এবং তাঁদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে স্থানীয় জনগণ, ইউনিয়ন ও পৌরসভা কর্তৃপক্ষ, উপজেলা কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় সংস্থাসমূহের সমন্বয়ে একটি সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রস্তুত করা, আসন্ন বিপদের পূর্বাভাস অথবা এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত সব দুর্যোগ ঘটার আশংকা মাথায় রেখে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- বিভিন্ন দুর্যোগের (ঘূর্ণিঝড়, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, খরা, সুনামি, অতিরিক্ত বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, জলাবদ্ধতা, উঁচু জোয়ার, শৈত্য প্রবাহ ইত্যাদি) স্বল্পতম সময়ে ও উপায়ে সতর্ক বার্তা প্রচারে উপজেলা কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও সংস্থা, ইউনিয়ন ও পৌরসভা কর্তৃপক্ষ, স্বেচ্ছাসেবক এবং অন্য মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং জনগণকে দুর্যোগের কবল থেকে বাঁচতে তাদের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে জানানো।
- বিভিন্ন দুর্যোগে (ঘূর্ণিঝড়/ জলোচ্ছ্বাস/ বন্যা/ খরা/ সুনামি/ ভূমিকম্প/ টর্নেডো/ জলাবদ্ধতা/ লবণাক্ততা/ উঁচু জোয়ার/ শৈত্য প্রবাহ ইত্যাদি) স্থানীয় জনগণ যাতে খাপ খাওয়াতে পারে সেই জন্য তাদের সহযোগিতা ও প্রেরণা দিতে ইউনিয়ন ও পৌরসভা ডিএমসি'র স্থানীয় সংস্থাসমূহ, জনগণ, স্বেচ্ছাসেবকের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- বিভিন্ন দুর্যোগে স্থানীয় জনগণ যাতে দুর্যোগ সহনীয় ফসল এবং অন্য জীবিকার সুযোগসমূহ নিয়ে খাপ খাওয়াতে পারে সেজন্য তাদের সহযোগিতা ও প্রেরণা দেয়ার জন্য ইউনিয়ন ও উপজেলা ডিএমসি, স্থানীয় সংস্থাসমূহ, জনগণ, স্বেচ্ছাসেবকের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- প্রয়োজনমত মানুষ আশ্রয় নিতে পারে এমন নিরাপদ কেন্দ্র/আশ্রয়কেন্দ্র সুনির্দিষ্ট করে রাখা, আশ্রয় কেন্দ্রে বিভিন্ন সেবা ও নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন লোককে দায়িত্ব দেয়া। এ সব কাজ দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদনের জন্য ইউনিয়ন ও পৌরসভা ডিএমসিকে সহযোগিতা করা।
- উপজেলা কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা নিয়ে আশ্রয় কেন্দ্রের কাছে বিভিন্ন স্থান থেকে অন্য সেবাসহ নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা। এ সব কাজ দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদনের জন্য ইউনিয়ন ও পৌরসভা ডিএমসিকে সহযোগিতা করা।
- জনগোষ্ঠী ভিত্তিক পানি বিশুদ্ধকরণ প্রযুক্তি বিষয়ে ছাত্র, যুব, স্থানীয় ক্লাবের সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ দিতে ইউনিয়ন ও উপজেলা ডিএমসিকে সহায়তা করা। যাতে জরুরি অবস্থায় বাহিরের সাহায্য না আসা পর্যন্ত সমাজে তারা নিরাপদ প্রযুক্তির পানি সরবরাহ করতে পারেন।

- ইউনিয়ন ও উপজেলা ডিএমসিকে সহায়তা করার মাধ্যমে সমাজ পর্যায়ে কিছু উঁচুভূমি স্বাভাবিক সময়ে খেলার মাঠ হিসাবে ব্যবহৃত হয়, এদের দুর্যোগকালে আশ্রয়কেন্দ্র বানানোর জন্য পরিকল্পনা করা, যেখানে পশু সম্পদ, হাঁস মুরগি, জরুরি খাদ্য, কেরোসিন, বাতি, মোমবাতি, দিয়াশলাই, জ্বালানি কাঠ, রেডিও এবং অন্য গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ জনগণের সঙ্গে নেয়া।
- ইউনিয়ন ও উপজেলা ডিএমসিকে সহায়তা করার মাধ্যমে দুর্যোগের সময় ব্যবহারের জন্য জরুরি জীবন রক্ষাকারী ওষুধ ইউনিয়ন পর্যায়ে (ইউনিয়ন স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র) মজুদ রাখার ব্যবস্থা করা।
- জেলা প্রধান কার্যালয় ও ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিস্থাপন এবং মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য স্থানীয় ব্যবস্থাপনার জন্য উদ্ধার, প্রাথমিক ত্রাণ বণ্টনের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।
- ইউনিয়ন ও পৌরসভা ডিএমসিকে কার্যক্রম পরিকল্পনার অগ্রগতি ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ পূর্বক উপজেলা ডিএমসি'র অগ্রগতি প্রতিবেদন জেলা ডিএমসিকে দেয়া।
- সতর্কীকরণ বার্তা ও পূর্বাভাস বিতরণ, অপসারণ, উদ্ধার, প্রাথমিক ত্রাণ বিতরণ বিষয়ে মহড়ার আয়োজন করা (কমিটি প্রয়োজন হলে দরকারি সহযোগিতা জেলা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নিতে পারেন)।

জরুরি সাড়া প্রদান :

সতর্কীকরণ পর্যায়ে :

- সতর্কীকরণ ও নিরাপদ বার্তাসমূহ বিতরণ করা, অপসারণ পরিকল্পনা অনুযায়ী বিপদাপন্ন লোকদের অপসারণ করা, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উদ্ধারকারী দলের প্রস্তুতি ও কার্যক্রম তদারকি করা এবং অধিক গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার দেয়ার মাধ্যমে এই কাজের অপরিপূর্ণতা বা ফাঁকসমূহ পূরণে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া।
- বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে কার্যকর ও দ্রুত আগাম সতর্কীকরণ বার্তা বিতরণে প্রশিক্ষিত প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবক ও মানুষকে নিয়োজিত করা এবং সার্বিক নিরাপদ ও সতর্কীকরণ বার্তা বিতরণের কার্যক্রম তদারকি করা।
- পূর্ব নির্ধারিত আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন পূর্বক স্বেচ্ছাসেবক ও বিভিন্ন সংস্থাসমূহের জরুরি সেবা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থাসমূহের সর্তকতা এবং সেবা দেয়ার প্রস্তুতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।-
- প্রয়োজনবোধে আশ্রয়কেন্দ্রের পার্শ্ববর্তী পানি সরবরাহের উৎসের পর্যালোচনা করা, কোন অপরিপূর্ণতা ও ফাঁক পাওয়া গেলে দুর্যোগকালে নিরাপদ পানি সরবরাহের স্বার্থে তা পরিপূর্ণ করা।
- যাতে জরুরি অবস্থার সময় নিরাপদ পানি বিপদাপন্ন জনগণের মধ্যে নিশ্চিত করা যায়, স্বল্প পরিসরে স্থানীয় পর্যায়ে পানি বিশুদ্ধকরণ প্রযুক্তি বিষয়ে ছাত্র, যুব, সংঘ এবং স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে মহড়ার আয়োজন করা, পর্যাপ্ত উপকরণ এবং তাদের পানি বিশুদ্ধকরণ প্রস্তুতি বিষয়ে তদারকি করা।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে জীবন রক্ষাকারী ঔষধের মজুদ বিষয়ে পর্যালোচনা করা, দুর্যোগকালে বিপদাপন্ন লোকদের মধ্যে এর পর্যাপ্ত সরবরাহ সম্পর্কে মূল্যায়ন করা।
- দুর্যোগকালে করণীয় কাজের চেকলিস্ট তৈরী করা, এর জন্য সঠিক উপকরণ এবং লোকবলের পর্যাপ্ততা নিশ্চিত হওয়া।

দুর্যোগ চলাকালে :

- উপজেলা পর্যায়ে অপসারণ, উদ্ধার ও ত্রাণ কাজে সমন্বয় করার জন্য জরুরি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র (ইওসি) পরিচালনা করা।
- প্রয়োজনের স্থানীয় প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা নিয়ে জরুরি উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং নির্দেশিত হলে অন্যদেরও উদ্ধার কাজে সহায়তা করা।
- সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা নিশ্চিত করে (যার প্রয়োজন, যা প্রয়োজন এবং যে পরিমাণ প্রয়োজন এ ভিত্তিতে) ত্রাণ বিতরণ এবং সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে ত্রাণ কাজের সমন্বয় সাধন।
- নগণকে দুর্যোগকালে সময়মত সঠিক তথ্য দিয়ে গুজবের অস্তিত্ব থেকে রক্ষা করা।
- দুর্যোগের সময় স্থানীয় ও বাহিরের ত্রাণ কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- দুর্যোগকালে মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- মৃতদেহ দ্রুত সৎকার এবং পশুর মৃতদেহ সৎকারের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ থেকে সুরক্ষার ব্যবস্থা করা।
- জনগণকে নিরাপদ স্থানে তাদের অত্যাবশ্যকীয় সম্পদসহ (পশু, হাঁস মুরগি, জরুরি খাদ্য, কেরোসিন, মোমবাতি, দিয়াশলাই, জ্বালানি কাঠ, রেডিও ইত্যাদি) সরে যেতে সহায়তা করা।
- প্রশিক্ষিত ছাত্র, যুব, সংঘ এবং স্বেচ্ছাসেবকদের সহযোগিতা নিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে পানি বিশুদ্ধকরণ প্রযুক্তির বড়ি তৈরী করা, এই সব উৎপাদন জরুরি অবস্থায় বিপদগ্রস্ত লোকদের মধ্যে বণ্টন করা, যারা ডায়রিয়াসহ অন্য পানি বাহিত রোগে আক্রান্ত হয়েছে।

দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে :

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো ও উপজেলা প্রকৌশলী, জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির গাইডলাইন অনুযায়ী দুর্যোগে ক্ষতির পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা এবং এটা জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে পাঠানো।
- ক্ষয়ক্ষতি, চাহিদা প্রাপ্ত সম্পদ, ত্রাণ ও পুনর্বাসনের অগ্রাধিকার কাজসমূহ সম্পর্কে জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে উপাত্ত ও মতামত পাঠানো।
- ভবিষ্যত ঝুঁকি বিবেচনা করে দুর্যোগ কাজের পরিকল্পনা করা।
- উপজেলা প্রকৌশলী ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির গাইডলাইন অনুযায়ী অন্য উৎসসহ ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর ও স্থানীয় পর্যায়ে সংগৃহীত পুনর্বাসন সামগ্রী বণ্টনের জন্য পদক্ষেপ নেয়া।
- সব ত্রাণ কাজের হিসাব তদারকিসহ দাতা সংস্থার কাছ থেকে গৃহীত সব উপকরণের হিসাব জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে দেয়া।
- দুর্যোগের কারণে স্থানান্তরিত মানুষজন তাদের নিজস্ব জায়গায় ফিরেছে, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া। দুর্যোগের পরে এ ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত মানুষের জায়গা সংক্রান্ত (যদি কোন) আপত্তি নিজস্ব স্থানে প্রত্যাবর্তনে প্রতিবন্ধক হওয়া উচিত নয়।
- বিশেষজ্ঞ ও স্থানীয় সচেতন মহলের সমন্বিত সুবিধাসহ দুর্যোগের কারণে মানসিক আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য কাউন্সিলিংয়ের ব্যবস্থা করা।
- আহত লোকজন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের কাছ থেকে ভাল চিকিৎসা সুবিধা পাচ্ছে তা নিশ্চিত হওয়া। প্রয়োজন হলে কমিটি সুবিধা পাওয়ার জন্য উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ে সুপারিশ করতে পারেন।
- দুর্যোগকালে ও পরের অবস্থা থেকে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ নিয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও ব্যক্তিদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষণীয় কর্মশালার আয়োজন করা।
- উপরে বর্ণিত স্থায়ী আদেশাবলীসহ কর্তৃপক্ষের তাৎক্ষণিক নির্দেশনা অনুসরণ করা।

জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি পরিবেশ - খুলনা বিভাগে ঘূর্ণিঝড়ের একটি কেইস স্টাডি

উত্তর ভারত মহাসাগরে ২০০৯ সালের ঘুর্ণিঝড়গুলোর মধ্যে আইলা ছিল দ্বিতীয় ঘুর্ণিঝড়। আইলা জোয়ারের সময় ৬.৫ মিটার উঁচু জলোচ্ছ্বাস নিয়ে উপকূল অঞ্চলের ১১টা জেলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে। জলোচ্ছ্বাসের ফলে ১,৭৪২ কিলোমিটার প্রতিরক্ষা বাঁধ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়।

বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চল ও সমুদ্র তীরবর্তী চরগুলো নিচু ও সমতল। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে গড়ে প্রায় তিন মিটার উঁচু। জোয়ারের সময় পশ্চিমে ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকায় পানির উচ্চতা বাড়ে তিন মিটার আর পূবে মেঘনার মোহনায় পানির এই উচ্চতা বেড়ে প্রায় পাঁচ মিটার হয়। চোঙ্গের মতো তটরেখার কারণে ঘূর্নিঝড় জনিত জলোচ্ছ্বাসে এই বিপদাপন্নতা আরও বেড়ে যায়।

উপকূল অঞ্চলের জনগোষ্ঠী বারংবার ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে। আইলা ছাড়াও ২০০৯ সালের এপ্রিল মাসে সাইক্লোন বিজলি দক্ষিণপূর্বাঞ্চলে আঘাত হেনেছিল। ২০০৮ সালের অক্টোবরে সাইক্লোন রেশমি ও একই বছর নভেম্বর মাসে সাইক্লোন সিডর এলাকায় আঘাত হানে। সাইক্লোন সিডরে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয় ও এতে ৪ হাজারেরও বেশি মানুষ মারা যায়। ১৯৭০ সাল থেকে এপর্যন্ত ৩৬ বার এই এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আঘাত হেনেছে। এতে সর্বমোট প্রায় ৪৫০,০০০ মানুষ মারা গেছে।

আইলা আক্রান্ত এলাকায় খাদ্য নিরাপত্তার ঘাটতি খুবই প্রকট। জনসংখ্যার তিন ভাগের দুই ভাগ লোক গরীব; তারা জনপ্রতি দৈনিক ২,১২২ কিলোক্যালোরির কম খাদ্য শক্তি গ্রহণ করে। অর্ধেকেরও বেশি লোক জন প্রতি দৈনিক ১,৮০৫ কিলোক্যালোরির কম খাদ্য শক্তি গ্রহণ করে। বাংলাদেশ স্ট্যাটিস্টিকাল ব্যুরো, ডব্লিওএফপি ও বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর ও আশাশুনি উপজেলায়, যথাক্রমে, শতকরা ৬৫ ও ৫৮ ভাগ লোক অতি গরীব। খুলনা জেলার কয়রা ও দাকোপ উপজেলায় এই হার যথাক্রমে ৩৫ ও ৬০।

যেসব পরিবার আগে থেকেই অতি গরীব ও যাদের খাদ্য নিরাপত্তার ঘাটতি ছিল সেই সব পরিবারের উপর আইলার বিরূপ প্রভাব মারাত্মকভাবে পড়েছে। উপরন্তু, সিডর ২০০৭ সালের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রভাবে তাদের অবস্থা খুবই নাজুক ছিলো।

লবণ পানিতে ফসলের জমি ও মাছের ঘের ডুবে যাওয়ায় আইলা আক্রান্ত এলাকায় দু'টি প্রধান জীবিকা কৃষি ও মৎস্য খাতে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ দপ্তরের প্রতিবেদন অনুসারে, আইলার পরে চারটি উপজেলায় সামান্য পরিমাণ জমিতে আবার চাষাবাদ শুরু করা সম্ভব হয়েছে; লবণ দূষণ ও বাঁধ ভাঙ্গার কারণে জোয়ারে তলিয়ে যায় বলে এলাকার শতকরা ৭০-৮০ ভাগ জমিতে এখন আর কোন ফসল হচ্ছেনা।

এলাকার শতকরা ষাট ভাগ লোক চিংড়ি চাষের সাথে জড়িত ছিল; আইলার কারণে এই খাতে মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। চিংড়ি সংগ্রহের সময়ে আইলা আঘাত হানে; ফলে শতকরা একশ ভাগ রফতানি যোগ্য চিংড়ি সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায়। লবণ পানি ঢুকে স্বাদু পানির মাছের চাষও সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখতে বাজার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আইলার কারণে স্থানীয় বাজার ব্যবস্থা অচল হয়ে যায় এবং জনগোষ্ঠীর জন্য বাজার থেকে খাবার কিনে আনা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। ভাঙ্গা বাঁধ ও রাস্তার কারণে লোকজনের পক্ষে বাজারে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। দূরবর্তী এলাকায় খাদ্যদ্রব্য পরিবহণের জন্য নৌকা ব্যবহার করা হতো। আইলায় অনেক নৌকা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এসব এলাকায় খাদ্যদ্রব্যের সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। তাছাড়া, বেচাকেনা কমে যাওয়াতে খুচরা ব্যবসায়ীদের আয় কমে যায়; তার চাহিদা মেটানোর জন্য যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যপণ্য আমদানি করার সামর্থ্য হারায়। ফলে বাজারে খাদ্যপণ্য ও অন্যান্য জরুরি পণ্যের ঘাটতি দেখা দেয়। উপরন্তু, ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থাগুলো ঋণ দেওয়া বন্ধ করে ও বকেয়া ঋণ ফেরত দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করে।

সামগ্রিকভাবে এলাকায় খাদ্যপণ্যের যথেষ্ট মজুত ছিল, কিন্তু আইলা আক্রান্ত এলাকায় তা সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছিল না। তাছাড়া, সম্পদহানি ও আয়ের সুযোগ কমে যাওয়াতে লোকজনের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পায়। চাষাবাদ ও চিংড়িঘের অচল হয়ে যাওয়ার জন্য দিনমজুরদের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। আগে যেখানে মাসে ২০-২৫ দিন কাজ পাওয়া যেতো এখন সেখানে দিনমজুররা ৭ থেকে ১০ দিন কাজ পাচ্ছে।

(সাইক্লোন আইলার মাল্টিসেক্টর যৌথ এ্যাসেসমেন্ট, জুন ২০১০ এর অংশবিশেষ থেকে উদ্ধৃত)

এস.ও.এস ফরম *

আনুমানিক ক্ষয়ক্ষতি ও জরুরি প্রয়োজন

থানার নাম.....

১। ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়ন (সংখ্যা)	:	
২। ক্ষতিগ্রস্ত লোক সংখ্যা (আনুমানিক)	:	
৩। বিধ্বস্ত বাড়ি - (আনুমানিক সংখ্যা)	:	
৪। মৃত্যু (আনুমানিক সংখ্যা)	:	
৫। সন্ধান ও উদ্ধার	:	প্রয়োজন আছে/নাই
৬। প্রাথমিক চিকিৎসা	:	প্রয়োজন আছে/নাই
৭। পানীয় জল	:	প্রয়োজন আছে/নাই
৮। তৈরী খাবার	:	প্রয়োজন আছে/নাই
৯। জামা কাপড়	:	প্রয়োজন আছে/নাই
১০। জরুরি আশ্রয়	:	প্রয়োজন আছে/নাই

* দুর্যোগ ঘটার এক ঘন্টার মধ্যে অথবা যথাসম্ভব শীঘ্র এই তথ্য প্রাথমিক প্রতিবেদন হিসাবে টেলিফোনে বা বেতার মাধ্যমে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং জেলা প্রশাসন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ কক্ষে প্রেরণ করিবেন।

পরিশিষ্ট ৪

ক্ষয়-ক্ষতি নিরূপণ ফরম

ফরম "ডি"

ইউনিয়ন পরিষদ এবং উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফরম পূরণ করে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ কক্ষে প্রেরণ করবেন।

১	২	৩	৪	৫					৬	৭	৮	৯	১০	
উপজেলার সংখ্যা	মোট ইউনিয়ন (সংখ্যা)	মোট এলাকা (বর্গ কি.মি.)	চর এলাকা (যদি থাকে) (বর্গ কি.মি.)	মোট জনসংখ্যা (সংখ্যা)					মোট পরিবার (খানা)	গৃহ নির্মাণ খরচ, টাকা/ঘর প্রতি	গৃহ মেরামত খরচ, টাকা/ঘর প্রতি	অন্যান্য তথ্য (গৃহ নির্মাণে ব্যবহৃত মালামাল)	মোট দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র (সরকারী ও এনজিও)	তথ্যসূত্র
													বেইজলাইন উপাত্ত/সাধরণ তথ্য	
													দুর্যোগকালে ব্যবহৃত আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা (যদি থাকে)	

১১		১২		১৩		১৪				১৫		১৬		১৭	
ভেড়া ও ছাগল (সংখ্যা)		গরু ও মহিষ (সংখ্যা)		হাঁস-মুরগীর খামার (সংখ্যা)		মোট আবাদি জমি/বীজতলা				অন্যান্য খামার (হ্যাচারী/মৎস্য/চিংড়ি ইত্যাদি)		মোট বিদ্যুৎ/পয়ঃনিষ্কাশন/গ্যাস/পানি সরবরাহ লাইন এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি (সংখ্যা)		অন্যান্য অবকাঠামো (মোবাইল টাওয়ার, হিমাগার, গুদাম, সরকারি ও ব্যক্তি মালিকানাধীন স্থাপনা)	
মৃত এবং ভেসে যাওয়া ভেড়া ও ছাগল		মৃত এবং ভেসে যাওয়া গরু ও মহিষ খামারসহ		মৃত এবং ভেসে যাওয়া হাঁস-মুরগী খামারসহ		সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত		আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত		ক্ষতিগস্ত অন্যান্য খামার (হ্যাচারী/মৎস্য/চিংড়ি ইত্যাদি)		ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যুৎ/পয়ঃনিষ্কাশন/গ্যাস/পানি সরবরাহ লাইন এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি (সংখ্যা)		ক্ষতিগ্রস্ত অন্যান্য অবকাঠামো	
সংখ্যা	টাকা/প্রতি এককে)	সংখ্যা	টাকা/প্রতি এককে)	সংখ্যা	টাকা/প্রতি এককে)	হেক্টর	টাকা/প্রতি হেক্টরে)	হেক্টর	টাকা/প্রতি হেক্টরে)	হেক্টর	টাকা/প্রতি হেক্টরে)	সম্পূর্ণ (টাকা)	আংশিক (টাকা)	সম্পূর্ণ (টাকা)	আংশিক (টাকা)

১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪	
মোট মসজিদ/মন্দির/গির্জা/প্যাগোডা (সংখ্যা)		পাকা রাস্তা (কিমি)		অন্যান্য রাস্তা (কিমি)		বাঁধ (কিমি) নদী, উপকূলীয়, হাওর		মোট বন/বনায়ন/নার্সারী এলাকা (হেক্টর)		মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (কলেজ, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা এবং অন্যান্য কমিউনিটি বিদ্যালয়)		মোট টেলিযোগাযোগ মাধ্যম	
ক্ষতিগ্রস্ত মসজিদ/মন্দির		ক্ষতিগ্রস্ত পাকা রাস্তা (কিমি)		ক্ষতিগ্রস্ত অন্যান্য রাস্তা (কিমি) (কিমি)		ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ (কিমি) নদী, উপকূলীয়, হাওর		ক্ষতিগ্রস্ত বন/ বনায়ন/নার্সারী এলাকা (হেক্টর)		ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (কলেজ, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা এবং অন্যান্য কমিউনিটি বিদ্যালয়)		ক্ষতিগ্রস্ত টেলিযোগাযোগ মাধ্যম	
সম্পূর্ণ	আংশিক	সম্পূর্ণ	আংশিক	সম্পূর্ণ	আংশিক	সম্পূর্ণ	আংশিক	সম্পূর্ণ	আংশিক	সম্পূর্ণ	আংশিক	সম্পূর্ণ	আংশিক
সংখ্যা / টাকা/ প্রতি এককে)	সংখ্যা / টাকা/ প্রতি এককে)	কিমি / টাকা/ প্রতি কিমি)	কিমি / টাকা/ প্রতি কিমি)	কিমি / টাকা/ প্রতি কিমি)	কিমি / টাকা/ প্রতি কিমি)	কিমি / টাকা/ প্রতি কিমি)	কিমি / টাকা/ প্রতি কিমি)	হে / টাকা/ প্রতি হে.)	হে / টাকা/ প্রতি হে.)	সংখ্যা / টাকা/ প্রতি এককে)	সংখ্যা / টাকা/ প্রতি এককে)	সংখ্যা / টাকা/ প্রতি এককে)	সংখ্যা / টাকা/ প্রতি এককে)

২৫		২৬								২৭				২৮				২৯				৩০			
অন্যান্য শিল্প (গার্মেন্টস, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ, শুটকী মাছ, লবণ ইত্যাদি)		নলকূপ (গভীর, অগভীর ও হস্তচালিত)								পুকুর/পানি রিজার্ভার (সংখ্যা)				হাসপাতাল, ক্লিনিক, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও চিকিৎসা সরঞ্জাম				মাছ ধরার জাল/ট্রলার				তাঁত, হস্তচালিত তাঁত ও কুটিরশিল্প (সংখ্যা)			
ক্ষতিগ্রস্ত অন্যান্য শিল্প (গার্মেন্টস, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ, শুটকী মাছ, লবণ ইত্যাদি)		ক্ষতিগ্রস্ত নলকূপ								ক্ষতিগ্রস্ত পুকুর/পানি রিজার্ভার/লবণাক্ততা ও অন্যান্য জলাশয় (সংখ্যা)				ক্ষতিগ্রস্ত হাসপাতাল, ক্লিনিক, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও চিকিৎসা সরঞ্জাম				হারিয়ে যাওয়া নৌকা/ট্রলার/মাছ ধরার জাল/অন্যান্য যান				ক্ষতিগ্রস্ত তাঁত, হস্তচালিত তাঁত ও কুটিরশিল্প			
সম্পূর্ণ		আংশিক		গভীর		অগভীর		হস্তচালিত		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক	
সংখ্যা	টাকা/ প্রতি একক)	সংখ্যা	টাকা/ প্রতি একক)	সংখ্যা	টাকা/ প্রতি একক)	সংখ্যা	টাকা/ প্রতি একক)	সংখ্যা	টাকা/ প্রতি একক)	সংখ্যা	টাকা/ প্রতি একক)	সংখ্যা	টাকা/ প্রতি একক)	সংখ্যা	টাকা/ প্রতি একক)	সংখ্যা	টাকা/ প্রতি একক)	সংখ্যা	টাকা/ প্রতি একক)	সংখ্যা	টাকা/ প্রতি একক)	সংখ্যা	টাকা/ প্রতি একক)	সংখ্যা	টাকা/ প্রতি একক)

কেইস স্টাডিঃ দুর্যোগের ক্ষতি, চাহিদা ও সাড়া প্রদান

দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চলে জলাবদ্ধতা

ক্ষতি, বিঘ্ন ও দুর্দশা

২০১১ সালের জুলাই মাসে অতিবর্ষণের কারণে দক্ষিণাঞ্চলের তিনটি জেলায় (খুলনা, সাতক্ষীরা ও যশোর) জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। এতে প্রায় ২০০,০০০ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মোট ভুক্তভোগীর সংখ্যা ছিলো ২১৩,৭১০ জন, শিশু সহ ৯৩৯,৫১৪ জন। প্রায় ৫০০,০০০ পরিবার বাস্তুহারা হয়ে পড়ে; এবং এর মধ্যে ৫২,৬৫৭ জন স্কুল বা অনুরূপ কেন্দ্রে অস্থায়ীভাবে আশ্রয় নেয়।

এলাকার অধিকাংশ বাড়িঘর ছিল মাটির তৈরী বা কাঁচা। এর প্রায় সবগুলোই ২-৩ ফুট পানির নিচে ডুবে যায়। সরকারি হিসাব মতে, ১২৭,০০০ ঘর সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়েছে আর আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৪৩,০০০ ঘর। সরকারি হিসাব মতে, ৭০,৩০৩ পরিবার বাস্তুচ্যুত হয়েছে। এদের অনেকেই সত্বর নিজের বাড়িতে ফিরতে পারবেনা। কারণ, পানি নেমে গেলেও আর্থিক সামর্থ্যের অভাবে তারা নতুন করে ঘর তৈরী করতে পারবেনা।

এই এলাকার প্রধান ফসল ছিল রোপা আমন (৬০%); এর পরেই বোরো ধান (৩৫%) ও আউশ ধান (৫%)। বর্ষণ জনিত জলাবদ্ধতায় ফসলসহ ক্ষেতগুলো ৪ থেকে ৬ ফুট পানিতে তলিয়ে যায়। বসতভিটার সবজি ক্ষেতগুলোও পানিতে ডুবে যায়। পাশাপাশি সাতক্ষীরা জেলার সাতটি উপজেলা, যশোরের দু'টি উপজেলা ও খুলনার তিনটি উপজেলায় ৯,৭৫২,৬৩১ একর মাছের ঘের সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই ক্ষতির প্রভাব খুবই মারাত্মক। কারণ, এলাকার অধিকাংশ পরিবারই কৃষি বা মাছ চাষের উপর নির্ভর করতো। এখন রিক্সা চালানো ছাড়া আয়রোজগারের অন্য কোন পথ আর তাদের সামনে নেই।

বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলোর অনেকেরই জীবিকার কোন সুযোগ নেই। এরা এখন সহায়সম্বল বিক্রি করে নৈমিত্তিক চাহিদা মেটাচ্ছে। চাষাবাদের কাজ এখনও শুরু হয়নি। পানি নেমে যাওয়ার পরে ক্ষেতগুলো শুকিয়ে উঠলে আবার চাষাবাদ শুরু হতে পারে। তবে এর জন্য কমপক্ষে ছয় মাস সময় লাগবে।

ফসল নষ্ট হওয়া ও আয়রোজগার হারানোর জন্য ভুক্তভোগী পরিবারগুলো ঠিকমত খাবার পাচ্ছেনা। দিনে ২-৩ বারের বদলে এখন তারা ১-২ বার খাচ্ছে। অনেক পরিবারেই শিশু আর বৃদ্ধদের ২ বেলা খাবার নিশ্চিত করার জন্য বয়স্করা একবেলা করে খাচ্ছে। এছাড়াও, তারা প্রতি বেলায় কম পরিমাণে খাচ্ছে; আর তাদের খাবারের মানও খুব একটা ভালো নয়। আগে প্রতিদিন জনপ্রতি ৩০০-৪০০ গ্রাম চালের ভাত খেতো, এখন তারা ১০০ গ্রাম হিসাবে খাচ্ছে।

জলাবদ্ধতার কারণে পানি ও স্যানিটেশনের সংকট দেখা দিয়েছে। এলাকার শতকরা ৭০-৮০ ভাগ নলকূপ পানিতে ডুবে গেছে। নিরাপদ পানি পাওয়া যাচ্ছেনা। যে পানি পাওয়া যাচ্ছে তা মোটেও নিরাপদ নয়। ফলে শিশু ও বয়স্করা অসুখে ভুগছে। উপরন্তু, অনেক দূর থেকে পানি টেনে আনতে হচ্ছে বলে নারীর কষ্ট বেড়ে গেছে।

এছাড়াও, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ায় বিঘ্ন দেখা দিয়েছে। স্কুলগুলো পানিতে ডুবে গেছে। এর ভৌতকাঠামো ও আসবাবপত্র নষ্ট হয়ে গেছে। ৯৮০ টা স্কুলঘর ৩-৪ ফুট পানিতে ডুবে গেছে। ছেলেমেয়েরা বইখাতা ও পড়ার সরঞ্জাম হারিয়েছে। অনেক ছেলেমেয়েই লেখাপড়া বাদ দিয়েছে।

সাড়া প্রদান

সরকারি ও বেসরকারি মানবিক সংস্থা মানবিক সহায়তা দেওয়া শুরু করেছে। সরকারের তরফ থেকে নগদ টাকা, খাদ্য সামগ্রী ও পোশাক বিতরণ করা হয়েছে। অনেক এনজিও খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রী বিতরণ করেছে। ইউনিসেফ ও ডব্লিওএফপি খাদ্য ও পুষ্টি সহায়তা দিয়েছে। ডিএফআইডি'র কন্সোর্টিয়াম সদস্যরা- হেল্প এজ, ক্যাফোর্ড, ক্রিশ্চিয়ান এইড, টিয়ার ফান্ড, সেইভ দি চিলড্রেন ও ইসলামিক রিলিফ ১০০০ পরিবারের মাঝে জরুরি খাদ্য, ওয়াশ, আশ্রয় সহায়তা দিয়েছে। ইকো'র সহযোগিতায় একশনএইড, ইসলামিক রিলিফ, কনসার্ন, অক্সফাম, সলিডারিটি ইন্টারন্যাশানাল, মুসলিম এইড, ক্রিশ্চিয়ান এইড, ড্যানচার্চ এইড, এসিএফ ও সেইভ দি চিল্ড্রেন নগদ অর্থ সহায়তা দিয়েছে। ইউএসএআইডি সেইভ দি চিল্ড্রেন ও কেয়ারের মাধ্যমে ৩৮,০০০ পরিবারে নগদ অর্থ সহায়তা দিয়েছে। অসএআইডি সুশীলনের মাধ্যমে ৩৫,০০০ পরিবারে সহায়তা প্রদান করেছে।

(সাতক্ষীরা জেলার জলাবদ্ধতা- ক্ষতি, চাহিদা, ঘাটতি ও সাড়া প্রদান বিশ্লেষণ, নভেম্বর ২০১১, ইউএনডিপি'র অংশ বিশেষ থেকে উদ্ধৃত)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
(দুব্যক শাখা)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.dmrd.gov.bd

নং-৫১.১১০.০০০.০০.০০.০৬৩.২০১১-৫২৫ তারিখঃ ১৮.১০.২০১১ খ্রিঃ

প্রজ্ঞাপন

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের অধীনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো কর্তৃক ২০১০ সালে প্রকাশিত Standing Orders on Disaster (SOD)-এর ৩.৩.১ উপানুচ্ছেদে বর্ণিত "উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি" নিম্নরূপে পুনর্গঠন করা হলঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	সংখ্যা	পদবি
১	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান	১	চেয়ারপারসন
২	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	১	কো-চেয়ারপারসন
৩	উপজেলা সদরে অবস্থিত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পৌরসভার মেয়র	১	সদস্য
৪	উপজেলা পরিষদের ভাইস-চেয়ারম্যান	২	সদস্য
৫	ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/ চেয়ারম্যানবৃন্দ		সদস্য
৬	উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ (উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকৌশলী, উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (পুলিশ), উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য), উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের উপজেলা প্রতিনিধি)	১৮	সদস্য
৭	ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভার, যদি থাকে, সংরক্ষিত মহিলা সদস্যদের মধ্য হতে উপজেলা পরিষদের জন্য নির্বাচিত সদস্য	৩	সদস্য
৮	সভাপতি, বিআরডিবি/ কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি	১	সদস্য
৯	সহকারী পরিচালক , সিপিপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	১	সদস্য
১০	বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	১	সদস্য
১১	এনজিও প্রতিনিধি (স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক এনজিওসমূহের মধ্য হতে ইউএনও কর্তৃক মনোনীত)	৩	সদস্য

চলমান পাতা/২

১২	স্থানীয় খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি বা সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি (প্রেসক্লাবের সভাপতি, বণিক সমিতির সভাপতি এবং কলেজ বা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ, ইউএনও কর্তৃক মনোনীত)	৩	সদস্য
১৩	উপজেলা কমান্ডার, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল	১	সদস্য
১৪	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও)	১	সদস্য-সচিব

২। দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী (SOD)- ২০১০ এর ৩.৩ উপানুচ্ছেদে বর্ণিত কমিটির কার্যপরিধি, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস, জরুরী সাড়া প্রদান, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগউত্তর দায়িত্বাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারী করা হল এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

১৮.১০.১১

(ড. মোঃ আতিকুর রহমান)
উপসচিব (দুব্যক)
ফোনঃ ৯৫৪০১৩৪

নং-৫১.১১০.০০০.০০.০০.০৬৩.২০১১-৫২৫ তারিখঃ ১৮.১০.২০১১ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাও, ঢাকা
৩. সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৫. প্রিন্সিপাল ষ্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা
৬.. মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর/ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো, ৯২-৯৩, মহাখালী বা/এ, ঢাকা
৭. বিভাগীয় কমিশনার,.. (সকল)
৮. জেলা প্রশাসক, ...(সকল)
৯. চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, ...(সকল)
১০. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ...(সকল)
১১. ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ,..(সকল)

১৮.১০.১১

ড. মোঃ আতিকুর রহমান)
উপসচিব (দুব্যক)

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্যঃ

১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
২. সচিবের একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ
৩. যুগ্ম-সচিব (দুব্য) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ

D:\Hakim\All Document DMP\Nokosh\File 63 2011 (SOD Committee)\Letter 63 2011 (SOD Committee).doc

গ্রন্থপঞ্জী

- দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল, অক্সফাম-জিবি, অক্সফাম-জিবি বাংলাদেশ প্রোগ্রাম, ডিসেম্বর ২০০৬
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ মডিউল- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের জন্য, সৌহার্দ্য প্রকল্প, কেয়ার বাংলাদেশ, নভেম্বর ২০১১
- ইউডিএমসি ও ইউপি সদস্যদের জন্য দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ মডিউল, এফএসইউপি প্রকল্প, কেয়ার বাংলাদেশ, অক্টোবর ২০১০
- অংশগ্রহণমূলক বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ- প্রশিক্ষণ সহায়িকা, একশন এইড বাংলাদেশ, এপ্রিল ২০০৭
- দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো, জানুয়ারী ২০১০
- দুর্যোগকোষ, সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী (সিডিএমপি), জুলাই ২০০৯
- সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রারম্ভিক প্রশিক্ষণ- প্রশিক্ষণার্থী হ্যান্ডবুক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, মে ২০১০
- জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরূপণ ও স্থানীয় পর্যায়ে ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের ব্যবহারিক গাইড, সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী (সিডিএমপি), ২০১২
- Training Manual on Disaster Risk Reduction; Concern Universal, Bangladesh and Dhaka Ahsania Mission, February 2009
- Facilitators Guidebook: Practicing Gender And Social Inclusion in Disaster Risk Reduction; CDMP, Directorate of Relief and Rehabilitation, Dhaka, Bangladesh, 2009

কারিগরী সহযোগিতায়

Network for Information, Response And Preparedness Activities on Disaster

nirapad